উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,১৮৬.৪৪ (-৮৭২.৯৮)

নিফটি : ২৪,৬৮৩.৯০ (-২৬১.৫৫)

একটাই ট্যাক্স : মমতা

জিএসটি দেওয়ার পরও রাস্তায় টোল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের। শিলিগুড়ির কাছে সরকারি মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতার হুঁশিয়ারি, একটার বেশি ট্যাক্স নেওয়া যাবে না। » ৮

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে উদ্যোগী ট্রাম্প

ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব নেওয়ার পর এবার রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতেও উদ্যোগী হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩১°	৩২°
সর্বনিম্ন	২২°	২৩°	২৪°	২৩°

মমতা-রিজিজু কথা, মোদির প্রতিনিধিদলে অভিষেক » ৭

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 21 May 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 3

২৯শে উত্তরবঙ্গে আসছেন মোদি

অভিজিৎ ঘোষ ও ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : এই প্রথম আলিপুরদুয়ার শহরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ২৯ মে বৃহস্পতিবার প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁর জনসভা করার কথা। সেইসঙ্গে একটি প্রশাসনিক সভাও করবেন বলে খবর। সেই সভার জন্য মঙ্গলবার প্যারেড গ্রাউন্ডে মাঠ পরিদর্শনে আসেন বিজেপির নেতারা। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি নিয়ে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে একটি বৈঠকও হয়। সেখানে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ বিজেপির একাধিক নেতা।

চিকেন নেক সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারায় একটি সামরিক বিমানঘাঁটি রয়েছে। এই চিকেন নেক নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হুমকি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার তৃণমূলে যোগদান- এই আবহে প্রধানমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ার সফর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক, দু'দিক থেকেই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

এরপর আটের পাতায়

উন্নয়নের খতিয়ান

> শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় পথশ্রী প্রকল্পে ৩৪৯ কোটি টাকা খরচ করে ১০৮৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এর পরেও যাঁরা টাকার হিসাব চাইছেন, তাঁদের লজ্জা নেই।
>
> – মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মে : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু তাতে বাংলায় যে উন্নয়ন থমকে নেই, সেটাই বোঝালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে তাঁর ভাষণের প্রায় ৫২ মিনিট ধরে ছিল শুধু উন্নয়নের খতিয়ান। এজন্য লিখিত ফিরিস্তি পড়ে শোনান মুখ্যমন্ত্রী। 'আমি ম্যাজিশিয়ান নই যে, সবকিছু রাতারাতি করে দেব' বলেও তিনি দাবি করলেন, 'ভোটের আগে যা যা বলেছিলাম, সবটাই করে দিয়েছি।'

উপলক্ষ্য ছিল সরকারি পরিষেবা বিলি। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়িতে হেলিপ্যাড ময়দানে মঙ্গলবার ওই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন তাঁর ভাষায় বিরূপ সমালোচনার, নেতিবাচক খবরের। তাঁর কথায়, 'বাংলায় যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে, ওরা তা দেখতে পায় না। শুধু কুৎসা করে, অপপ্রচার করে। ওরা কুৎসা করুক, রাজ্যে ৯৭টি সামাজিক প্রকল্পে আমরা কাজ করে যাব।'

উত্তরবঙ্গের আট জেলার মানুষ কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন, তার তালিকা তুলে ধরে মমতা বলেন, 'আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি। ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা, গ্রামীণ রাস্তা ইত্যাদি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক বরাদ্দ আটকে রেখেছে। কিন্তু আমরা সমস্ত কাজ করাচ্ছি। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দিয়েছি। বাংলার বাড়িও দিচ্ছি।'

তাঁর হিসেবে, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাওনা। পুরো টাকাটাই কেন্দ্র আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'এই রাজ্যে আমি সবার জন্য সবাইকে নিয়েই উন্নয়নের কাজ করি। যে কারণে আমি দাঙ্গা চাই না। শান্তি চাই, স্বস্তি চাই।' যদিও বিজেপি বা অন্য কোনও দলের নাম মুখে আনেননি তিনি। শুধু বলেছেন, 'দাঙ্গা হলে রাজনীতির লোকেরা দাঙ্গা করার সুযোগ পেয়ে যাবে।'

বিজেপির নাম একবারই উচ্চারণ করেছেন চা বাগানের সমস্যা বলতে গিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'ভোটের আগে বিজেপির এক নেতা বলেছিলেন, সব চা বাগান খুলে দেব। কিন্তু বিজেপি একটাও বাগান খুলতে পারেনি। আমরা দায়িত্ব নিয়ে আলিপুরদুয়ারে আটটি এবং জলপাইগুড়িতে সাতটি চা বাগান খুলেছি।

এরপর আটের পাতায়

স্কুল ছাত্রীর হাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। -সূত্রধর

শিলান্যাস

- ধূপগুড়িতে ১০০ শয্যার মহকুমা হাসপাতাল, বরাদ্দ ২৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা
- বানারহাটে ৩০ শয্যার গ্রামীণ হাসপাতাল, বরাদ্দ ৩০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা
- মালবাজার থেকে বড়দিঘি পর্যন্ত রাস্তা, বরাদ্দ ১৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা
- রাজগঞ্জের ঠাকুরনগরে ১০ শয্যার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বরাদ্দ ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
- শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় বায়োমাইনিং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বরাদ্দ ৪৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা
- বিধাননগর বাজারের মানোন্নয়ন, বরাদ্দ ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা

আইনমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে জলপাইগুড়ি বার

মামলা সরানোর প্রতিবাদে সরব

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে থাকা জলপাইগুড়ি জেলার অংশের মামলা জলপাইগুড়ি আদালত থেকে শিলিগুড়ি আদালতে স্থানান্তরের প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানালেন জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা ও ল'ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার জেলা আদালত চত্বরে প্রতিবাদ মিছিল করেন তাঁরা। শুধুমাত্র জামিনের মামলা ছাড়া এদিন অন্য কোনও মামলায় অংশ নেননি আইনজীবীরা। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের তীব্র আপত্তির কথা জানিয়ে দেয় জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন।

জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সোমনাথ পাল বলেন, 'আমরা আইনমন্ত্রীকে জলপাইগুড়ির আদালত থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪টি সংযোজিত ওয়ার্ডের মামলা যাতে সরানো না হয় সেই বিষয়ে লিখিতভাবে জানিয়েছি। মামলা সরানোর প্রসঙ্গে আমরা অনেকটাই আতঙ্কিত। এভাবে মামলা সরানো যায় না। পুরো প্রক্রিয়াটি হাইকোর্টের এক্তিয়ারে। আমাদের দাবি যথাস্থানে পৌঁছে দেবেন বলে মন্ত্রী আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। বুধবার বার অ্যাসোসিয়েশন ফের বৈঠক করে নিজেদের অবস্থান জানাবে।'

আইনমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সাতজনের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে গৌতম দাস, সোমনাথ পাল, প্রতীকলাল ঝা চক্রবর্তী, দেবপ্রিয়া সেন প্রমুখ বৈঠকে ছিলেন।

এদিন সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি আদালত চত্বর মামলা সরানো ইস্যুতে সরগরম হয়ে ওঠে। কোনও অবস্থাতেই জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের অধিক্ষেত্রের (কাজের ভৌগোলিক এলাকা) অঙ্গচ্ছেদ হতে দেওয়া যাবে না বলে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ মিছিলে স্লোগান দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে আইনজীবীদের বৈঠক।

আদালতের অধিক্ষেত্র কমানোর চেষ্টা করা হলে আদালতে কর্মবিরতি, নাগরিক কনভেনশন, অবস্থান বিক্ষোভ, জেলাজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল করা হবে বলে জানান আইনজীবীরা। তাঁদের দাবির সমর্থনে নাগরিক সমাজ, ব্যবসায়ী সংগঠন সকলেই পাশে দাঁড়িয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার আইনমন্ত্রীর সঙ্গে শিলিগুড়ির আইনজীবীদের বৈঠক থেকে।

এরপর আটের পাতায়

হাসপাতাল চত্বরেই জঞ্জালের স্তূপ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২০ মে : প্রাক্তন বিধায়ক মিতালি রায়ের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দ ৪ লাখ ৭২ হাজার ৬০৬ টাকায় হাসপাতাল চত্বরে সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু হয়েছিল ২০১৯ সালের ২৮ নভেম্বরে। সেই প্ল্যান্ট বাস্তবে কোনওদিন কাজে লাগেনি বলে অভিযোগ হাসপাতালকর্মীদের। অকেজো প্ল্যান্টের আশপাশে জমে থাকা আবর্জনাবোঝাই থলের স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ এবং দূষণে টেকাই দায়। অসুবিধা হলেও চিকিৎসক ও

কাজে লাগে না ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট

কর্মীরা এর সঙ্গে আপস করেই কাজ করেন প্রতিদিন। আবর্জনার স্তূপ থেকে দূষণে জেরবার হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা তথা স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের সম্পাদক আচার্যপ্রসাদ বিশ্বাসের কথায়, 'শীতকালে সমস্যা না হলেও বর্ষা এবং গরম পড়তে শুরু করায় দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। চিকিৎসা বর্জ্য পড়ে থাকলে মারাত্মক দূষণ ছড়ায়। এনিয়ে কেন পদক্ষেপ করা হয় না, আমাদের জানা নেই।'

বিধি অনুসারে হাসপাতালের বায়ো মেডিকেল ওয়েস্ট মূলত চার ভাগে বিভক্ত। এরমধ্যে ডাস্টবিনে রাখা হলুদ, *এরপর আটের পাতায়*

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671. RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318. RENAULT MALDA Ph: 8527236841. RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645. RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471. RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946. RENAULT BANKURA Ph: 9667215385. RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627. RENAULT BERHAMPORE Ph: 8527235410. RENAULT BONGAIGAON Ph: 9582232858. RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447. RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211. RENAULT SINGUR Ph: 9311700650. RENAULT SURI Ph: 8377905404. KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001. RENAULT KHARAGPUR Ph: 9933376767.

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা
জেলা : দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি000S692
ইমেল : s692@indianbank.co.in

রেফ : বিআর/এসএলজি/২০২৪-২৫/পান্না ট্রেডিং / পুনরুদ্ধার নোটিশ তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

প্রতি,

১) মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন স্বত্বাধিকারী : শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার (ঋণগ্রহীতা)
২) ঠিকানা : ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধান নগর, ওয়ার্ড নং – ৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৪০০৩

২) শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার, কানহাইয়া লাল খটিক-এর পুত্র (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা)
ঠিকানা : ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধান নগর, ওয়ার্ড নং – ৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৪০০৩

ম্যাডাম / প্রিয় স্যার

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২) সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি হিসেবে, অ্যাকাউন্ট নং (নগদ আমানত প্রদত্ত এমএসএমই লোন অ্যাকাউন্ট নং – ৫০৫১৬৮৮৩৬৫৭) পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশনের দ্বারা সুবিধা সরবরাহকারী, শাখা : শিলিগুড়ি প্রধান স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের নোটিশ।

সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে ০৬.০১.২০২৪ তারিখে ৬০ দিনের একটি চাহিদা নোটিশ ধার্য করা হয়েছে। নোটিশটিতে ঋণগ্রহীতা(গণ) / এবং জামিনদাতা(গণ) / প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে নিম্নে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি / সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা বন্ধকরত / চার্জড এবং সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(৪)-এর আইনগত বিধিবদ্ধতা মেনে চলার দ্বারা সম্পত্তিগুলির দখল (প্রতীকী) করা হয়েছে।

এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সুরক্ষিত ঋণদাতার আনুকূল্যে নিম্নে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপর যে সুরক্ষিত কর ধার্য করা হয়েছে সেই হিসেবে ই-অকশনের 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি https://www.ebkray.in-এ নোটিশটির রিসিট প্রকাশনার ৩০ দিন পর ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ প্রকাশনার দ্বারা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশনার মাধ্যমে যে নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রয় করা হবে সেটি আপনাকে অবগত করা হবে।

উপরে উল্লিখিত অ্যাক্টের অধীনস্থ অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৮) এর উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে যে, আপনার সুরক্ষিত সম্পত্তিটির পুনরুদ্ধার করার অধিকার আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী ব্যাংকের দ্বারা প্রকাশিত নোটিশটির রিসিটটির ৩০ দিনের মধ্যে রয়েছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন, নোটিশটি প্রকাশনার ৩০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সুরক্ষিত ঋণদাতা সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনস্থ সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত রুল ৯(১)-এর ক্ষমতাবলে একটি সর্বজনীন নোটিশ জারি করবে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা : [illegible]

তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিল কার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-এ (রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় নোটিশ
[illegible]
অনুমোদিত আধিকারিক
যোগাযোগের ব্যক্তি :- সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং :-৯০৮৩৭০১৮১৫

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-A (রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
[illegible]
তারিখ : ২০.০৫.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি অনুমোদিত আধিকারিক
যোগাযোগের ব্যক্তি : সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫

পিছোল রেড পান্ডা গণনা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ মে : আবহাওয়ার কারণে আপাতত পিছিয়ে গেল রেড পান্ডা গণনা। চলতি মাসেই নেওড়াভ্যালি ও সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা গণনার কথা ছিল। বর্তমানে পাহাড়ে এখন রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। সেই কারণে গণনার কাজে সমস্যা হবে দেখে বন দপ্তর সিদ্ধান্ত বদল করেছে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'আগামী নভেম্বরে গণনা করার কথা ভেবে রাখা হয়েছে। এর মাঝে যদি আবহাওয়া ভালো হয় তবে তখনও প্রচেষ্টা করা হবে।'

পাহাড়ের দুই জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা গণনার জন্য বন দপ্তর মোট ৫০টি টিম তৈরি করে রেখেছে। কালিম্পংয়ের নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০-১০ হাজার ফুট উঁচুতে। ৮৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। অন্যদিকে, সিকিম ও নেপাল সীমান্তের সিঙ্গালিলা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৩০০ ফুট উঁচুতে। এই জাতীয় উদ্যানের সবচেয়ে উঁচু এলাকাটি ৭ হাজার ফুট উচ্চতায়। আয়তন ২০৩ বর্গকিলোমিটার। পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ করে উঁচু এলাকার জঙ্গলে কাজ করতে গিয়ে বনকর্মীদের অসুবিধা হয়। পাশাপাশি বৃষ্টির কারণে রেড পান্ডার বিষ্ঠা সংগ্রহ করাও সমস্যাজনক। ওই বিষ্ঠা হায়দরাবাদের ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে রেড পান্ডার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এর আগে শেষবার রেড পান্ডা গণনা হয়েছে ২০১৯ সালে। তখন সিঙ্গালিলায় ৩২টি ও নেওড়াভ্যালিতে ৩৫টি রেড পান্ডার হদিস মিলেছিল। রেড পান্ডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন) রেড পান্ডাকে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পূর্ব হিমালয়ে এদের বাস। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক রেড পান্ডার সংরক্ষণে তোপকেদাড়াতে সাফল্যের সঙ্গে একাধিক কৃত্রিম প্রজনন করেছে।

৩০ কিমি বাইক চালিয়ে রক্তদান

শীতলকুচি, ২০ মে : প্রায় ৩০ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে এসে মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন এক তরুণ। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায়। শীতলকুচি ব্লকের দেওয়ানকোট জয়দুয়ার গ্রামের গৃহবধূ সুস্মিতা বর্মন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সুস্মিতা গর্ভবতী, শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ায় রক্তের প্রয়োজন পড়ে। তাঁর রক্তের গ্রুপ 'এ' পজিটিভ।

ব্লাড ব্যাংকে ওই গ্রুপের রক্ত মিলছিল না। পরে সুস্মিতার প্রতিবেশী মিরাজুল ইসলাম রক্তের প্রয়োজন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। ওই পোস্টে সাড়া দিয়ে শীতলকুচি ব্লকের নগরলালবাজার গ্রামের তরুণ আনারুল ইসলাম রক্ত দান করতে এগিয়ে আসেন। তরুণের বাড়ি মাথাভাঙ্গা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে।

এই দীর্ঘপথ বাইক চালিয়ে এসে রক্তদান করেন আনারুল। তাঁর এই মহৎ কাজের প্রশংসা করেছেন অনেকেই। আনারুল বলেন, 'এক মায়ের জীবন বাঁচাতে পেরে ভালো লাগছে। আগামীদিনেও এই কাজ করে যাব।' রক্ত পেয়ে খুশি সুস্মিতা বর্মনের পরিবার। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আনারুলকে।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
EXAMINATION NOTIFICATION
[P.G. & U.G. under D.E. Mode]
The students are requested to visit www.nbu.ac.in or https://cdoe.nbu.ac.in for detailed information regarding P.G. & U.G. Odd & Even Semester Examinations (under Distance and Online Education Mode) held in July, 2025.
Advt. No. 05/R-2025, Dated : 21.05.2025 Registrar (Addl. Charge)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৬৬/০০১/২৫-২৬, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫। নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : কেটি২৫৫২৮২;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ০৫-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রিন্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (কপার কন্ডাক্টর) স্পেসিফিকেশন নং: আইআরএস: এস-৬৩/২০১৪ (রিভি ৪.০) বা টেন্ডার খোলার তারিখ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধনী অনুসারে, সাইজ: ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিমি।
প্রাপক:-এসএসই/এসআইজি /মালদা টাউন, এনএফআর। পরিমাণ:- ১৮ কিমি।
দ্রষ্টব্য :- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দরদাতা ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) দেখতে পারেন। উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক দরদাতাদেরকে অবশ্যই উক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করে তাদের অফার ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদেরকে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং অথরিটি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং-এর উন্নয়ন
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/ইইচকিউ/৪৫/২৫-২৬, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫; নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ডিওয়াইসিইই-পিএস- [illegible]
www.ireps.gov.in
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ
[illegible]
www.ireps.gov.in
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি সম্পর্কীয় কাজ
[illegible]
www.ireps.gov.in
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আজ টিভিতে

কোন গতিপথে ঘুরবে, রাই ও নীলুর জীবন?
মিঠিঝোরা তোলপাড় ৩ দিন রাত ১০.১৫ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সংসার সংগ্রাম, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.০০ চ্যাম্পিয়ন, রাত ১০.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, ১.০০ জ্যাকপট
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৪.৩০ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.৩০ ঘাতক, রাত ১০.৩০ রংবাজ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ লোফার, দুপুর ২.০০ আসল নকল, বিকেল ৫.০০ জীবন যুদ্ধ, রাত ১০.৩০ গীত সংগীত, ১.০৫ পাসওয়ার্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ব্যবধান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.১৯ কুলি নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.৫২ বঙ্গারাজু, বিকেল ৪.৫২ বজরঙ্গী-টু, সন্ধে ৭.৫৫ ফাইভডি, রাত ১০.৫৫ গুমনাম
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.৪৫ কর্জ, দুপুর ২.১৫ হিরো, বিকেল ৪.১৫ বীরে দি ওয়েডিং, সন্ধে ৬.৩০ হমরাজ, রাত ৯.০০ এক ভিলেন, ১১.১৫ আনইন্ডিয়ান
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪১ বীরে দি ওয়েডিং, দুপুর ১.৪৯ বব বিশ্বাস, বিকেল ৪.০৯ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৩০ দ্য তাসখন্দ ফাইলস, রাত ৯.০ বরেলি কি বরফি, ১১.০৩ জওয়ানি জানেমন
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.১৫ টেকেন-টু, বিকেল .৫০০ জন কার্টার, সন্ধে ৭.০০ অ্যাকুয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম, রাত ৯.০০ ন্যাশনাল ট্রেজার, ১১.০০ গডজিলা ভার্সেস কং

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০ **সান বাংলা**

আনইন্ডিয়ান রাত ১১.১৫
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

রোশনাই রাত ১০.০০ **স্টার জলসা**

অ্যাফিডেভিট

গত ৪/৩/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manju Das থেকে Manju Rani Das হলাম। Manju Das এবং Manju Rani Das একই ব্যক্তি। (C/115570)

E-Tender notice
Sealed tender are hereby invited by the Executive Officer, H.C.Pur-I Panchayat Samity under 15th FC (Tied) vide Memo No. 289/H.C.Pur-I, Date : 15/05/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
Executive Officer
H.C.Pur-I, Panchayat Samity
Malda

কাটিহার ডিভিশনে ডাটা লগার টার্মিনালের ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৯, তারিখ: ১৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে এফট্রোনিক্স নির্মিত ডাটা লগারের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং বৃদ্ধির সাথে ডাটা লগার টার্মিনালের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৫,১০,৪১,২৫৯.০০ টাকা, বায়নার ধন: ৪,০৫,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। [illegible] http://www.ireps.gov.in [illegible]
ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং -এর কাজ
[illegible]
www.ireps.gov.in
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

গুয়াহাটিতে এলুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং পোর্শনের যোগান
[illegible]
www.ireps.gov.in
মাণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্স (WB63 20190005891) ROBEL HOSSAIN থাকায় 14-05-2025 সদর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে RUBEL HOQUE হলাম, বলাইরহাট, বলরামপুর, কোচবিহার। (C/116517)

●

ভুলবশত আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর WB 63 19920908549-এ তরুণ কুমার বিশ্বাস হওয়ায়, দিনহাটা নোটারি কোর্টে 19/5/25 ইং তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে তরুণ বিশ্বাস হলাম। পিতা, মৃত পিতর বিশ্বাস। তরুণ বিশ্বাস / তরুণ কুমার বিশ্বাস একই ব্যক্তি। গ্রাম, বড় আটিয়াবাড়ি, কোচবিহার। (D/S)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No WB6920090000359)-এ আমার নাম ভুলবশত Bidhu Paul উল্লেখ থাকায় ২০/৫/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bidhu Paul থেকে Biddu Paul হলাম। (C/115571)

কর্মখালি

পরিশ্রমী floor manager - under 30, H.S.(P) চাই। Mall in Gangtok. 9434117292. (C/116355)

●

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116355)

●

প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড চাই। স্থান : শিলিগুড়ি (M) 8170837161, রায়গঞ্জ (M) 9046427575, গঙ্গারামপুর (M) 9064417137. থাকা, খাওয়া এবং OT সুব্যবস্থা আছে। (C/116355)

●

Math, English, General Studies, Reasoning Faculty and Office Staff required for a Govt. Exams preparation coaching institute for its Coochbehar and Alipurduar Branch. Interested Candidate may contact - 7407762660. (C/115936)

হারানো/প্রাপ্তি

I Rupam Roy lost my Caste Certificate No. 14/FKT/SC, 15/01/2015 on 16/05/2025 while traveling. If found contact to 7548950270. (B/S)

ব্যবসা

পার্টটাইম কাজ / ফুলটাইম কাজ - Be Your Own Boss, Flexible Work Hours, Work from home / office, any background. ফোন : 9874601682. (K)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
ABRIDGED NOTICE
Walk-in-interview for Accountant (Contractual) and Accounts Clerk (Contractual) will be held on 04.06.2025 from 11.00 am at the North Bengal Development Department Annex Building Conference Hall, Uttarkanya.
For details pl contact at No-0353-2568143/ 0353-2568077 or see the Notice Board of the department.
Sd/-
Joint Secretary
to the Government of West Bengal

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ০৪/২০২৫, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫। নিচের স্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং: ১; টেন্ডার নং: ০১২৪৫২৬৪

কাজের বিবরণ	টেন্ডার পরিমাণ	টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
পিএসসি স্লিপার ১ ইন ১২ ৬০ কেজি ওয়েল্ড যোগ্য সিএমএস ক্রসিং (ভাড়ি সিএমএস)-এর উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও'র ড্রয়িং নং ৬৮১২।	পিএল নং. ৬০০৬০২৭০ = ৫০ সেট	০৬০৬২০২৫

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন। উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক বিডাররা অবশ্যই উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ ইন করে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের অফার জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীন সার্টিফাইং এজেন্সিগুলো থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করবে।
পিসিএমএম/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। নতুন ফ্ল্যাট বা বাড়ি নেওয়ার সিদ্ধান্ত। বৃষ : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য মনোমালিন্য। মিথুন : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানসিক শান্তি। কর্কট : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের জটিলতা কাটবে। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। কন্যা : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে উৎকণ্ঠার কারণ নেই। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। সন্তানে সুখ। তুলা : মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। জীবনের কোনও স্বপ্নপূরণ আজ। পেটের রোগে দুর্ভোগ। বৃশ্চিক : বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে। মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। পদোন্নতি। ধনু : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। ছোট্ট কোনও বিষয় নিয়ে অযথা আশঙ্কা। মকর : স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। খুব পরিশ্রমে যাবে দিনটি। ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরবে। কুম্ভ : অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। মীন : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ করে ফেলতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৩১ বৈশাখ, ২১ মে, ২০২৫, ৬ জেঠ, সংবৎ ৯ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২২ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১১। বুধবার, নবমী রাত্রি ১০।৩২। শতভিষানক্ষত্র দিবা ২।৪৬। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৮।৫৭। তৈতিলকরণ দিবা ১১।২২ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৩২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ২।৪৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ২।৪৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, রাত্রি ১০।৩২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৮।১৬ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৬ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৪৬ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।৫৭ গতে যাত্রা মধ্যম পুনঃ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- নবমীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৫ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ১।৫০ গতে ৫।২৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ১।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার করিমপুরে পথ দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা একটি ছোট গাড়িতে কলকাতায় যাচ্ছিলেন। কলকাতা থেকে করিমপুরগামী একটি বাস দ্রুতগতিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোট গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা জখমদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

অর্থ সংকটে নয়া পন্থা

উদ্বৃত্ত বরাদ্দ ফেরত দিতে সব দপ্তরকে নির্দেশ নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ মে : সরকারের সব দপ্তরের খরচ না হওয়া বরাদ্দ অর্থ চেয়ে পাঠাল নবান্নে অর্থ দপ্তর। গত আর্থিক বছরের দপ্তরগুলির খরচ না হওয়া বিভিন্ন খাতের টাকা ফিরে পেতেই অর্থ দপ্তর সব দপ্তরকে জরুরি ভিত্তিতে এই সার্কুলার (১৬২৯ এফওয়াই) পাঠিয়েছে। চলতি মাসের ৩১ মে'র মধ্যে দপ্তরগুলিকে অব্যবহৃত ওই টাকা ফেরত দিতে হবে। অর্থ দপ্তর সূত্রে মঙ্গলবার নবান্নের খবর, গত আর্থিক বছরের (২০২৪-২৫) ৩১ মার্চের মধ্যে সব দপ্তরকেই বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে অর্থ দপ্তর, যাতে দপ্তরগুলি আর্থিক বছরের পুরো বরাদ্দ অর্থ কাজে লাগাতে পারে। যদিও আর্থিক বছরের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে বরাদ্দ অর্থের পুরোটা কাজে লাগানো দপ্তরগুলির পক্ষে সম্ভব হয় না। সব দপ্তরেরই কিছু টাকা থেকে যায়। বিভিন্ন ব্যাংকে তা জমা থাকে। এবার ব্যাংকে গচ্ছিত দপ্তরগুলির খরচ না হওয়া অর্থ এ মাসের মধ্যেই ফেরত চায় অর্থ দপ্তর।

নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, প্রবল আর্থিক সংকটের কারণে চাপ সামলাতে রাজ্য সরকার এখন হন্যে হয়ে অর্থ সংস্থানের মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে। একদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা। অন্যদিকে রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতির চাপ সামাল দিতে অর্থ দপ্তরের লাগাতার চেষ্টা। সব মিলিয়ে বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও প্রায় দিশাহারা অবস্থা নবান্নের অর্থ দপ্তরের। তার মধ্যে রাজ্য যদি আবার ২৭ জুনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ)-র ২৫ শতাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অর্থ দপ্তরের শিরে সংক্রান্তির আশঙ্কা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, অর্থের সংস্থান করতেই হবে অর্থ দপ্তরকে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে সব সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতেই হবে। এতে কোনও ছাড় নেই। এই নির্দেশের পর নবান্নে অর্থ দপ্তরে এখন যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'যেখান সেখান থেকে এখন টাকা পাওয়ার সুযোগ আছে। আমরা তা উদ্ধারে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। সেই লক্ষ্যে এখন বিভিন্ন দপ্তরের খরচ না হওয়া অর্থ চলতি মাসের মধ্যে পেতে জরুরি পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

জরুরি ব্যবস্থা

- প্রবল আর্থিক সংকটের কারণে রাজ্য সরকার এখন হন্যে হয়ে অর্থসংস্থানের মরিয়া চেষ্টা করেছে
- একদিকে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা
- অন্যদিকে রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতির চাপও সামাল দিতে হচ্ছে
- এই সমস্ত কারণে এখন বিভিন্ন দপ্তরের খরচ না হওয়া অর্থ পেতে জরুরি পদক্ষেপ করছে নবান্ন

কমিটিতে অভিষেক, অস্বস্তিতে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ মে : সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তিতে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। ইউসুফ পাঠানকে অন্তর্ভুক্ত করেও শেষপর্যন্ত তৃণমূলের শর্তে যেভাবে তাঁর জায়গায় অভিষেককে নেওয়া হল, তাতে মোদি-শা'র মমতা নির্ভরতাই আবার একবার স্পষ্ট হল বলে দাবি করেছে রাজ্য বিজেপির একাংশ। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে যা নিশ্চিতভাবেই দলের অস্বস্তি বাড়াল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। দিল্লির এক্তিয়ারকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে ইউসুফ পাঠানের নাম প্রত্যাহার করার ঘোষণার পর, রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন, এটা কোনও রাজনৈতিক সফর নয়। কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। ফলে এই দলের সদস্য নির্বাচনের এক্তিয়ার কেন্দ্র সরকারের। কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য বলেছিলেন, এটা ভারত সরকারের প্রতিনিধিদল। এখানে বিভাজনের রাজনীতি করা উচিত নয় মুখ্যমন্ত্রীর। চাপ বাড়াতে পাকিস্তানের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল কথা বলতে চায় না বলে সুর চড়িয়েছিলেন মালব্য।

কিন্তু সেই এক্তিয়ারের প্রশ্নেই কেন্দ্র যেভাবে মমতার শর্তের কাছে কার্যত মাথা নোয়াল, তাতে অশনি সংকেত দেখছে বঙ্গ বিজেপি। যদিও এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের সমালোচনা করে প্রতিনিধিদলের সদস্য ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'তৃণমূলে উত্তরাধিকারই শেষ কথা। তৃণমূল যেভাবে বয়কট করেছিল, তাতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখরক্ষা করতে কেন্দ্রকে এটা মেনে নিতে হয়েছে।'

রানাঘাটে তিরঙ্গা যাত্রার শেষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও কটাক্ষ করে বলেন, 'আমি তো বলেছি এটা একটা কোম্পানি। মমতা বন্দোপাধ্যায় হলেন চেয়ারপার্সন আর ভাইপো ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বাকি সব চাকর-বাকর। বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট।'

ডাম্পারের চাকায় ছিন্নভিন্ন

ছেলেকে দিয়ে দেহ তোলাল পুলিশ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২০ মে : পাথর বোঝাই ডাম্পারের চাকায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া বাবার দেহাংশ ছেলেকে দিয়ে রাস্তা থেকে তোলাল পুলিশ। হাড়হিম করা সেই দৃশ্য চাক্ষুষ করে সোমবার রাতে কার্যত শিউরে ওঠেন পূর্ব বর্ধমানের গুসকরার বাসিন্দারা। মৃতের ছেলে সুদীপ দাস মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা আমার বাবার দেহের টুকরো টুকরো অংশ আমাকেই তুলতে বলেছিল পুলিশ।' পুলিশের এমন অমানবিক ভূমিকায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। ঘটনার কথা জেনে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আইনজীবীরা।

সোমবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে গুসকরা বাস টার্মিনার্সের কাছে। পাথর বোঝাই একটি ডাম্পার পিষে দেয় লটারির টিকিট বিক্রেতা প্রদীপকুমার দাসকে। সেখানেই দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন প্রদীপের ছেলে সুদীপ, পৌঁছোয় গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশও। এরপরেই পুলিশ সুদীপকে তাঁর বাবার দেহাংশ রাস্তা থেকে তুলতে বলে। এই বিষয়ে জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখছি কী হয়েছে।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় তুলেছেন সকলে।

ঝুলেই রইল নিয়োগ

কলকাতা, ২০ মে : সুপার নিউমেরারি বা অতিরিক্ত শূন্যপদে আপাতত নিয়োগ নয়। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চ অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন তালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা। মঙ্গলবার এই মামলাতেই ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, একক বেঞ্চে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। ফলে ১৬০০ অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগের বিষয়টি ঝুলেই রইল।

শস্যবিমায় ১৫৮ কোটি

কলকাতা, ২০ মে : গত রবি মরশুমে খারাপ আবহাওয়ার কারণে রাজ্যের আলু চাষিদের ক্ষতি হয়েছিল। মঙ্গলবার ১ লক্ষ আলু চাষির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বাংলা শস্যবিমা প্রকল্পে মোট ১৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এদিন এই খবর জানিয়ে বলেছেন, '২০১৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে মোট ৩৭২০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে। আগামীদিনেও রাজ্য সরকার রাজ্যের কৃষকদের পাশে থাকবে।'

ছবি 'বিকৃত'

কলকাতা, ২০ মে : পাক গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া জ্যোতি মালহোত্রার সঙ্গে সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের ছবি এআই দিয়ে বিকৃত করে ভাইরাল করা হয়েছে। এই অভিযোগে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন সৃজন। তাঁর অভিযোগ, ওই ছবি আসলে ব্রিগেডের সময় তাঁর সঙ্গে এক এসএফআই কর্মীর ছবি। কিন্তু তা বিকৃত করা হয়েছে। সৃজনের দাবি, রাজনীতিতে এঁটে উঠতে না পেরে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে।

৩২ হাজার নিয়োগে যুক্তি পর্ষদের

টাকা দিয়ে চাকরির প্রমাণ মেলেনি

কলকাতা, ২০ মে : টাকা দিয়ে চাকরি হয়ে থাকার প্রমাণ মেলেনি বলে প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি মামলায় আদালতে যুক্তি দিল রাজ্য। এই মামলায় প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে পর্ষদের আইনজীবী দাবি করেন, তিনি বিচারপতির মতো আচরণ না করে আইনজীবীর মতো আচরণ করেছেন। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের একাংশের বক্তব্যের ভিত্তিতে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে তা যথাযথ নয় বলে সওয়াল পর্ষদের। পর্ষদের যুক্তি, দুর্নীতি আর অনিয়ম একই বিষয় নয়। দুর্নীতির কথা বলা হলেও কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'একজন চাকরিপ্রার্থী দুর্নীতির অভিযোগ করে মামলা করতে পারে। তবে পর্ষদের অন্দরে কী ঘটছে তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়।'

পর্ষদের দাবি, অকৃতকার্যদের বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল একক বেঞ্চ। সেই পথে এগিয়েছে রায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যে প্রক্রিয়ায় বিশাল সংখ্যক পরীক্ষার্থী যুক্ত রয়েছে, সেখানে সতর্কভাবে পদক্ষেপ করতে হয়। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা কেউ ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন না। বেশি নম্বর দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় কি? তবে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী জানতে চান, পর্ষদ নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনার বিষয়ে কী কী নির্ভরযোগ্য পদক্ষেপ করেছে। পর্ষদ জানায়, ১ লক্ষ ২০ হাজার প্রার্থী অংশ নেয়। ৪২ হাজারের বেশি শূন্যপদ ছিল। দুর্নীতির অভিযোগ করলে প্রমাণ করতে হয়। যদিও পর্ষদ এদিন সম্পূর্ণ বক্তব্য শেষ করতে পারেনি। ১২ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

আলিপুরে সবুজ অ্যানাকোন্ডা

কলকাতা, ২০ মে : আলিপুর চিড়িয়াখানায় চেন্নাই থেকে সবুজ অ্যানাকোন্ডা আনার কথা চলছে। কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেই চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাংক থেকে সেটিকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হবে। সম্প্রতি চিড়িয়াখানার একটি দল মাদ্রাজ গিয়ে ওই অ্যানাকোন্ডা পছন্দ করে এসেছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু কেন্দ্রের অনুমতির অপেক্ষা। দীর্ঘদিন ধরে সবুজ অ্যানাকোন্ডা আনার পরিকল্পনা ছিল চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের। বিদেশেও খোঁজ করা হয়েছিল।

চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ২০ মে : চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে ভাতা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বঞ্চিত চাকরিহারারা। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

পাঠ্যক্রমে নয়া কোর্স

কলকাতা, ২০ মে : সিমেস্টার ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে যুক্ত হওয়া নতুন বিষয়গুলি সম্পর্কে পড়ুয়াদের স্বচ্ছ ধারণা দিতে নতুন কোর্স শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। 'বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম' নামে এই কোর্স শুরু হবে ২৬ মে থেকে।

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স, বিজনেস ম্যাথেমেটিক্স অ্যান্ড বেসিক স্ট্যাটিসটিক্স, বেসিক ম্যাথেমেটিক্স ফর সোশ্যাল সায়েন্সেস এবং ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচারের মতো মোট ৫টি নতুন বিষয় উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও পরিবর্তন আনা হয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সহ অন্য বেশকিছু বিষয়ের পাঠ্যক্রমে। পড়ুয়াদেরকে নতুন বিষয়ের পঠনপাঠনের ধরন সম্পর্কে জানাতে এই প্রস্তুতিমূলক কোর্স করানো হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিটি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হবে এই কোর্সে।

অফলাইনে শিক্ষা সংসদের দপ্তর বিদ্যাসাগর ভবনে মোট ২০০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে এই কোর্সের ক্লাস করানো হবে। ২৬ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত এবং ৯ জুন অফলাইনে ক্লাস হবে। চলতি বছরের জুন থেকে অনলাইনেও পড়ুয়ারা এই কোর্সে যোগদানের সুযোগ পাবেন। ১৫ জুনের মধ্যে অনলাইন ক্লাসে আগ্রহী পড়ুয়াদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'আপাতত কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলার পড়ুয়াদের জন্য এই কোর্স শুরু হচ্ছে। তবে অন্য জেলার পড়ুয়াদের জন্য আমরা শীঘ্রই ক্লাস শুরু করব।'

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 31st May 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিপজ্জনক।। গরুবাথানের চেলখোলায় ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের রাজদীপ নাগ।

শপথ ভুলে পদ্মে যোগ ঈশ্বরের

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২০ মে : দল বদল করবেন না বলে ভরা মঞ্চে শপথ নিয়েছিলেন। কিন্তু কথার খেলাপ করে সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের সিপিএম প্রার্থী ঈশ্বর রায়। সোমবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত থেকে দলীয় পতাকা নিয়েছেন। এর আগে উপনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সময়ই সিপিএমের রাজ্য নেতা মহম্মদ সেলিম ঈশ্বর রায়কে শপথগ্রহণ করিয়েছিলেন যে জয়ী হলে দলত্যাগ করা যাবে না।

ধূপগুড়ি ডাকবাংলো ময়দানে ভরা সভামঞ্চে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন তিনি। তারপর প্রায় এক বছর কেটে গিয়েছে। আচমকাই দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার বলেন, ‘বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে ঈশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। সবটা খতিয়ে দেখে জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক সদস্যপদ খারিজ হয়েছে। দলের কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদে নয়, সাধারণ সদস্যই ছিলেন।’

দলত্যাগ নয়

- ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের সিপিএম প্রার্থী হয়েছিলেন ঈশ্বর রায়
- উপনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সময় দলত্যাগ না করার শপথ
- বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত থেকে দলীয় পতাকা নিয়ে বিজেপিতে যোগ
- সময়ের দাবি মেনেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, বলছেন ঈশ্বর

এখন নতুন করে সিপিএমে কেউই তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে চাইছেন না। বিজেপির টাউন মণ্ডলের সভাপতি পাপাই বসাক বলেন, ‘দলের নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর অভাব অভিযোগ শোনা হয়েছে। এরপরই দলে যোগদানের বিষয়ে শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়। সেখান থেকে অনুমোদন আসার পরই বাকি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’

এদিকে কানাঘুষো ধূপগুড়িজুড়ে ঈশ্বর রায়ের ব্যাপারে শুধু বিজেপি দলে নয়, শর্তসাপেক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসেও যোগদান করতে চেয়েছিলেন বলেও দাবি করেছে রাজ্যের শাসকদল। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘একাধিক শর্ত নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে চেয়েছিল। কিন্তু শর্ত মেনে যোগদান করানো হয়নি।’

সূত্রের খবর, গত প্রায় এক মাস ধরে বিজেপির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করছিল ঈশ্বর। সেটা সিপিএম নেতৃত্বের কানেও গিয়েছিল। তাই আগেভাগে দল থেকে পদ খারিজ করে দিয়েছিল বলেও রাজনৈতিক মহল মনে করছে। ঈশ্বর অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের বিষয়ে বলেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কারও সঙ্গেই যোগাযোগ হয়নি। এইসব মিথ্যে কথা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সময় যা চাইছে সেটা ভেবেই বিজেপিতে যোগদান করেছি।’

ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে সিপিএমের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ঈশ্বর রায়। প্রচারে এসে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন। কিন্তু সেই শপথ ও দলের সবটা ভুলে ঈশ্বর পদ্ম শিবিরে যোগদান করলেন।

আগামী ২৯ তারিখ প্রধানমন্ত্রী আসছেন আলিপুরদুয়ারে

হাসপাতাল অস্ত্রে বিঁধছেন বারলা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ মে : কৃতিত্ব চাইছেন না। সেটা অন্য কেউ নিক। তবে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন আলিপুরদুয়ারে রেলের জমিতে ২০০ শয্যার মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ার যে বিষয়টি পাকা হয়ে গিয়েছিল সেটা যেন এবার চূড়ান্ত করে ফেলা হয়। আগামী ২৯ তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আলিপুরদুয়ারে আসার খবরে এমনটাই বলছেন সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া জন বারলা। তাঁর কথায়, ‘আমার সময়ে যখন শুধু শিলান্যাসটুকু বাকি। ঠিক তখনই বিজেপিরই কেউ বা কারা এখান থেকে কলকাঠি নেড়ে পরিকল্পনাটি ভন্ডুল করে দেয়। আর রাজনীতি নয়। আমি চাইছি ডুয়ার্সের মানুষের স্বার্থে হাসপাতালটি গড়ে তোলা হোক।’

মঙ্গলবার ফুলবাড়ির ভিডিওকন মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে জন বারলা।

তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আগেও বারলা ওই হাসপাতাল নিয়ে বারবার সরব হয়েছিলেন। ওটা করতে দেওয়া হয়নি বলে বিজেপির দু’-একজন নেতার বিরুদ্ধে বারবার তোপ দেগেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আসার আগে ফের তিনি ওই হাসপাতাল ইস্যুকে তুলে ধরতে শুরু করেছেন।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই কৌশলে বারলা বিজেপিকে বিব্রত করতে চাইছেন। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, ‘হয়নি বলেই তো তিনি তৃণমূলে গিয়েছেন। তাহলে ওঁর দিদি দিয়ে এখন করাক। আমরা কী করব তা ঠিক বুঝে নেব। বারলা সাহেবকে জানিয়ে রাখতে চাই আলিপুরদুয়ারে এখনও মেডিকেল কলেজ হয়নি।’

কৌশল

- বারলা প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন আলিপুরদুয়ারে রেলের জমিতে ২০০ শয্যার মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ার বিষয়টি পাকা হয়েছিল
- তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আগেও বারলা ওই হাসপাতাল নিয়ে বারবার সরব হয়েছিলেন
- প্রধানমন্ত্রী আসার আগে ফের তিনি ওই হাসপাতাল ইস্যুকে তুলে ধরতে শুরু করেছেন
- আলিপুরদুয়ারে এখনও মেডিকেল কলেজ হয়নি, দাবি সাংসদ মনোজ টিগ্গার

এদিন বারলা ফুলবাড়ির ভিডিওকন মাঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মমতা তাঁর ভাষণের শুরুতে অন্যান্য জনপ্রতিনিধি, সরকারি আধিকারিক ও নেতাদের সম্বোধন করার সময় তাঁর নামও উল্লেখ করেন। বারলাকে রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের পদ দেওয়া হবে। তবে বিষয়টি নিয়ে তিনি নিজে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল থেকে বানারহাটে ফিরে বারলা তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে একপ্রস্থ আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় তিনি দাবি করেন, ‘সবাই আমার সঙ্গে রয়েছে। যে দু’-একজন নেই বলে চাউর করা হচ্ছে ওদের কোনও জনভিত্তি নেই। সময় এলে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।’

অভাবের সংসারে উজ্জ্বল সুমিত্রা

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ২০ মে : সংসারে অভাব নিত্যসঙ্গী। প্রয়োজনীয় বই কেনার টাকা ছিল না। পুরোনো বই জোগাড় করে পড়াশোনা করতে হয়েছে। নিয়মিত টিউশনের টাকা দিতে না পারলেও গৃহশিক্ষকরা পড়ানো থামাননি। মানিকগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুমিত্রা রায় এই পরিস্থিতিতেও উচ্চমাধ্যমিকে ৪৬৮ পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। স্কুলে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সুমিত্রা। তার প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৯০, ইংরেজিতে ৮৭, ভূগোলে ৯৯, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৫, এডুকেশনে ৯৭।

সুমিত্রার বাবা দ্বীপেন্দ্রনাথ রায় দিনমজুর। মা ধনোবালা রায় গৃহবধূ। বাড়ি দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গৌরচণ্ডী তিস্তাপাড়া গ্রামে। উন্মুক্ত সীমান্ত

এলাকায় অবস্থিত এই গ্রাম থেকে সাইকেলের চেপে দীর্ঘ পাঁচ কিমি পথ অতিক্রম করে হলদিবাড়ির শহরে টিউশনি পড়তে যেত সে। এত কষ্ট করে পড়াশোনা করে ফল ভালো করেও চিন্তায় রয়েছে সুমিত্রা। আর্থিক অনটনের জন্য উচ্চশিক্ষার কী হবে তা নিয়ে চিন্তায় সে। ভূগোল নিয়ে পড়তে চায় সে।

সুমিত্রার ছোট ভাই মৃণ্ময় রায় একই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। সম্প্রতি এক দিদির বিয়ে হয়। তারপর আর্থিক সমস্যা আরও বেড়ে যায়। এমন অবস্থায় উচ্চশিক্ষা কীভাবে হবে? এতেই চিন্তায় সুমিত্রার পরিবার। সুমিত্রার গৃহশিক্ষক মনোজিৎ প্রামাণিকের কথায়, ‘প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করেও ভালো ফল করে সকলকে চমকে দিয়েছে সুমিত্রা।’ মানিকগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রিপুনাথ রায় বলেন, ‘সুমিত্রা বরাবর পড়াশোনায় ভালো। শত অনটনের মধ্যে কষ্ট করে সে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে। আগামীদিনে তাকে সবরকম সাহায্য করা হবে।’

পাতা তুলতে ব্যস্ত মহিলা শ্রমিকরা। মঙ্গলবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

জমিতে জল জমে পচছে ভুট্টাদানা

পরপর বৃষ্টিতে বিপাকে ভুট্টাচাষিরা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২০ মে : আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বিপাকে ময়নাগুড়ির ভুট্টাচাষিরা। অনেক জায়গাতেই জমিতে জল জমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যাঁরা জমি থেকে পেকে যাওয়া ভুট্টা তোলেননি, তাঁরা যেমন সমস্যায় পড়েছেন, একইরকমভাবে যাঁরা জমি থেকে ভুট্টা তুলে এনেছেন, তাঁরাও রোদের অভাবে ভুট্টার দানা ঠিকমতো শুকোতে পারছেন না। ময়নাগুড়ি ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সমস্যা।

ময়নাগুড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিক কমলেশ বর্মন বলেন, ‘চলতি বছর কয়েকদিন আগে থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। জমি থেকে ভুট্টা তুলে আনার পর যাতে কোনওভাবেই বৃষ্টির জল না পায় সেদিকটি কৃষকদের দেখতে হবে।’

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ময়নাগুড়ি ব্লকে ৬ হাজার হেক্টর জমিতে চলতি বছর ভুট্টা চাষ হয়েছে। চলতি বছর ব্লকজুড়ে ব্যাপক ভুট্টার ফলন হয়। মূলত এপ্রিল মাসের শেষ ও মে মাসের শুরুর দিক থেকে জমি থেকে ভুট্টা ঘরে তোলার কাজ শুরু করেন কৃষকরা। অনেক কৃষকই ভুট্টা সংগ্রহ করে মেশিন দিয়ে ঝাড়াই করার পর রোদে শুকোতে পারছেন না। অনেকে জমি থেকে ভুট্টা সংগ্রহ করলেও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্য তা ঝাড়াই করতে পারছেন না। তার থেকেও বেশি সমস্যায় পড়েছেন যাঁরা এখনও জমি থেকে ভুট্টা সংগ্রহ করেননি। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জমি একেবারে জলে ভরে গিয়েছে। এমন দুরবস্থা যে ভুট্টা পচতে শুরু করেছে।

অমিয় বর্মনের বক্তব্য, ‘জমি থেকে ভুট্টা তোলার পর ঝাড়াই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রোদের অভাবে ভুট্টা শুকোতে না পারার কারণে ভুট্টার দানা নষ্ট হতে বসেছে।’ একই বক্তব্য উল্লাডাবরির ভুট্টাচাষি আশিস দাস, সাপ্টিবাড়ির পঙ্কজ রায় ও চূড়াভাণ্ডারের কেশব বর্মনের। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি

বৃষ্টিতে পচে গিয়েছে ভুট্টা। -সংবাদচিত্র

ময়নাগুড়ির দক্ষিণ মৌয়ামারি এলাকার ভুট্টাচাষি কাবুল রায়ের দেড় বিঘা জমিতে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কাবুল বলেন, ‘বৃষ্টির কারণে ভুট্টা পচতে শুরু করেছে। তাই উপায় না পেয়ে জল জমা অবস্থাতেই ভুট্টা তুলতে শুরু করেছি।’

ভোটপট্টি এলাকার ভুট্টাচাষি কর্মাধ্যক্ষ খগেন রায় বলেন, ‘বৃষ্টির কারণে কোথায় কোথায় ভুট্টা চাষে ক্ষতি হয়েছে এই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।’

বৃষ্টির কারণে নষ্ট হতে বসা গাছ থেকে তড়িঘড়ি ভুট্টা সংগ্রহ চলছে ময়নাগুড়িতে।/বৃষ্টির কারণে ময়নাগুড়িতে নষ্ট হতে বসেছে ভুট্টা।

মাছির উৎপাত

প্রতিবাদে মাথা ফাটল গ্রামবাসীর

রাজগঞ্জ, ২০ মে : হ্যাচারি ফার্মের জেরে গ্রামে মাছির উৎপাত নিয়ে প্রতিবাদ করায় তুলকালাম কাণ্ড বাধল রাজগঞ্জের চেকরমারিতে। গ্রামবাসীদের কয়েকজন মঙ্গলবার দুপুরে ওই ফার্মের সামনে প্রতিবাদ জানাতে গেলে সেখানকার এক কর্মচারী রড দিয়ে একজনের মাথা ফাটিয়ে দেন বলে অভিযোগ। উলটোদিকে হ্যাচারি কর্মচারীদের অভিযোগ, গ্রামের কয়েকজন তরুণ মদ্যপ অবস্থায় এসে ফার্মে ঢিল মারতে শুরু করেন। সেই ঢিলের আঘাতেই মাথা ফেটেছে। ঘটনায় চরম উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশবাহিনী নিয়ে আসেন রাজগঞ্জ থানার আইসি এবং ডিএসপি হেডকোয়ার্টার ও ডিএসপি ট্রাফিক। তাঁদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এলাকার বাসিন্দা প্রেমচাঁদ প্রধান বলেন, ‘এই ফার্মের জন্য পুরো এলাকায় মাছির উৎপাতে টেকা দায় হয়ে উঠেছে। গ্রামের মানুষ ঠিকভাবে খাওয়াদাওয়া করতে পারছেন না। বিষয়টি নিয়ে আমরা কয়েকজন ফার্ম কর্তৃপক্ষের কাছে বলতে গেলে সেখানকার কর্মচারীরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। প্রতিবাদ করতেই এক কর্মচারী মোটা লোহার রড দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করেন।’ এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফার্মের ম্যানেজার রঞ্জিত সরকারের পালটা বক্তব্য, ‘কয়েকজন তরুণ মদ্যপ অবস্থায় হ্যাচারির ভিতরে ঢুকে ঢিল মারতে শুরু করেন। এই সময় একটি ঢিল হ্যাচারির ঘরের দেওয়াল থেকে ছিটকে ওঁদেরই একজনের মাথায় লাগে। আমাদের কোনও কর্মচারী তাঁদের মারধর করেননি।’

এদিনের ঘটনাটি একেবারেই অবাঞ্ছনীয় বলে মন্তব্য করেছেন সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জিতেন সরকার। তিনি বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে।’ একই বক্তব্য পঞ্চায়েত প্রধান রুবা খানমেরও।

উদ্বোধনে মমতা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২০ মে : তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চার বছর ধরে নির্মীয়মাণ বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটায় মধুবনি নদীর ওপর একটি সেতুর উদ্বোধন করে তিনি বলেন, ‘মোরাঘাট জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা মধুবনি নদীর উপর নির্মিত এই সেতু তৈরি করতে সরকারের ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।’

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালের অধীনে পাতকাটা অঞ্চলের পাতকাটা কলোনি ও বাহাদুর অঞ্চলের মোহিতনগরে একটি করে দোতলা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পর বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রীতম বসু স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটির উদ্বোধন করেন।

সেতু ও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি রাস্তার উদ্বোধনও করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেলাকোবা থেকে সাহুডাঙ্গি পর্যন্ত প্রায় ১৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা, পানিকৌরি মোড় থেকে হরিহর হাইস্কুল পর্যন্ত প্রায় ৩.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার উদ্বোধন হল মমতার হাতে। এই দুটি রাস্তা তৈরিতে যথাক্রমে ১৫.৩৮ কোটি ও ৩.১৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তাছাড়া ২৬.৭২ একর জমির ওপর আমবাড়ি-ফালাকাটা শিল্পপার্কের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ক্ষতিগ্রস্ত সেন্টার

মালবাজার, ২০ মে : হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হল আইসিডিএস সেন্টার। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই চা বাগানের নেওড়া লাইনে। এদিন ভোরে ওই এলাকায় ৩৭৩ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারের রান্নাঘরের দেওয়াল ভাঙা, সেন্টারে যাওয়ার পথে টিনের চাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ও হাতির মল দেখতে পান প্রত্যক্ষদর্শীরা।

এমন ঘটনার খবর পেয়ে সিডিপিও সায়ক দাস বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। ঘটনাটি ভোরবেলা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে সেন্টারটি বন্ধ ছিল। তবে প্রাথমিকভাবে তেমন কোনও ক্ষতির খবর নেই। বিকালের মধ্যে ওই এলাকা পরিদর্শন করে বিডিও স্যরকে রিপোর্ট দেব।’

এবিষয়ে বন্যপ্রাণ স্কোয়াড ওয়ার্ডেন অঙ্কন নন্দী বললেন, ‘বিষয়টি নজরে রয়েছে। কোনও অভিযোগ এলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

নিখোঁজ ছাত্রী

ময়নাগুড়ি, ২০ মে : এক কলেজ পড়ুয়ার নিখোঁজের ঘটনায় ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপ্টিবাড়ি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিখোঁজ পড়ুয়া ময়নাগুড়ি কলেজের বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী। পরিবার জানিয়েছে, সোমবার কলেজে যাওয়ার নাম করে ওই ছাত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাঁর খোঁজ শুরু করেন। কোথাও খুঁজে না পাওয়ার পর মঙ্গলবার তাঁদের তরফে ময়নাগুড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। পড়ুয়ার বাবা পেশায় কৃষক। বাড়িতে বাবা-মা ছাড়াও ভাই রয়েছেন।

জখম দুই

মালবাজার, ২০ মে : মঙ্গলবার বিকেলে সাইলি চা বাগানের বেতবাড়ি ডিভিশনে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত হন দুজন। এদিন গয়াবাড়ি থেকে মোটর সাইকেল চালিয়ে বেতগুড়ি যাচ্ছিলেন অভয় ওরাওঁ। সঙ্গে ছিলেন দীপ কেরকেট্টা। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের কালভার্টে সজোরে ধাক্কা মারে মোটর সাইকেলটি। ঘটনায় চালক সহ আরেকজন ছিটকে পড়েন রাস্তার ধারে।

স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা সংস্কার গ্রামবাসীর

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ২০ মে : বারবার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েও লাভ না হওয়ায় অবশেষে নিজ উদ্যোগে সেই কাজে হাত লাগালেন এলাকাবাসীরা। পুরুষদের পাশে বাড়ির মহিলাদেরও মঙ্গলবার দেখা যায় রাস্তা সংস্কারের কাজ করতে। বানারহাটের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটিমুখী এলাকার ঘটনা।

রাস্তা সংস্কারের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেই কাজে নেমে পড়েছেন স্থানীয়রা। শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫/৫৮ নম্বর পার্টের চামটিমুখী থেকে ফটকটারি পর্যন্ত প্রায় এক কিমি কাঁচা রাস্তার সংস্কার হবে। এলাকাবাসী জানান, বৃষ্টি হলে এই পথে চলাচল মুশকিল হয়ে পড়ে। বারবার স্থানীয় প্রশাসনে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। সামনেই বর্ষা, তাই নিজেদের রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা সবিতা রায় বলেন, ‘বৃষ্টি হলে এই রাস্তা দিয়ে বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই আমরা চাঁদা দিয়ে রাস্তা বানিয়ে আসছি। অন্য জায়গায় রাস্তার কাজ হলেও আমাদের এই রাস্তা কেন পাকা হচ্ছে না, জানি না।’ রাস্তাটির এই অবস্থার জন্য কোনও টোটোচালকই এদিকে আসতে চান না। আরেক বাসিন্দা বিনোদ রায় বলেন, ‘প্রায় ১৫ বছর আগে এই রাস্তাটিতে মাটির কাজ হয়েছিল। তারপর থেকে এভাবেই চলছে। নিজেদের উদ্যোগে যেটুকু পারছি করছি। দেখার কেউ নেই।’

এ বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান পুনম লামার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য দীপক রায় বলেন, ‘গ্রাম সংসদ সভায় বিভিন্ন রাস্তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে, তবে যেহেতু এই রাস্তাটি বড়, তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সংস্কার করা সম্ভব নয়। আমরা বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে জানিয়েছি।’

বাঘমামার জন্য পাতা ‘ফাঁদে’ তিন সারমেয়

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২০ মে : তুমি যে এ ঘরে কে তা জানত! সেক্ষেত্রে অবশ্য ঘরের মধ্যে আচমকা বাঘমামাকে দেখতে পেয়ে গান গেয়ে উঠেছিল গুপী গাইন। তবে জলদাপাড়ার ঘটনাটা ঠিক তার উলটো। এখানে তো চিতাবাঘ পাকড়াও করার উদ্দেশ্য নিয়েই খাঁচা পাতা হয়েছিল। তবে সেই খাঁচায় ‘ধরা পড়ল’ কুকুর!

জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া বড় মাঠ এলাকায় কয়েকদিন ধরেই চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অনেকের গোরু, ছাগল তুলে নিয়ে যায় বাঘ। তাই বাঘ ধরতে জঙ্গল ও গ্রামের সীমানায় বন দপ্তরের তরফে পাতা হয় খাঁচা। সোমবার রাতে সেই খাঁচায় বাঘের বদলে ঢুকে পড়ে সারমেয়। একটি-দুটি নয়, একেবারে তিনটি পথকুকুর খাঁচায় ঢুকে পড়ে। এমনটা আগে কখনও হয়েছে বলে মনে করতে পারছেন না বনকর্মীরাও।

বাঘের খাঁচায় কুকুর। মঙ্গলবার ফালাকাটায়।

মঙ্গলবার সকালে দূর থেকে দেখে স্থানীয়রা ভেবেছিলেন যে এবার হয়তো চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হল। ভয়ে ভয়ে কাছে যেতেই সেই ভুল ভেঙে যায়। কুকুর দেখে স্থানীয়দের মধ্যে রসিকতাও শুরু হয়। স্থানীয় তরুণ সঞ্জীব দাস বলেন, ‘আমরা তো প্রথমে ভেবেছিলাম যে বাঘই হয়তো খাঁচার ভেতরে ঢুকেছে। কিন্তু কিছুটা কাছে যেতেই আমাদের ভুল ভেঙে যায়।’ পরে বনকর্মীরা কুকুরগুলিকে বের করে দেন। তবে চিতাবাঘ ধরা না পড়া অবধি সেই খাঁচা পাতাই থাকবে।

ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা ও শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশ বরাবর জলদাপাড়া বনাঞ্চল। কয়েকদিন আগে শিবু দাসের একটি বাছুরকে নিয়ে যায় চিতাবাঘ, দাবি স্থানীয়দের। তারপর বসু দাসের একটি ছাগলকেও নেওয়ার চেষ্টা করে সেই বুনো। কিছু দূরে গিয়ে ছাগলটিকে জখম অবস্থায় ছেড়ে দেয় সে। বসুর কথায়, ‘হাতি, বাইসন তো প্রায় রাতেই এলাকায় ঢোকে। কিন্তু এখন আমাদের সবথেকে বড় ভয় চিতাবাঘ।’

যা ঘটেছে

- জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় চিতাবাঘের হানা
- খাঁচা পেতে টোপ রাখা হয় কুকুরছানা
- সেই কুকুরছানাকে দেখেই হয়তো খাঁচায় ৩টি কুকুর ঢোকে
- কুকুরগুলিকে বের করে দিলেও খাঁচা থাকবে

রবিবার রাতে বন দপ্তরের তরফে একটি খাঁচা পাতা হয়। প্রথম রাতে খাঁচায় ছাগলছানা রাখা ছিল। কিন্তু বাঘ ধরা দেয়নি। তাই সোমবার রাতে খাঁচায় রাখা হয় একটি কুকুর ছানা। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। স্থানীয় ও বনকর্মীদের ধারণা, খাঁচায় যেহেতু কুকুর রাখা ছিল, তাই সেখানে আরও তিনটি কুকুর ঢুকে পড়ে। এই খাঁচা এমনই যে, একবার ঢুকে পড়লে নিজে থেকে আর বের হওয়ার সুযোগ নেই। তাই কুকুরগুলি অনেক চেষ্টা করেও নিজে থেকে বের হতে পারেনি।

এই এলাকা জলদাপাড়া টিইসি (তোর্ষা ইস্ট কর্নার) বিটের অন্তর্গত। সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার দেবর্ষি রায়ের কথায়, ‘খাঁচায় কুকুরছানা দেখেই হয়তো বাকি কুকুরগুলি ঢুকেছিল। তবে চিতাবাঘ ধরা না পড়া পর্যন্ত ওখানে আরও কয়েকদিন খাঁচা পাতাই থাকবে।’

কোলের সন্তানকে ফেলে বেপাত্তা মা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২০ মে : মন খারাপ করা ঘটনার থামার যেন কোনও লক্ষণই নেই। দিনকয়েক আগেই মালবাজারের এক মা তাঁর সন্তানকে মাত্র নয় হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন বলে অভিযোগ ওঠে। আবার বছর বারোর নাবালককে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেলে এক গৃহবধূ প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যান। এবারে রাজগঞ্জের সুভাষপল্লিতে মন খারাপ করা ঘটনার অ্যাকশন রিপ্লে। কোলের সন্তানকে রেখে এক গৃহবধূ স্বামী-সংসার ছাড়লেন।

শনিবার সকালে ব্যাংকে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি আর ফেরেননি বলে অভিযোগ। ব্যক্তিগত সমস্ত নথিপত্র তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন বলে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দাবি। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে

ছবি - এআই

ওই বধূর মোবাইল ফোনও বন্ধ রয়েছে। তাঁর জন্য না হলেও নিজের সন্তানের কথা চিন্তা করে স্ত্রী সংসারে ফিরে আসুন বলে স্বামী কাতর আর্জি জানিয়েছেন। সবকিছু জানিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই

> স্ত্রী অন্য একটি ছেলের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলত। ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি এই বিষয়টি জানতে পারার পর এই নিয়ে অনেক অশান্তি হয়েছে। শেষপর্যন্ত ও যে এমন কাণ্ড ঘটাবে তা ভাবতেও পারিনি।
>
> **বধূর স্বামী**

রাজগঞ্জ থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বছর দুই আগে এই বধূর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই ওই বধূ অন্য এক তরুণের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কে জড়ান বলে তাঁর স্বামীর অভিযোগ। সারাদিন ভিডিও কলে দুজনের প্রেম চলত বলে ওই বধূর স্বামী অভিযোগ জানিয়েছেন। এই নিয়ে মাসখানেক আগে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা হয়। স্বামী মোবাইল ফোনটি খতিয়ে দেখতে চাইলে স্ত্রী রাগ দেখিয়ে তা ভেঙে ফেলেন। এরপর রাগে তিনি সুখানি বড়বাড়ি এলাকায় নিজের বাপের বাড়িতে চলে যান। পরে স্বামী গিয়ে তাঁকে কোনওমতে বুঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন।

এদিন বধূর স্বামী বলেন, 'আমি হার্ডওয়্যারের দোকানে কাজ করি। সারাদিন বাড়ি থাকি না। সেই সুযোগে স্ত্রী অন্য একটি ছেলের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলত। ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি এই বিষয়টি জানতে পারার পর এই নিয়ে অনেক অশান্তি হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী কোনও কথাই শুনতে রাজি ছিল না। শেষপর্যন্ত ও যে এমন কাণ্ড ঘটাবে তা ভাবতেও পারিনি।' বধূর শ্বশুর টোটোচালক। তাঁরও দাবি, 'বৌমার মোবাইলের খুবই নেশা।' সেই নেশা যে শেষপর্যন্ত এমন সর্বনাশ ডেকে আনবে তা তিনি ভাবতে পারেননি বলে বধূর শ্বশুরের দাবি। ওই বধূর স্বামী বললেন, 'আত্মীয়স্বজন সবার কাছে খোঁজ নিয়েছি। কেউ কিছুই বলতে পারছেন না। ও যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে সেজন্য স্ত্রীর কাছে আমার কাতর অনুরোধ।'

জলপাইগুড়ি শহর থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে বাস নিয়ে যাচ্ছেন কাউন্সিলার।

বাস নিয়ে দুর্ভোগ

মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য গাড়ি রিজার্ভে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২০ মে : সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার। সুতরাং কাজে যেতে হবে। প্রতিদিনের মতো গয়েরকাটা যাবেন বলে সঠিক সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মী পরিতোষ নাহা। তবে বাসস্ট্যান্ডে এসে বাসের দেখা নেই। ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর প্রায় ১১টা নাগাদ বানারহাটের একটি বাস ছাড়ে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় প্রতিটি শহরেই যাত্রী ভোগান্তির এরকম দৃশ্য চোখে পড়ে।

উত্তরবঙ্গে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশাসনিক বৈঠকের জন্য ছোট গাড়ির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি বাস রিজার্ভ করা হয়েছে। তাতেই ভোগান্তি চরমে। নিত্যযাত্রীরা অভিযোগের সুরেই জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী কিংবা কোনও হেভিওয়েট নেতারা আসেন আকাশপথে। আর তার জন্য সমস্যায় পড়তে হয় খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষকে। পরিতোষের কথায়, 'যাচ্ছি তো ঠিকই। কিন্তু কখন পৌঁছাব, আর কখন কাজ করে ফের বাড়ি ফিরব এই দুশ্চিন্তা থেকেই গেল।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে বিভিন্ন রুটের প্রায় ১৬টি বাস রিজার্ভে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে। অন্যদিকে, ডুয়ার্সগামী বাস চলাচলের ক্ষেত্রে নেতাজি সুভাষ বাস টার্মিনাস থেকে জলপাইগুড়ির মালিকদের একটি বাসও নেই। সব রিজার্ভে।

এরপর বানারহাট-আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার-বীরপাড়া রুটের ৫-৬টি বাস টার্মিনাসে এলে সেই বাসগুলো করে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয় নিত্যযাত্রীদের। এদিন

> **ক্ষোভ যেখানে**
>
> মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের জন্য ছোট গাড়ির পাশাপাশি সরকারি, বেসরকারি বাস রিজার্ভে
>
> তাতেই ভোগান্তি চরমে
>
> মালবাজার থেকে জোড়াই রুটের বাস চলেনি
>
> ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে গাড়ি ভাড়া করেই যাত্রীদের পৌঁছাতে হল কর্মস্থলে

জলপাইগুড়িতে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন বীরপাড়ার বাসিন্দা তৃপ্তি রায়। তিনি বলেন, 'প্রায় ২ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বাস পেয়েছি। এখন ডাক্তার দেখিয়ে আদতেও বাস পাব কি না সন্দেহ আছে।' উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ির ডিপো ইনচার্জ নীহারকান্তি নাথ বলেন, 'প্রায় ১৬টি বাস গিয়েছে এই ডিপো থেকে। তবে, আমরা যাত্রীদের যাতে সমস্যা না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখেছি।'

জলপাইগুড়ির পাশাপাশি ময়নাগুড়ি ব্লক থেকে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট পঁচাত্তরটি বাস গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সভায়। এর মধ্যে পাঁচটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ময়নাগুড়ি ডিপোর। এদিন সকাল থেকেই যাত্রীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এদিন যেই দু'-একটা বাসের দেখা মিলেছে সবগুলোতে উপচে পড়া ভিড় ছিল। যদিও ময়নাগুড়ি ডিপো থেকে জানানো হয়েছে, পাঁচটি বাস রিজার্ভ দেওয়া হলেও বাকি চারটি বাস বিভিন্ন রুটে একাধিকবার চালানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের জন্য মালবাজার ডিপো থেকে মোট পাঁচটি সরকারি বাস গিয়েছে। মালবাজার থেকে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি রুটে যথাযথ বাস যোগাযোগ চালু আছে। পাশাপাশি মালবাজার থেকে মালদার আপ ও ডাউন বাস পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। মালের ডিপো ইনচার্জ অতুলচন্দ্র বর্মন বলেন, 'মঙ্গলবার যে যে রুটের বাস চলবে না সেটা নিত্যযাত্রীদের আগে থেকেই বলা ছিল।'

বাস নেই, যার জেরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে গাড়ি ভাড়া করেই যাত্রীদের পৌঁছাতে হল কর্মস্থলে। এমন ছবি ধূপগুড়ি শহরে।

পাট্টা পেলেন চা শ্রমিকরা

নাগরাকাটা, ২০ মে : ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর নাগরাকাটার ১০০২ জন চা শ্রমিককে জমির পাট্টা দিল। মঙ্গলবার টন্ডুতে ২৭০ জন, নয়া সাইলিতে ৩৪২ জন ও গ্রাসমোড় চা বাগানে ৩৯০ জন শ্রমিককে পাট্টা দেওয়া হয়। প্রত্যেকে পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা পেয়েছেন। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'চা শ্রমিকরা জমির অধিকার পাচ্ছেন এটা আগে কখনও ভাবাই যেত না।'

টন্ডু চা বাগানের শ্রমিক নেতা কৈলাস গোপ বলেন, 'পাট্টাপ্রাপকরা পাকা বাড়ি তৈরির জন্য পরবর্তীতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে পাবেন।' ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক প্রজ্ঞা লেপচা বললেন, 'সমীক্ষার কাজ অব্যাহত আছে। ধাপে ধাপে বিভিন্ন বাগানের আরও চা শ্রমিক পাট্টা পাবেন।' এদিকে এদিন ধরণীপুর চা বাগানে আবাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে সেখানকার শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে যে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই চা সুন্দরী প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ফুলবাড়ির ভিডিওকন মাঠের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন।

বাগানটির ২৮৫ জন শ্রমিককে চা সুন্দরীর মাধ্যমে ঘর দেওয়া হল বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা বাগানে যথাক্রমে ২২ এবং ২৫টি ক্রেশ তৈরি হচ্ছে বলেও জানান। শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৮ হাজার শ্রমিককে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

নাগরাকাটায় ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দে একটি রাস্তা তৈরির কথাও তিনি ঘোষণা করে গিয়েছেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার আলিপুরদুয়ার জেলার আটটি ও জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি বন্ধ চা বাগান খুলেছে বলে জানান।

বয়সের ভারে ন্যুব্জ

কাজে বিরাম নেই।। টাউন ক্লাব মোড়ে মঙ্গলবার মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

বাস বিতর্কে আসরে চেয়ারম্যান

শিলিগুড়ি, ২০ মে : রাজস্ব ছাড়াই নেপাল রুটে ভারতের বাস চলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তার উপর ভারতের একটি বাসের পারমিট নিয়ে দুটি বাস চলা নিয়েও অভিযোগ সামনে এসেছিল। এই পরিস্থিতিতে যাবতীয় বিতর্ক বন্ধ করতে আসরে নামলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তাঁর দাবি, 'চুক্তি হিসেবে নেপাল থেকে একটি ও ভারত থেকে একটি বাস চলার কথা ছিল। তবে নেপাল থেকে সেই বাস চলে না। তবে যেহেতু বাস পরিষেবা প্রদান করতে হবে, সেকারণে ভারত থেকে দুটি বাসই চালানো হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'রাজস্ব না দিয়ে বাস চালানো বা বাসের পারমিট নিয়ে বিতর্ক ও অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই আমরা বিভিন্ন কাগজপত্র খতিয়ে দেখেছি। নিয়ম মেনে দুটো বাসেরই রাজস্ব জমা করা হচ্ছে।'

ভারত-নেপাল রুটে বাস পরিষেবা চালু হওয়ার পর থেকেই নেপাল থেকে অনিয়মিতভাবে বাস পাঠানো শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারত থেকে দুটো বাস চালানো হয়। যদিও দুটো বাস কীভাবে চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে চেয়ারম্যান কার্যত সেই অভিযোগ নস্যাৎ করলেন।

কাঁচা পাতার ওজন নিয়ে বিরোধ সপ্তমে

ক্ষুদ্র চাষিদের ক্ষোভ, পালটা বটলিফ মালিকদের

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২০ মে : কাঁচা চা পাতা ওজন নিয়ে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সঙ্গে ক্ষুদ্র চা চাষিদের বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। মূলত ভিজে পাতার ওজন নিয়েই দু'পক্ষের বিরোধ। পাশাপাশি কাঁচা পাতার দাম নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে ক্ষুদ্র চাষিদের। গোটা ঘটনায় টি বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, শুকনো পাতা থাকলেও তারা অন্যায্যভাবে পাতার ওজন থেকে পাঁচ-ছয় শতাংশ ওজন কম ধরছে। অন্যদিকে বটলিফ মালিকদের অভিযোগ, বৃষ্টি না থাকলেও গাড়িতে লোড করা কাঁচা পাতায় জল ছিটিয়ে আনছেন সাপ্লায়ার বা ক্ষুদ্র চাষিরা। পাতার মানও অত্যন্ত খারাপ। এই বিরোধের আগুনে ঘি ঢালছে কাঁচা পাতার দামের বিষয়টি। এখনও পর্যন্ত প্রাইস শেয়ারিং পদ্ধতি চালু না করায় টি বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই ক্ষুদ্র চা চাষিদের।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'তিন বছর ধরে অভিযোগ আসছে, কাঁচা চা পাতা বটলিফ ফ্যাক্টরিতে নিয়ে এলে বৃষ্টি না থাকলেও অযৌক্তিকভাবে ওজনে কম ধরা হচ্ছে। বিষয়টির সত্যতাও রয়েছে। বর্ষার দিনের তিন শতাংশ কাটাকে আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু শুকনো দিনে তা কেন হবে? প্রশাসন থেকে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিক।'

উত্তরবঙ্গে ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির ওজনের গেরোয় তাঁরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ছেন বলে অভিযোগ। প্রোজেক্ট চা বাগানের এক প্ল্যান্টার পার্থপ্রতিম পাল। তিনি বলেন, 'কাঁচা

কাঁচা চা পাতা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বটলিফ ফ্যাক্টরিতে।

> তিন বছর ধরে অভিযোগ আসছে, কাঁচা চা পাতা বটলিফ ফ্যাক্টরিতে নিয়ে এলে বৃষ্টি না থাকলেও অযৌক্তিকভাবে ওজনে কম ধরা হচ্ছে। বর্ষার দিনের তিন শতাংশ কাটাকে আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু শুকনো দিনে তা কেন হবে?
>
> **বিজয়গোপাল চক্রবর্তী**
> সম্পাদক, ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি

চা পাতা মাপার ওয়েব্রিজ অধিকাংশ বটলিফ ফ্যাক্টরিতে সঠিক নেই। প্রতিবছর এর ক্যালিব্রেশন করার দরকার, যা হচ্ছে না।' দ্রুত সব বটলিফ কারখানায় ওজন মাপার যন্ত্র মেট্রলজি দপ্তর থেকে পরীক্ষা করার দাবি জানান তিনি।

পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন বটলিফ ফ্যাক্টরিতে কাঁচা পাতা জোগান দেন মনোজ রায়। তাঁর অভিযোগ, 'শুকনো পাতা থাকলেও ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ ৫-৬ শতাংশ কেটে নিচ্ছে। আমরা ক্ষতির মুখে পড়ছি।'

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সরবরাহ করা কাঁচা পাতার মান নিয়ে পালটা অভিযোগের অন্ত নেই বটলিফ মালিকদের। উত্তরবঙ্গ বটলিফ ফ্যাক্টরি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানোটি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের ২৬৫টি বটলিফ ফ্যাক্টরি রয়েছে। ২০-২৩ টাকা কেজি কাঁচা পাতার দাম দেওয়া সত্ত্বেও সরবরাহকারীরা ভালো পাতা সেট গার্ডেনে এবং খারাপ পাতা বটলিফ ফ্যাক্টরিতে দিচ্ছেন। কাঁচা পাতার অভাব থাকায় আমরা সেই পাতা নিতে বাধ্য হচ্ছি। বৃষ্টি না থাকলেও পাতা লোড করা গাড়িতে জল ছিটিয়ে আনা হচ্ছে ওজন বেশি করার জন্য।'

ধানোটির দাবি, বটলিফগুলির ওজন করার মেশিনে কোনও গোলমাল নেই। আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে ফ্যাক্টরি চালাচ্ছি। আমাদের উপর মিথ্যা অভিযোগ আনা হলে আমরাও আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।'

জলপাইগুড়ি মেট্রলজি ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেকটর দেবব্রত মল্লিক জানিয়েছেন, ওজন করার মেশিন মাঝেমধ্যেই পরীক্ষা করা হয়। যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করা হয়।

পুলকার ও বাইকের সংঘর্ষ

ময়নাগুড়ি, ২০ মে : মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি থেকে চ্যাংরাবান্ধাগামী এশিয়ান হাইওয়ের রাজারহাট মোড়ে ছাত্রভর্তি পুলকারের সঙ্গে একটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ঘটনায় বাইকের দুই আরোহী রহিম মিয়াঁ ও সইফুল ইসলাম জখম হন। তাঁদের বাড়ি মাথাভাঙ্গার সাত মাইলে।

স্থানীয়রা আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে এলে সইফুলকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ভোটপট্টি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যান দুটিকে আটক করে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা রফিক আলী মণ্ডল - কে 06.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 35K 22596 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি বয়স ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ প্রদান করছে। এটি সম্ভপর হয়েছে স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে, তাই সমস্ত সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ব্লক হাসপাতাল নিয়ে ঘোষণা নেই

ক্রান্তি, ২০ মে : ২০২১ সালের জুন মাসে ক্রান্তি ও বানারহাট নতুন ব্লক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রান্তি ও বানারহাট উভয় ব্লকেই ব্লক হাসপাতাল নির্মাণের দাবি ছিল। এদিন রাজগঞ্জের সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে বানারহাট ব্লক হাসপাতালের জন্য আর্থিক বরাদ্দের ঘোষণা হলেও ক্রান্তির বিষয়ে কোনও কথাই বলেননি মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে হতাশ এলাকার সাধারণ মানুষ।

ক্রান্তি ব্লকের স্বাস্থ্য পরিষেবা সেভাবে নেই বললেই চলে। ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের জন্য তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও সেখানে সোম থেকে শনি সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা অবধি খোলা থাকে। সেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে যেমন পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে তেমনি সবসময় চিকিৎসকও পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতির দাবিতে ক্রান্তি ব্লকের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই ক্রান্তি ব্লকের মধ্যস্থানে থাকা উত্তর সারিপাকুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে ব্লক হাসপাতালে উন্নীত করার দাবি জানিয়ে আসছে। সাধারণ মানুষের সেই দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে ক্রান্তি

ক্রান্তিতে হতাশা

ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঊর্ধ্বতন মহলে হাসপাতালের দাবি পাঠানো হয়েছে। এদিন বানারহাট ব্লক হাসপাতাল নির্মাণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করলেও ক্রান্তির জন্য কোনও কথা না বলায় কার্যত হতাশ বাসিন্দারা। ক্রান্তির বাসিন্দা শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, 'এটা মেনে নিতে পারছি না। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুক।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩ সংখ্যা, বুধবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

জিঘাংসার বিষে নীল

এত যুদ্ধ করে পেলাম কী? কবি সুকান্ত বলতে পেরেছিলেন, তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়, ইতালিতে জনগণের বন্ধুত্ব, ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র...। কিন্তু একবিংশ শতকে কী বলতে পারি আমরা। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে গুঁড়িয়ে গিয়েছে গাজার শেষ হাসপাতালটাও। গোলাগুলিতে, মিসাইল হানায় হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয় রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, জখম। তাঁদের চিকিৎসার সামান্যতম বন্দোবস্তটুকুও আর নেই গাজায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

যেখানে জনপদের পর জনপদ বিধ্বস্ত, মৃত্যুর হিসেবটাই যেখানে প্রহসনের মতো, সেখানে চিকিৎসাকেন্দ্র, হাসপাতাল টিকে থাকাটাই তো দুরাশা। একই পরিস্থিতি ইউক্রেনে। গুঁড়িয়ে যাওয়া শহর, আবাসনের পর আবাসনের ভগ্নস্তূপ বুকে একটা দেশে প্রতি মুহূর্তে মানুষ মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। তাতেও কি বলা যায়, গাজায় জয়ী হয়েছে ইজরায়েল। হয়তো প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডটা দখলই করে ফেলবে একদিন। কিন্তু ধ্বংসের ওপর দাঁড়িয়ে সেই যুদ্ধ জয় তো মানবিকতার বিজয়কেতন ওড়াবে না।

জোর করে দেশ দখলে পেশিশক্তির আস্ফালন থাকে। কিন্তু যুদ্ধে হাজার হাজার নিহতের সঙ্গে কফিনবন্দি হয়ে যায় সহমর্মিতা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। পড়ে থাকে শুধু ধ্বংস, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। গাজায় এই ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী হানাদারি করতে গিয়ে ইজরায়েল ২০২৪-এর শেষদিন পর্যন্ত খরচ করে ফেলেছে ভারতীয় মুদ্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনকে সাহায্য করতে ২০২৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে ৬৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেলেছে একা আমেরিকা।

ইউরোপীয় দেশগুলি আরও প্রায় সাড়ে ৬০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। ওই দেশগুলি ও আমেরিকা আরও যে পরিমাণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে, তার মোট পরিমাণ প্রায় ২৬০ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২২ লক্ষ কোটি টাকা। এর বাইরে আছে যুদ্ধের জন্য ইউক্রেনের নিজস্ব ব্যয়। ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘাতকে পুরোদস্তুর যুদ্ধ বলা যাবে না। তাতে হয়তো বলা যাবে, উচিত শিক্ষা দেওয়া গিয়েছে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় একটি রাষ্ট্রকে।

এই বয়ানে কোনও অসংগতি নেই। কিন্তু ভারতও কি কম খেসারত দিল? সীমান্তের গ্রামগুলিতে অন্তত ১০ হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। প্রাণহানির খবরও আছে। শেষপর্যন্ত যুদ্ধবিরতি না হলে একটি সমীক্ষার হিসেব অনুযায়ী ভারতের রোজ খরচ হতে পারত ন্যূনতম ১৪৬০ কোটি টাকা। তবে দৈনিক সেই ব্যয় ৫ কোটি পর্যন্ত হতে পারত বলেও আভাস আছে।

গাজা বা ইজরায়েল, রাশিয়া বা ইউক্রেন, ভারত বা পাকিস্তান, যুদ্ধ যাদের মধ্যেই হোক, সেই খরচ তুলতে হয় সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ নাগরিকদের পকেট কেটে। হয় যুদ্ধের নামে নতুন কোনও কর বসিয়ে বা বাজেটে বিভিন্ন খাতে শুল্কহার বৃদ্ধি করে। যা-ই করা হোক, তাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় অনিবার্য। দিনের পর দিন যুদ্ধ চললে কী পরিমাণ ক্ষতি, কী পরিমাণ খরচ- তার আভাস দিচ্ছে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ড এবং ইউক্রেন।

ভোলার উপায় নেই, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝে যে প্রবল আর্থিক মন্দা নেমে এসেছিল, তা সামলাতে সময় লেগেছিল প্রায় ১০ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কিংবা ১৯৬২-র চিন-ভারত যুদ্ধের পর আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দাম, জীবনযাত্রার মানের নিম্নমুখী প্রবণতা ইতিহাস হয়ে আছে। যুদ্ধ তো রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র সেই যুদ্ধে নাগরিকদের শামিল করে নেয়। জয়, বিজয় যাই হোক না কেন, সেটা শাসকের।

নাগরিকের জন্য পড়ে থাকে সেই 'নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালাবার সামর্থ্য।' যুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করলে, এর অসারতা নিয়ে বলতে চাইলে দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দেওয়ার নতুন প্রবণতা এখন চারদিকে। কিন্তু ভেবে দেখার সময় এসেছে, সুকান্তের ভাষায়, জয়, বন্ধুত্ব বা মুক্তির মন্ত্রের বদলে এখন প্রাপ্তি 'আজ যত যুদ্ধবাজ দেয় হানা/ হামলাবাজ/ আমাদের শান্তি সুখ করতে চায়/ লুঠতরাজ।'

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক'রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর, না জানলে তুমি তার বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? যা'ই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আলোচিত

এই মুহূর্তে গাজায় মানবিক সাহায্যের বন্যা বইয়ে দেওয়া দরকার। ওই ত্রাণ না পৌঁছালে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যু হবে। আমরা আজও ১০০ ট্রাক পাঠানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিটি স্থানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের এই খাবার পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রসংঘ সব রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। - টম ফ্লেচার

ভাইরাল

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভক্তরা দাঁড়িয়ে। মাচা বানিয়ে এক পুরোহিতকে দড়ি বেঁধে কপিকলের সাহায্যে রোপওয়েতে ঝুলিয়ে অন্যদিকে পাঠাচ্ছিলেন পুরোহিতরা। মালা, ত্রিশূল নিয়ে শক্তিমানের মতো উড়ে যাচ্ছিলেন ওই পুরোহিত। মাঝপথে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যান ভক্তদের মধ্যে।

আজ

১৯৯১

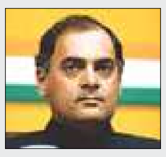

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় রাজীব গান্ধির।

২০০৩

অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

নিরুপায় হয়ে স্বামীজি রেলের মালগাড়ি রাখার এলাকায় একটা খালি বাক্সের মধ্যে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কোনও মতে। কিন্তু সকালেও সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ বলতে পারল না।

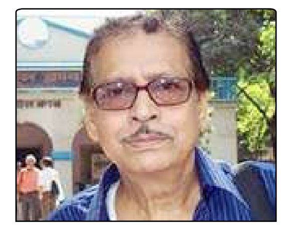

সন্ন্যাসীর ভিক্ষে চাওয়া সহজ, কিন্তু বিদেশে!

শেখর বসু

শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে বসে আছি। বেলাশেষের আলো আরেকটু ম্লান হয়েছে। রাস্তার ওপর পড়ে থাকা স্কাইস্ক্র্যাপারের ছায়া বোধহয় এখন দীর্ঘতর। সামনের রাস্তার একধারে বসে দুটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে ড্রাম বাজাচ্ছিল। খেলনাগোছের ছোট ড্রাম। কিন্তু ওদের লম্বা লম্বা আঙুল নানা ধরনের বোল ফোটাচ্ছিল ওই ড্রামেই। উদ্দেশ্য, বাজনা শুনিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে কিছু ডলার, সেন্ট রোজগার করা।

এখানে সরাসরি ভিক্ষা চাইতে খুব কম মানুষকেই দেখেছি। কেউ গান শোনায়, কেউ গিটার বাজায়, কেউ-বা ভায়োলিন। সামনে বিছানো কাপড়ের টুকরোয় বা খোলা টুপিতে পথচলতি মানুষের অনুগ্রহের দান জমা পড়ে। কিন্তু সামনের ওই পথের ওই দুজন ড্রাম বাজিয়ে রোজগারপত্তর করার সুযোগ পেল না এখন। একজন পুলিশ এসে ওদের তুলে দিয়েছিল।

আমি আবার ফিরে গিয়েছিলাম আমার পুরোনো চিন্তায়। অচেনা, অজানা শিকাগো শহরে তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ দেশের নিয়মকানুন একেবারেই আলাদা। সেপ্টেম্বরে ধর্মমহাসভা, কিন্তু জুলাই মাসেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। বক্তাদের কে কবে বলবেন, কতক্ষণ ধরে বলবেন- সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। মহাসভায় যোগদানের শেষ তারিখও পেরিয়ে গিয়েছে অনেক আগে।

হাতে সময় থাকলেই যে যোগদান করা যেত-তাও নয়। ধর্মসভায় অংশ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিচয়পত্র সঙ্গে থাকা দরকার। তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তেমন কিছুই নেই।

ধনীর শহর শিকাগোতে খরচ লাগামছাড়া। বস্টনে গেলে খরচের মাত্রা একটু কমবে। সুতরাং একদিন রেলে চেপে বস্টনের পথে রওনা হয়ে গেলেন স্বামীজি। পথে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর। বৃদ্ধার নাম মিস ফেট স্যানবর্ন। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন স্বামীজিকে। এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

ওখান থেকে তিনি মাদ্রাজের এক শিষ্যকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন-তোমরা যদি আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে এখানে আমাকে ছ-মাস রাখার ব্যবস্থা করতে পারো, মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।... আর যদি অত টাকা পাঠাতে না পারো, এ দেশ থেকে ফিরে যাওয়ার টাকাটা অন্তত পাঠিও। আমি ফিরেই যাব।

কিন্তু ভবিষ্যৎ-ইতিহাস বুঝি গতিপথ তখনই অন্যভাবে ঠিক করে ফেলেছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার বিশিষ্ট অধ্যাপক জেএইচ রাইটের সঙ্গে তরুণ এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর পরিচয় হয়েছিল একদিন। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা গড়িয়েছিল ঘণ্টা চারেক ধরে। স্বামীজির অত্যাশ্চর্য জ্ঞান, বিদ্যার পরিধি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অধ্যাপক। তিনি বারবার একটিই অনুরোধ জানিয়েছিলেন তরুণ সন্ন্যাসীকে, আপনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মমহাসভায় যোগ দিন। আমেরিকান জাতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এটাই সেরা উপায়। স্বামীজি তখন নিজের অসুবিধের কথা খোলাখুলিভাবে অধ্যাপককে জানান। বলেছিলেন, আমাকে এখানে কেউ চেনে না, জানে না। আমি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি-এমন কোনও নিদর্শনও আমার কাছে নেই।

এ কথার উত্তরে রাইটসাহেব যা বলেছিলেন, সেই কথাটি বেশিরভাগ ভারতবাসী জানেন। চিরস্মরণীয় ওই উক্তিটি আরও একবার মনে করা যাক। অধ্যাপক রাইট বলেছিলেন, স্বামীজি, আপনার কাছে নিদর্শন চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ দেওয়ার অধিকার কী জিজ্ঞেস করা- একই ব্যাপার।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজি যাতে যোগ দিতে পারেন তার সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক রাইট। তারপর প্রতিনিধি নির্বাচন সভার সভাপতিকে ঐতিহাসিক সেই চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠির একটি লাইন আজও অনেকের মুখে মুখে ফেরে। সেটি হল, ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সব বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করলেও এঁর বিদ্যার সমকক্ষ হয় না।

স্বামীজির কাছে টাকাপয়সা বিশেষ নেই বুঝতে পেরে তিনি শিকাগোর একটি টিকিট কেটে দিয়েছিলেন তাঁকে। শুধু তাই নয়, প্রাচ্য দেশের প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ার ভার যে কমিটির ওপর ছিল, তাঁদের নামেও একটি চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছু তারপরেই মসৃণ হয়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের প্রখ্যাত জীবনীকার প্রমথনাথ বসুর একটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, যেমন আলোক-প্রকাশের পূর্বে সময়ে সময়ে দিঙমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ জগতের সমক্ষে স্বামীজির বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে আরও কতকগুলি অসুবিধা, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই অসুবিধে, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা খুব অল্প সময়ের মধ্যে নানান দিক থেকে এসেছিল। অনেকটা চড়া সুরের নাটকের মতো ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাত। অধ্যাপক রাইট ধর্মমহাসভার যে ঠিকানাটি লিখে দিয়েছিলেন, সেটি হারিয়ে ফেলেছিলেন স্বামীজি। দুর্যোগের সেই শুরু। শিকাগো মস্তবড় শহর। যে যার কাজকর্মে ব্যস্ত। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ তাঁকে দিতে পারল না। শহরের এই উত্তর-পূর্বদিকে বেশিরভাগ বাসিন্দাই জার্মান। ইংরেজিটা তাদের খুব ভালো আসে না। সুতরাং ভিনদেশি এই মানুষটিকে বোঝা বা বোঝানো তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। একটা হোটেলের সন্ধানও কেউ দিতে পারেনি।

নিরুপায় হয়ে স্বামীজি রেলের মালগাড়ি রাখার এলাকায় একটা খালি বাক্সের মধ্যে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কোনও মতে। কিন্তু সকালেও সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ বলতে পারল না। এদিকে মানুষটি খিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। লেকের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। পাশে সুরম্য বাড়িঘর। ভারতবর্ষের এক সন্ন্যাসীর পক্ষে ভিক্ষে চাওয়াটা খুব সহজ কাজ। দেশের মাটিতে যাঁরা ভিক্ষা দেন তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেন। কিন্তু সুদূর আমেরিকায় ওই নিয়মটা

খাটে না। ওখানে ভিক্ষে চাইতে গিয়ে তাঁর লাঞ্ছনার মাত্রা আরও বেড়েছিল।

শেষের দিকে দুটি মাত্র কথা ছিল স্বামীজির মুখে। হয় ধর্মমহাসভার ঠিকানা বলো, নয় ভিক্ষা দাও। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি তাতে।

শেষে অবসন্ন স্বামীজি পথের ধারে বসে পড়েছিলেন। এমন সময় সামনের অট্টালিকা থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন-আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?

জবাবে স্বামীজি জানালেন, হ্যাঁ, কিন্তু সভার কার্যালয়ের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি।

মহিলা বললেন, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তিনি স্বামীজির খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তারপর ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ধর্মমহাসভার অফিসে। পরিচয়পত্র দেখানোর পরে মহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন স্বামীজি। তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রাচ্যদেশের অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে।

ওই যে মার্কিন মহিলা স্বামীজির সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন সেদিন, তাঁর নাম মিসেস হেল। তিনি শিকাগোর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জর্জ ডব্লিউ হেলের স্ত্রী। এই পরিবারটির সঙ্গে স্বামীজির হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দ্রুত।

সেদিনের ওইসব ঘটনার উল্লেখ করে স্বামীজি পরে জানিয়েছিলেন, সেদিন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল-প্রভু অনুক্ষণ সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষা করে যাচ্ছেন।

শুনেছিলাম, ইতিহাসের পাতা কখনো-কখনো জীবন্ত হয়ে ওঠে। শোনা কথাটা আমার জীবনে সত্যি হয়ে উঠেছিল শিকাগোর ওই আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে। কী এক অলৌকিক উপায়ে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার শিকাগো শহরের কিছু দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আরও কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকার পরে উঠে পড়েছিলাম। দিনের আলো আরও একটু বুঝি ম্লান হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুতের জোরালো আলো সেই ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছিল পুরোপুরি।

ঝলমলে আলোয় এমন একটা শহরে হাঁটার মজাই আলাদা। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিলাম মিশিগান হ্রদের ধারে। নামেই হ্রদ, চেহারা অবিকল সমুদ্রের মতো। অঙ্কের হিসেবে লেক মিশিগান লম্বায় প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার, চওড়ায় প্রায় দুশো কিলোমিটার। কুলকিনারাহীন এই জলরাশির সঙ্গে সমুদ্রের কোনও তফাত নেই। হ্রদের বেশ খানিকটা জায়গা ভরে আছে বাহারি সব জলযানে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে অসংখ্য নৌকো, জাহাজ চলে এখানে। ভ্রমণের জন্য আছে নানারকম ক্রুজের ব্যবস্থা। কিন্তু সে তো পরের ব্যাপার। হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে বিপুল জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকলেই সারা শরীরে রোমাঞ্চ খেলে যায়।

লেক মিশিগান আমেরিকার চারটি রাজ্যকে ছুঁয়ে রেখেছে, কিন্তু হ্রদ-তীরবর্তী বৃহত্তম শহর এই শিকাগো। খানিকটা গোল হয়ে ঘুরে গিয়েছে হ্রদ। পাড়ে দাঁড়ালে স্কাইস্ক্র্যাপারে মোড়া শহরের অসামান্য দৃশ্য দেখা যায়। সন্ধের আবছা অন্ধকারে আলোয় ঝলমল করছিল ওই বহুতলগুলি। আলোর প্রতিফলন হ্রদের বুকে। ওখানে ভেসে থাকা অপরূপ সব নৌকোর আলো জল এবং আকাশকে বুঝি আরও মায়াময় করে তুলেছিল।

লেকের ধারের চওড়া পথটি বেশ পরিচ্ছন্ন। যথেষ্ট চওড়া কংক্রিটের পথ। একধারে গাছের সারি। লেকফ্রন্ট-বরাবর পথটি চলে গেছে মাইল কুড়ি। পথে মাঝে মাঝেই ওয়াকার, জগার আর স্কেটারদের দেখা মিলছিল। স্বাস্থ্যসচেতন মার্কিনিরা এমন সুন্দর একটি পথকে যে স্বাস্থ্যচর্চার কাজে লাগাবেন-তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই।

লেকের ধারে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হেঁটেছি। মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলাম লেকের দিকে। আগের দৃশ্যের সঙ্গে পরের দৃশ্যের একটু বুঝি তফাত তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু দুটোই সমান উপভোগ্য। লেকের পাশে দাঁড়িয়ে শহরটাকেও বেশ লাগছিল। একদিকে শুধুই প্রকৃতি অন্যদিকে মানুষের তৈরি স্থাপত্য। সেতুবন্ধনের কাজটির মধ্যেও বুঝি জাদুর ছোঁয়া ছিল। শহর ও প্রকৃতি মিলেমিশে আছে চমৎকার।

দিনের আলো মুছে গেছে একদম। আকাশে জ্বলজ্বলে তারা। দূষণ বন্ধ করার নানান ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গোটা মার্কিন মুলুকে। আইন প্রয়োগে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য নেই কোথাও। নাগরিকরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সর্বত্র, তার ফলে কোনও রকমের দূষণই চোখে পড়ে না কোথাও। পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

হোটেলের বিছানায় শোওয়ার আগে টিভি চালিয়ে দিয়েছিলাম। স্থানীয় সংবাদ হচ্ছিল। দেখলাম, গণতান্ত্রিক দেশের একজন লোক টেবিলের ওপর ঘুসি মারতে মারতে এক সর্বোচ্চ নেতার নাম নিয়ে বলছে, ইউ কানট বি লিংকন।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখানে অঢেল। খোদ প্রেসিডেন্টকেও যে কেউ দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারে। জ্বালাময়ী ওই ভাষণটি কিছুক্ষণ শোনার পরে টিভি বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিলাম।

জনমত

দুর্নীতি করেছে সরকার, লাঠি খাচ্ছেন শিক্ষকরা

আমি গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের উপর হওয়া নৃশংস পুলিশি হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বহু মেধাবী ও নির্দোষ শিক্ষককে রাস্তায় বসতে হয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদের ন্যায্য দাবি জানাবার জন্য। তাঁদের কারও মাথা ফেটেছে, কারও পা ভেঙেছে, চোখে আঘাত লেগেছে- অথচ পুলিশ বলছে 'ন্যূনতম বলপ্রয়োগ' করা হয়েছে।

শিক্ষক জাতি গঠনের কারিগর। অথচ যেখানে শত্রুর পেটে লাথি মারা উচিত নয়, সেখানে তাঁদের পেটে লাথি মারা হচ্ছে! ডাক্তারদের পর এখন শিক্ষকরাও পথে- এ থেকে স্পষ্ট যে রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোথাও যোগ্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদি প্রমাণের অভাবে খুনি ও দাগি নেতারা বেকসুর খালাস পেতে পারেন, তাহলে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা কেন আজ রাস্তায় বসে থাকবেন? দুর্নীতি করেছে রাজ্য সরকার ও এসএসসি, অথচ শাস্তি পাচ্ছেন নির্দোষ ও যোগ্যরা।

রাজ্য সরকার আজও অযোগ্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কারণ তারা কোনও না কোনও নেতা বা মন্ত্রীর আত্মীয়। কেউ জমি বা অন্য সম্পত্তি বিক্রি করে নেতাদের টাকা দিয়েছেন- তাই যদি তাঁদের বাঁচানো না যায়, তবে তাঁরা তো নেতাদের বাড়ির সামনেই ধর্নায় বসে যাবেন- হাটে হাঁড়ি ভেঙে ফেলবেন। রাজ্য সরকার যদি কোর্টে যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণের তালিকা জমা দিত, তবে আজ এই দিন দেখতে হত না।

শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি ও মানবিক মর্যাদা রক্ষায় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার উচিত অবিলম্বে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করা। ন্যায়বিচার যেন শুধু কথায় নয়, বাস্তবেও প্রতিষ্ঠা পায়।

মানিক পণ্ডিত, জলপাইগুড়ি।

বাঙালি শ্রমিকদের নিগ্রহে চুপ সবাই

বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে, বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষজনের উপর পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে। শুধুমাত্র 'বাংলা' ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। অপমান, মারধর ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে। এ এক গভীর জাতিগত বৈষম্যের ছবি, যা সংবিধানবিরোধী ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়, এ ধরনের ঘটনা ঘটে চললেও পশ্চিমবঙ্গের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশই কার্যত নিশ্চুপ। কিছু অরাজনৈতিক সংগঠন মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ করলেও, তা কোনও ধারাবাহিক আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাঝেমধ্যে প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করলেও, প্রশাসনিক পর্যায়ে এখনও কোনও কড়া পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না।

রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ, যাঁরা পরিবার ছেড়ে, মাটি ছেড়ে দূর রাজ্যে রুজির টানে পাড়ি দেন, তাঁদের এই অপমান কি বাংলা মাটির অপমান নয়? তাঁদের হেনস্তা আমাদের সকলের অপমান। ভোটের সময় শ্রমিকদের স্বার্থে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, বাস্তবে তাঁদের নিরাপত্তা ও সম্মান আজ প্রশ্নের মুখে।

এই অবস্থায় আমাদের দাবি, রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে পদক্ষেপ করে। যেসব রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সেইসব রাজ্যের সরকারের কাছে যেন প্রতিবাদ জানানো হয়। ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যেন বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য বন্ধ করা হয়।

আমরা চাই না আর একজন বাঙালিও তাঁর ভাষা, পরিচয় বা কৃষ্টির কারণে বাংলার বাইরে অপমানিত হোন। আজ প্রতিবাদ না করলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। বাংলা তার মানুষকে রক্ষা করুক- এটাই সময়ের দাবি।

মোঃ রাফিক আহমেদ
সুজাপুর, মালদা।

উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস

বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যার অবস্থান তার নাম সমাজমাধ্যম। বিমূর্ত হলেও মূর্তিমান! একেবারে জলজ্যান্ত! ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতার চারণভূমি। এখানে প্রাপ্তমনস্ক খুঁজে বের করা অসম্ভব। অস্বস্তিকর মন্তব্য-প্রবাহে সমাজের অসুস্থ মানসিকতার বাড়বাড়ন্ত এখানে। এই মাধ্যম গুজবের আধার। নাগাড়ে গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এবং সামাজিক সম্প্রীতি ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।

যে অস্থির সময় সদ্য পার করে এলাম আমরা, তখন হিসেবি পদক্ষেপ মানসিক সুস্থিরতার জন্য

প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখানে তা হল না। মগজ ঘেঁটে দিয়ে, বোধবুদ্ধিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে, ঘৃণার চাষ আর হিংসার আবাদ করার চেষ্টা ছিল অব্যাহত। এই অন্যায় প্রয়াসের জ্বলন্ত উদাহরণ ১০ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদের নয়ের পাতায় 'গুজবের বন্যা' শিরোনাম দিয়ে প্রকাশিত ছবি, যেগুলো সমাজমাধ্যমের 'ধুন্ধুমার রসদ' ছিল। আগাগোড়া মিথ্যেকে নির্বিকারে সত্য বলে প্রচার করা হয়েছে। কী বিপজ্জনক!

সমাজমাধ্যমের এহেন উৎত্রাসন আচরণের অভিপ্রায় যাইহোক না কেন, পরিণতি আর পরিণাম তো মারাত্মক। 'অপারেশন সিঁদুর'-কে হাতিয়ার করে কিছু বিকারগ্রস্ত মানুষ যে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছিল সাম্য আর সংহতি। বহুমাত্রিক ভাবনাকে একমাত্রিক ছাঁচে ভরে শালীনতার চৌহদ্দি পার করে উদ্দাম উল্লাসে মেতে ওঠা এই মাধ্যমের (যারা হিংসার পূজক) এক বিজাতীয় সন্তুষ্টি। দেশপ্রেম জাহির করার জন্য দ্বেষ-প্রেম দেখানোর প্রবণতাকে প্রাধান্য দেয় বলেই যৌক্তিকতার ধার ধারে না তারা। সম্প্রীতি তাদের কাছে দুর ছাই আপদ বালাই।

এই মাধ্যম সহিষ্ণুতাকে কটাক্ষ করে মানুষকে কতটা নগ্নভাবে আক্রমণ করতে পারে আমরা দেখেছি হিমাংশীর ক্ষেত্রে। তাঁর প্রতি সহানুভূতির বন্যা সহসা তীব্র খরায় পরিণত হল। নখ-দাঁত বের করে হিংস্র আক্রমণে 'ধর্মনিরপেক্ষ' মন্তব্যকে ছিন্নভিন্ন করে প্রকাণ্ড উল্লাসে একেবারে হইহই কাণ্ড! বিষ-মহিমা কাকে বলে! দেখে মনে হল, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের এই সমাজপতিরা নির্ধারণ করতে চায় কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। মানুষের নিজস্বতাকেও নিয়ন্ত্রণ করার স্পর্ধা দেখাতে চায় তারা! এ যেন শিবঠাকুরের দেশে একুশে আইনের দাপট। যার প্রভাবে ন্যায়-অন্যায়ের মাঝের দেওয়ালটা অদৃশ্য। দৃশ্যমান শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা!

তাপসী দে, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৫

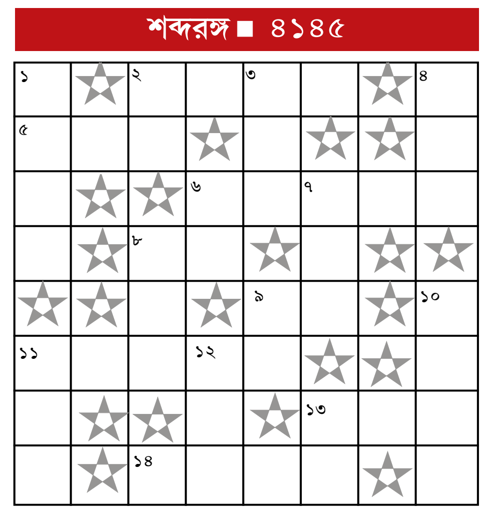

পাশাপাশি : ২। বস্ত্রাদিতে অঙ্কন বা সূচিকর্মের বঙ্গীয় শিল্পধারাবিশেষ ৫। জগৎকর্তা, ঈশ্বর, সিংহাসনও ৬। জোর এবং অবলম্বন ৮। কুমির ৯। ঘর ছাওয়ার খড়জাতীয় তৃণবিশেষ ১১। জন্ম নক্ষত্র, আগাগোড়া সমস্ত সংবাদ বা তথ্য ১৩। বাচনিক, মৌখিক ১৪। মাঠ, অবারিত স্থান, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ক্ষেত্র।

উপর-নীচ : ১। চাপা গর্জন ২। বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রবণতা, ইচ্ছা, মন, চিত্ত ৩। কৃপণ ৪। আস্থা, নির্ভর, অবলম্বন, আশ্বাস ৬। বাঁকা,কুটিল ৭। দেবতার মহিমাকীর্তন ও স্তুতি, আরাধনা ও সেবা ৮। পুত্র ৯। অন্নাদি বিতরণ, স্থান, অক্ষর-পংক্তি, ছাতা ১০। জ্যোৎস্না, চাঁদের কিরণ ১১। অপবিত্র,অশুচি ১২। হিন্দু চতুর্বর্ণের অন্যতম, ক্ষেত্রী বা ছত্রীজাতি ১৩। বন্যা।

সমাধান ■ ৪১৪৪

পাশাপাশি : ১। হাউমাউ ৩। জড়িমা ৫। অসমসাহস ৬। শকাব্দ ৭। যমুনা ৯। অসদুপদেশ ১২। মমতা ১৩। কর্মান্তির।

উপর-নীচ : ১। হাপিত্যেশ ২। উদাস ৩। জলসা ৪। মান্দাস ৫। অব্দ ৭। যশ ৮। নামান্তর ৯। অন্তিম ১০। দুহিতা ১১। দেমাক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন: ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আজ কাশ্মীরে ডেরেক, মানসরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য জানাতে এবং পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে বিশ্বের একাধিক দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এহেন কূটনৈতিক পদক্ষেপের মধ্যেই এবার পাকিস্তানি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখতে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২১ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ, রাজৌরি এবং শ্রীনগরের সীমান্তবর্তী ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যাবেন ওই প্রতিনিধিরা। ডেরেক ছাড়াও ওই দলে রয়েছেন দলের সাংসদ মোঃ নাদিমুল হক, সাগরিকা ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

ঘটনাচক্রে, এদিনই কেন্দ্রের প্রতিনিধিদলে ইউসুফ পাঠানের পরিবর্তে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শামিল করা হয়েছে। কেন্দ্রের কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের একটি বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সোমবারই অভিষেক বলেছিলেন, পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেনা আধিকারিক অথবা শহিদদের পরিবারের সদস্যদের ওই প্রতিনিধিদলে শামিল করানো উচিত ছিল। কারণ, তাঁদের চেয়ে দেশের হয়ে আর কেউ ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। এরই মধ্যে কাশ্মীরে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূল বুঝিয়ে দিয়েছে, দেশের প্রতি তাদের ভাবনাচিন্তা এবং উদ্বেগ বিজেপির থেকে কোনও অংশে কম নয়। এক্সে তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, 'সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ ও গোলাবর্ষণে যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের শোক ভাগ করে নেওয়া, স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিস্থিতি শোনা এবং বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখা- এই তিনটি লক্ষ্য নিয়েই প্রতিনিধিদল পাঠানো হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, পহলগাম হামলার পর আহতদের দেখতে গিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সেখান থেকে তিনি জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রের যাবতীয় পদক্ষেপকে তিনি এবং তাঁর দল কংগ্রেস তো বটেই, বিরোধীরাও সমর্থন করবে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনদিনের সফর শেষে এই প্রতিনিধিদল একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে সফর নিয়ে প্রতিনিধিদলের কোনও সদস্য এখনও প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি হননি। কারণ, পহলগাম হামলার পরে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, দলের কোনও নেতা যেন প্রকাশ্যে বিবৃতি না দেন।

এদিকে কূটনৈতিক স্তরে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ দড়ি টানাটানি চললেও সীমান্তে উত্তেজনার পারদ অনেকটাই থিতিয়ে পড়েছে। সংঘর্ষ বিরতির কারণে সোমবার থেকে সীমান্তবর্তী এলাকার জনজীবনও একটু একটু করে ছন্দে ফিরতে চলেছে। স্কুল-কলেজ খুলতে শুরু করেছে। তবে বেশিরভাগ স্কুলে অর্ধেকের বেশি পড়ুয়া অনুপস্থিত। পুঞ্চে পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে অন্তত ১৩ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৬০।

প্রতিনিধি দলে অবশেষে অভিষেক

জট কাটল মমতাকে রিজিজুর ফোনে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ মে : তাঁদের সঙ্গে কথা না বলে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য বাছাই করা হয়েছে বলে সোমবারই অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন, কোন দল কাকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাবে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে ঠিক করতে পারে না। জোড়াফুল শিবিরের এহেন আপত্তির পরই অবস্থান বদলাল মোদি সরকার। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান তুলে ধরতে কেন্দ্র যে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল গঠন করেছে, তাতে দলীয় সাংসদ ইউসুফ পাঠানের বদলে ঠাঁই হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর ভাইপো তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বেছে নেন।

প্রথমে এই প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের তরফে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের নাম ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি তোলে তৃণমূল। তারা সাফ জানিয়ে দেয়, প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার একমাত্র দলের। পরে ইউসুফ পাঠান নিজেই প্রতিনিধিদল থেকে সরে দাঁড়ান, যদিও তাঁর তরফে কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তখনই অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূলের তরফে অভিষেককে কেন্দ্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলে শামিল করায় রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে। তার কারণ, তৃণমূলের অন্দরে এতদিন মনে করা হচ্ছিল, মমতা এবং অভিষেকের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের যে সাংগঠনিক রদবদল হয়েছে তাতে অভিষেকের ছায়া স্পষ্ট। তাঁরই আপত্তিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা অনুব্রত মণ্ডলদের পুনর্বাসন আটকেছে। এই অবস্থায় মমতার ইচ্ছায় কেন্দ্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলে অভিষেক ঠাঁই পাওয়ায় স্পষ্ট, তাঁদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নেই। তৃণমূল জানিয়েছে, দল কখনও এই কূটনৈতিক সফরকে বয়কট করেনি। এর আগে তৃণমূলের লোকসভা দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও প্রতিনিধিদলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যজনিত কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এদিকে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলগুলিকে পাঠানোর আগে তার তিনটি দলের সদস্যদের সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন শশী থারুর, সঞ্জয়কুমার ঝা প্রমুখ। জেডিইউ-এর সাংসদ সঞ্জয়কুমার ঝা'র নেতৃত্বাধীন যে প্রতিনিধিদলটি যাচ্ছে, তাতে থাকবেন বিজেপির অপরাজিতা সারঙ্গি, ব্রিজলাল, সিপিএমের জন ব্রিটাসদের সঙ্গে থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ মে তাঁরা রওনা দেবেন এবং ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর সফর করবেন। গত ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদের ফল ভুগছে ভারত। এই বিষয়টিই যেন বিশ্বের দেশগুলিতে তুলে ধরা হয়। মোট ৫৯ জন নেতা-নেত্রী সাতটি দলে ভাগ হয়ে বিশ্বের ৩২টি দেশে যাবেন।

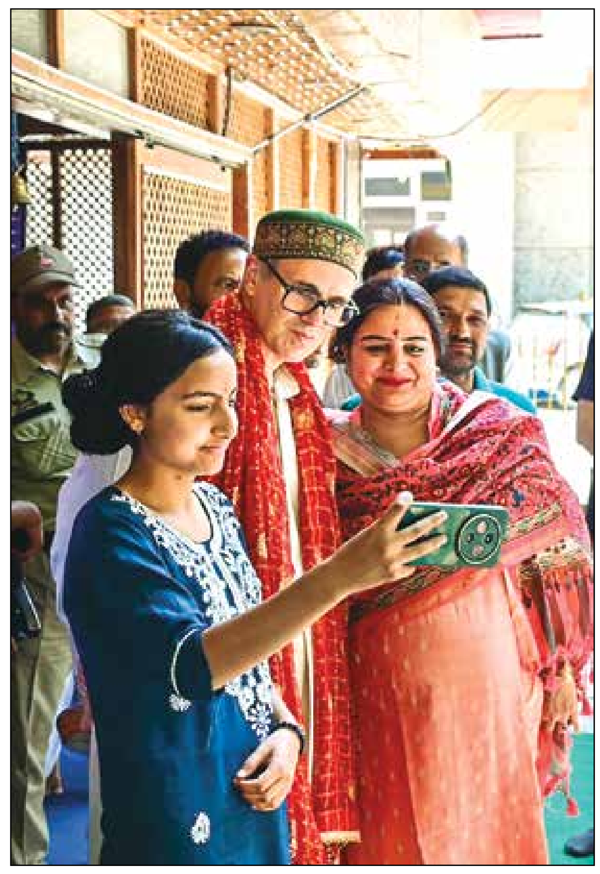

মন্দিরের সামনে ওমর আবদুল্লার সঙ্গে সেলফিতে ব্যস্ত। জম্মুতে।

ইজরায়েলি হামলায় গাজায় হত আরও ৬০

গাজা সিটি, ২০ মে : গাজায় ইজরায়েলি সেনার আক্রমণ অব্যাহত থাকায় মঙ্গলবার অন্তত ৬০ জন প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। গাজার সিভিল ডিফেন্স সংস্থা জানিয়েছে, নিহতদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু।

মঙ্গলবার কাকভোরে এই হামলায় গাজা সিটির একটি স্কুলে এবং একটি বড় আবাসনে বিমান হামলা হয়। মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকায় একটি বাড়িতে ১২ জন নিহত হন। নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে নিহত হন ১৫ জন। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে মারা গিয়েছেন আরও ৯ জন। ইজরায়েলি সেনা হামলাগুলি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

১৭ মে থেকে গাজার বিরুদ্ধে নতুন সামরিক অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনা। সোমবার 'গাজার প্রতি ইঞ্চি দখলের' হুঁশিয়ারি দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, গাজার ওপর হামলা বন্ধ না হলে এবং সেখানে ত্রাণসামগ্রীর বন্যা বইয়ে দিতে না পারলে আগামী দু'দিনে সেখানে মৃত্যু হবে কমপক্ষে ১৪ হাজার শিশুর।

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ থামানোর জন্য কমবেশি সব রাষ্ট্রই চাপ দিচ্ছে ইজরায়েলকে। এমনকি 'বন্ধু রাষ্ট্রগুলিও তাদের পাশে নেই' বলে কবুল করেছেন নেতানিয়াহু। সোমবার ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং কানাডাও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, ইজরায়েল গাজায় সেনা অভিযান বন্ধ না করলে এবং ত্রাণ পৌঁছোনোর ব্যাপারে বাধা দিলে তাদের বিরুদ্ধে 'কড়া পদক্ষেপ' করা হবে।

মন্ত্রীর কুকথায় সিট গঠন

ভোপাল, ২০ মে : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কর্নেল সোফিয়া কুরেশির বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কুঁয়র বিজয় শাহের বিতর্কিত মন্তব্যের তদন্তে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ একটি তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে।

পুলিশের ডিজি কৈলাস মাকওয়ানা জানিয়েছেন, তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দলে রয়েছেন ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ প্রমোদ বর্মা, ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল কল্যাণ চক্রবর্তী এবং পুলিশ সুপার বাহিনী সিং।

ওয়াকফ মামলায় প্রধান বিচারপতি

'স্পষ্ট অসাংবিধানিক না হলে হস্তক্ষেপ নয়'

নয়াদিল্লি, ২০ মে : সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে প্রথমবার মামলা শুনলেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। মামলায় তিনি জানিয়েছেন, 'সংসদ যে আইন পাশ করে, তা সাংবিধানিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। যতক্ষণ না খুবই স্পষ্ট কোনও অসাংবিধানিক দিক দেখা যায়, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।'

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে শুনানি চলে। ওয়াকফ কাউন্সিলে বেশিরভাগই কেন অমুসলিম সদস্য রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ওয়াকফ সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে কেন পাঁচ বছর ইসলাম পালনের শর্ত রাখা হচ্ছে, মামলাকারীদের প্রশ্ন ছিল।

প্রধান বিচারপতি গাভাই ও বিচারপতি এজি মসিহের ডিভিশন বেঞ্চ তিনটি বিষয় চিহ্নিত করে শুনানি করছে। প্রথমত, 'ইউজার' (জমি বা সম্পত্তিদাতা) ভিত্তিতে ওয়াকফ চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়ত, ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে অমুসলিম সদস্যদের নিয়োগ। তৃতীয়ত, সরকারি জমিকে ওয়াকফ হিসাবে চিহ্নিত করা।

শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সরকার ইতিমধ্যে এই তিনটি বিষয়ে তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে আদালতে জমা দিয়েছে। তাঁর আর্জি, আলোচনা যেন ওই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, 'এটা খণ্ড খণ্ড শুনানি হতে পারে না। আইনটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বানানো হয়েছে যাতে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করা যায়।' তিনি বলেন, 'নতুন আইনে বলা হয়েছে, কেউ ওয়াকফ করতে চাইলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করে থাকতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় থাকা একজন মানুষও যদি ওয়াকফ করতে চান, তাঁকেও প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি পাঁচ বছর ধরে ধর্মাচরণ করছেন। এটা সংবিধানবিরোধী।'

সিবাল আরও বলেন, 'নতুন আইনে বলা হয়েছে, কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্যক্তি অভিযোগ তুললেই কোনও জমির ওয়াকফ মর্যাদা চলে যাবে। সরকারই তখন বিচারকের ভূমিকা পালন করবে। এইভাবে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র কেড়ে নিচ্ছে।'

মসজিদ ও মন্দিরের তুলনা টেনে সিবাল বলেন, 'সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দিতে পারে না। মসজিদ বা গোরস্থানের দেখভাল সরকার করে না, বরং বহু মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে দিয়ে যান। মন্দিরে যেমন চাঁদার

সংসদ যে আইন পাশ করে, তা সাংবিধানিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। যতক্ষণ না খুবই স্পষ্ট কোনও অসাংবিধানিক দিক দেখা যায়, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

বিআর গাভাই
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আসে, মসজিদে বা কবরস্থানে তা হয় না।'

সিবালের কথা শুনে প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, 'এমন তো মন্দিরেও হয়। আমি দরগায় যাই, সেখানেও এমন হয়।'

শুনানির এক পর্বে সিবাল বলেন, 'যে কোনও সৌধ বা স্থাপনাকে যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করে, তখন তার ওয়াকফ মর্যাদা চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ জামা মসজিদ, সম্ভাল। এইভাবে যে কোনও বিরোধ বাধলেই ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এটা গভীর উদ্বেগের।' তাঁর আরও অভিযোগ, নতুন ওয়াকফ আইনের কিছু ধারা (যেমন ৩ডি, ৩ই) যৌথ সংসদীয় কমিটির খসড়ায় ছিল না, অথচ সেগুলিকে সংযুক্ত করে আইন পাশ করা হয়েছে। বুধবার ফের মামলার শুনানি হবে।

সেনার দাবি নস্যাৎ প্রধান গ্রন্থীর

চণ্ডীগড়, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন স্বর্ণমন্দিরে পাকিস্তানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে ভারতীয় সেনা আকাশ প্রতিরোধী ব্যবস্থা মোতায়েন করেছিল। তা করা হয় মন্দিরের প্রধান গ্রন্থী (পুরোহিত) জ্ঞানী রখবীর সিংয়ের অনুমতি নিয়েই। সেনার এই দাবি মঙ্গলবার নস্যাৎ করে দিলেন স্বর্ণমন্দিরের প্রধান পুরোহিত। জ্ঞানী রখবীর সিং সাফ জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে কোনও সেনা অফিসার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। ঘটনার সময় তিনি এদেশে ছিলেন না। ২২ দিনের ছুটিতে আমেরিকায় ছিলেন। তিনি জানান, সেনার বক্তব্য তদন্ত করে দেখবে শিরোমণি গুরদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটি। অকাল তখতের প্রাক্তন জাঠেদার রখবীর সিং এও বলেছেন, 'শ্রী হরমন্দর সাহিবে ব্ল্যাক আউট করার ব্যাপারে প্রশাসনকে এসজিপিসি সাহায্য করেছে, এটাও অসত্য।' রখবীর ছুটিতে থাকাকালীন প্রধান গ্রন্থীর কাজ যিনি করেছেন সেই জ্ঞানী অমরজিৎ সিংহ সেনার দাবি খারিত করেছেন।

রক্ষা পেল রাজধানী

লখনউ, ২০ মে : অল্পের জন্য রক্ষা পেল নয়াদিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস। লাইনচ্যুত হওয়া থেকে বাঁচল কাঠগোদাম এক্সপ্রেসও। রেললাইনের ওপর কাঠের গুঁড়ি ফেলে দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু চালকের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ট্রেন দুটি। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় ডালেনগর ও উমরতালি স্টেশনের মাঝে রেললাইনের ওপর কাঠের গুঁড়ি রেখেছিল দুষ্কৃতীরা। ডিব্রুগড়গামী রাজধানী এক্সপ্রেসের চালক তা দেখতে পেয়ে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন। তিনিই প্রথমে কাঠের গুঁড়ি সরিয়ে দেন এবং রেল আধিকারিকদের খবর দেন। রাজধানীর পর কাঠগোদাম এক্সপ্রেসকেও একই কায়দায় লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও লোকো পাইলটের তৎপরতায় রক্ষা পায় ট্রেনটি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হাফিজদের পেতে চাপ

জেরুজালেম, ২০ মে : পাক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুর আপাতত 'বিরতিতে', কিন্তু 'শেষ হয়নি'। ইজরায়েলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই বার্তা দিলেন এদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জেপি সিং। তিনি সাফ

ইজরায়েলের মাটিতে বার্তা ভারতের

জানালেন, তিন জঙ্গি হাফিজ সইদ, সাজিদ মির ও জাকিউর রহমান লকভিকে ইসলামাবাদ ভারতের হাতে তুলে দিক, ঠিক যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৬/১১-র অন্যতম চক্রী তাহাউর হুসেন রানাকে ভারতে হস্তান্তর করেছে।

ইজরায়েলের এক টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে জেপি সিং বলেছেন, 'ভারতের অভিযান ছিল পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, তাদের পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে। যার জবাবে পাকিস্তান ভারতের সামরিক কেন্দ্রে আক্রমণ হেনেছে।'

গাজায় চাই আরও ত্রাণ

রাষ্ট্রসংঘ, ২০ মে : ইজরায়েলের লাগাতার বোমাবর্ষণে গাজায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। সেইসঙ্গে চলছে খাদ্যসংকট। গাজার নিরন্নদের জন্য প্রচুর পরিমাণে ত্রাণ দরকার। এই আবহে রাষ্ট্রসংঘ জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় ত্রাণের বন্যা না হলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যু হতে পারে। ইজরায়েল ১১ সপ্তাহ পর সোমবার পাঁচটি ত্রাণবোঝাই ট্রাক গাজায় ঢোকার অনুমতি দেয়। চাহিদার তুলনায় তা কিছুই নয় বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কর্তা টম ফ্লেচার বলেছেন, 'এই ত্রাণ বিশাল সমুদ্রে এক ফোঁটা জলের মতো।'

ইউক্রেন-রাশিয়ার শীঘ্রই যুদ্ধবিরতি

ট্রাম্পের ঘোষণায় সতর্ক পুতিন

ওয়াশিংটন, ২০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব নেওয়ার পর এবার রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতেও উদ্যোগী হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা ফোনে কথা হয় ট্রাম্পের। পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পরে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'পুতিন খুব ভালো মানুষ। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে।' তবে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগবে এবং এখনই কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক হয়নি।'

রুশ-ইউক্রেন সংঘাত এত দূর গড়ানোর জন্য ট্রাম্প প্রকারান্তরে দায়ী করেন তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের প্রশাসনকেও। মস্কো এবং কিভের সংঘাত নিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচ হাজার তরুণ সৈনিকের মৃত্যু হচ্ছে...! আমরা এটা থামানোর চেষ্টা করছি।'

ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা তিনি ইতিমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও ফিনল্যান্ডের নেতাদেরও জানিয়েছেন। হোয়াইট

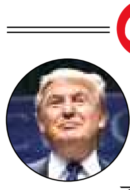

পুতিন খুব ভালো মানুষ। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

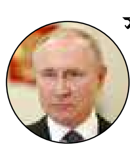

সবকিছু ঠিক পথে এগোচ্ছে, এটুকুই। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার সময় এখনও আসেনি।

ভ্লাদিমির পুতিন

হাউসে তিনি জানান, 'কিছু অগ্রগতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

ট্রাম্পের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েও পুতিন বলেন, 'সবকিছু ঠিক পথে এগোচ্ছে, এটুকুই। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার সময় এখনও আসেনি।' রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী সোচিতে সাংবাদিকদের পুতিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি 'ভবিষ্যৎ শান্তিচুক্তির খসড়া' নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত।

ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতৃত্ব 'তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি'র দাবি জানালেও পুতিনের সাফ জবাব, যুদ্ধ থামাতে হলে কিছু শর্ত মানতে হবে। ট্রাম্পও সরাসরি নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। তাঁর মতে, এখনই চাপ বাড়ালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

ক্রেমলিনের উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ জানান, ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপে যুদ্ধবিরতির নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা নিয়ে আলোচনা হয়নি। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, 'সকলেই দ্রুত সমাধানের জন্য উদগ্রীব। কিন্তু বিশদ আলোচনা ছাড়া স্থায়ী শান্তি আসতে পারে না। ফলে সময় লাগবে।'

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, কূটনৈতিক অগ্রগতির জন্য রাশিয়া, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হতে পারে। এই বৈঠক তুরস্ক, ভ্যাটিকান বা সুইৎজারল্যান্ডে হতে পারে বলেও তিনি জানান।

তবে ইউরোপের একাধিক নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, ট্রাম্প পুতিনকে চাপে ফেলতে নিষেধাজ্ঞার পথে হাঁটেননি। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লায়েন বলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা 'ভালো'ই হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ।

তুরস্কে রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদল সাম্প্রতিক আলোচনায় বসেছিল।

প্রতারণায় গ্রেপ্তার কনে

জয়পুর, ২০ মে : নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র্যের গল্প শুনিয়ে তরুণদের প্রেমে ফাঁসিয়ে বিয়ে করতেন অনুরাধা পাসওয়ান (৩২)। এরপর শ্বশুরবাড়ির আস্থা অর্জন করে খাবার বা পানীয়ের সঙ্গে মাদক খাইয়ে নগদ, গয়না লুট করে পালাতেন। ২৫ জনকে ফাঁসিয়েছেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, একটি দল রয়েছে নেপথ্যে। অনুরাধা তার পান্ডা। প্রতারিত এক তরুণের অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার হয়েছেন মহিলা।

মৃত ৩

বেঙ্গালুরু, ২০ মে : ভারী বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত বেঙ্গালুরু। জলমগ্ন ৫০০ বাড়ি। প্রবল বর্ষণের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত দুই। দেওয়াল ধসে মৃত এক গৃহকর্মী। রবিবার রাত থেকে সোমবার একটানা বৃষ্টি হয়েছে। টানা ১২ ঘণ্টায় ১৩০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা ১৫ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ব্যাহত যান চলাচল, গাছ উপড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। আগামী ৫ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

ধৃত ৬

চণ্ডীগড়, ২০ মে : পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই মদতপুষ্ট এক বড়সড়ো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর পর্দা ফাঁস করেছে পঞ্জাব পুলিশ। পাকিস্তানের হরবিন্দর সিং রিন্ডা নামে এক সন্ত্রাসী ভারতে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী বব্বর খালসাকে কাজে লাগিয়ে দুই হ্যান্ডলারের মাধ্যমে এদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়েছে। এর পিছনে হাত রয়েছে আইএসআই-এর।

পাক-প্রীতি কার, তুঙ্গে তর্জা

নয়াদিল্লি, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুরের জেরে পাকিস্তানের হাঁটু কেঁপে গিয়েছে বলে ভারতীয় সেনা যে দাবি করেছে তাকেও কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কর্ণাটকের বিজয়নগরের হোসাপেতে এক দলীয় সমাবেশে অপারেশন সিঁদুরকে ছোটখাটো যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'এই সমস্ত ছোটখাটো যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান ভারতকে আর গুরুত্ব দিতে চাইছে না। চিনের কাছ থেকে মদত পাচ্ছে তারা।' প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'পর্যটকদের কেন পুলিশ বা সেনা নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি? কেন তাঁদের সতর্ক করা হয়নি? ওঁদের সতর্ক করে দিলে হয়তো ২৬টি নিরপরাধ প্রাণকে বাঁচানো যেত।'

খাড়গের এহেন মন্তব্যের স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের নেতা সম্বিত পাত্র বলেন, 'এই ধরনের কথা বলা দেশ এবং সেনার শৌর্যের সঙ্গে প্রতারণা।' তাঁর তোপ, 'আমরা প্রথম দিন থেকে ডিজিটাল প্রমাণ দিয়েছি। পাকিস্তানিরাও প্রমাণ দেখিয়েছেন। তারপরও আপনারা সেনার সাহসিকতার প্রমাণ চাইছেন। এই কারণেই রাহুল গান্ধি এবং তাঁর নেতাদের পাকিস্তানে পোস্টার বয় হিসেবে দেখা হয়।' এর আগে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের

রাহুল-মুনিরের ছবি দিয়ে আক্রমণ পদ্মের।

বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে জানিয়ে আক্রমণ করার যে অভিযোগ বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি করেছিলেন তারও সমালোচনা করেছে বিজেপি।

রাহুল গান্ধি এবং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের একটি ছবি মিশিয়ে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তার নীচে লেখা আছে, ওয়ান অ্যাজেন্ডা। মালব্য বোঝাতে চেয়েছেন, দুইজনই আসলে এক ব্যক্তি। তিনি লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধি যে পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলবেন সেটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। ত্রুটিহীন অপারেশন সিঁদুরের পর উনি প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দনও জানাননি। বরং উনি লাগাতার জানতে চেয়েছেন আমরা কতগুলি যুদ্ধবিমান হারিয়েছি। এই প্রশ্নের উত্তর ডিজিএমও আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। তাহলে এরপর রাহুল গান্ধি আর কী পেতে পারেন? নিশান-ই-পাকিস্তান?' বিজেপির আক্রমণের জবাবে কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা এবং সুপ্রিয়া শ্রীনেতদের পালটা খোঁচা, পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান নিশান-ই-পাকিস্তান পাওয়ার যোগ্য লালকৃষ্ণ আদবানি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এদিকে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতির প্রশ্ন, 'অপারেশন সিঁদুরে লাভ কী হল? পহলগামের জঙ্গিরা তো ধরা পড়েনি?'

পতন সেনসেক্সের

মুম্বই, ২০ মে : সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনেও ধাক্কা ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৮৭২.৯৮ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৮১১৮৬.৪৪ পয়েন্টে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২৬১.৫৫ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৪৬৮৩.৯০ পয়েন্টে।

মুনিরের পদোন্নতি

ইসলামাবাদ, ২০ মে : ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং তার জেরে দুই প্রতিবেশীর উত্তপ্ত সম্পর্কের মধ্যেই মঙ্গলবার পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করল শাহবাজ শরিফের সরকার। ফিল্ড মার্শাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ। ভারতের সঙ্গে সংঘাতে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই মুনিরের এই পদোন্নতি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞানী জয়ন্ত নারলিকার প্রয়াত

পুনে, ২০ মে : ভারতীয় বিজ্ঞান জগতে ইন্দ্রপতন। ৮৭ বছর বয়সে জীবনাবসান হল বিশিষ্ট ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের। মঙ্গলবার পুনেতে তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চায় তিনি ছিলেন এক অগ্রদূত। তিনি পুনের 'ইন্টার-ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স' (আইইউসিএএ)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে সহজভাবে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁর ভূমিকা চিরকাল ভারতের বিজ্ঞান জগৎ মনে রাখবে।

জয়ন্ত নারলিকারের প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকপ্রকাশ করে বলেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর চিন্তাভাবনা আগামী প্রজন্মের গবেষকদের পথ দেখাবে। তিনি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন

এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছেন। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের আন্দোলনে নারলিকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।'

তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ১৯ জুলাই, মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে। তাঁর বাবা ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএইচইউ) গণিত বিভাগের প্রধান। আর মা ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত। নার্লিকার বিএইচইউ থেকে ১৯৫৭ সালে স্নাতক হন।

মদ-জুয়ার হাটে চোখ বন্ধ পুলিশের

ক্রান্তির দুন্দুর মিলের ছোট্ট মাঠেই চলে জুয়া খেলা

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২০ মে : মেরেকেটে ক্রান্তি ফাঁড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুন্দুর মিলের সেই ছোট্ট মাঠেই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলছে মদ, জুয়ার হাট। ক্রান্তি ও পার্শ্ববর্তী মাল-ময়নাগুড়ির অনেকেই এসে হাজার হাজার টাকার জুয়া খেলছেন সেখানে বলে অভিযোগ। সপ্তাহে তিনদিন চলছে দেদারে দেশি, বিদেশি মদ ও হাঁড়িয়া বিক্রি। পুলিশের নজর এড়িয়ে কীভাবে ওই হাট চলছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশনপ্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

ক্রান্তি ছাড়াও মৌলানি, লাটাগুড়ি, রাজাডাঙ্গা, চ্যাংমারি ও চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারি হাট বসে। আশ্চর্যের বিষয় হল, সরকারি হাটগুলো সপ্তাহে দু'দিন করে বসলেও ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুন্দুর মিলের অবৈধ মদ, জুয়ার হাটটি বসে সপ্তাহে তিনদিন। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার ওই হাটে নামমাত্র কয়েকটি সবজির দোকান ও খাবারের দোকান বসলেও বেশিরভাগ দোকানেই বিক্রি হয় দেশি-বিদেশি মদ।

স্থানীয় প্রভাবশালীদের মদতে দিনের পর দিন ওই হাট বসছে বলে অভিযোগ সামনে আসছে।

প্রশাসনের কর্তাদেরও ওই কাজে সায় আছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপির জেলা সহ সভাপতি কমলেন্দু দেব শর্মা। তাঁর কথায়, 'ওই হাটে এসে জুয়া খেলে অনেকে যেমন সর্বস্বান্ত হচ্ছে, পাশাপাশি এখানে বিক্রি করা মদ কতটা নিরাপদ তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কারণ বিক্রিত বেশিরভাগ মদের বোতলের সিল খোলা থাকে। বাজার থেকে বেশি দামে মদ কিনে খেয়ে যে কেউ অসুস্থ হবে না তার নিশ্চয়তাও নেই। প্রশাসন কেন কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।'

এদিকে বিষয়টি জানা নেই, বলছেন ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী টুডু। তাঁর কথায়, 'ওই এলাকায় ছোট্ট একটি হাট বসে শুনেছি। তবে সেখানে মদ, জুয়ার আসর বসে তা জানা নেই। এমন কিছু হয়ে থাকলে পুলিশের এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।'

ক্রান্তির দুন্দুর মিলের হাটে বিক্রি হচ্ছে মদ।

বিক্রি

- ক্রান্তি ছাড়াও মৌলানি, লাটাগুড়ি, রাজাডাঙ্গা, চ্যাংমারি ও চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারি হাট বসে
- সরকারি হাটগুলো সপ্তাহে দু'দিন করে বসলেও ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুন্দুর মিলের অবৈধ মদ, জুয়ার হাটটি বসে সপ্তাহে তিনদিন
- মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার ওই হাটে বিক্রি হয় দেশি-বিদেশি মদ

খতিয়ান

প্রথম পাতার পর

চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে ২৫০ টাকা করেছি, বিনামূল্যে র‌্যাশন সহ অন্য সমস্ত সুযোগসুবিধা দিচ্ছি।'

মঙ্গলবারের ওই অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার মানুষের হাতে মোট ৫১টি প্রকল্পে সুবিধা তুলে দেওয়া হয়। যার মধ্যে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, চা বাগানের জমির পাট্টা, বাংলার শস্য বিমা যোজনায় ক্ষতিপূরণ, বাংলার বাড়ির কিস্তি, সবুজ সাথী ও বার্ধক্য ভাতা, চা সুন্দরী ও মেধাশ্রীর বরাদ্দ ইত্যাদি ছিল।

তিনি জানান, শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় পথশ্রী প্রকল্পে ৩৪৯ কোটি টাকা খরচ করে ১০৮৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর পরেও যাঁরা টাকার হিসাব চাইছেন, তাঁদের লজ্জা নেই।' ঘুরেফিরেই মমতার ভাষণে বারবার উল্লিখিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন। তাঁর কথায়, 'হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করা হয়েছে। কিন্তু ওটা ছোট দপ্তর। সেই দপ্তরের কাজের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমরা এর বাইরে রাজ্যের সমস্ত প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কাজ করছি।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় ৩০০ ও জলপাইগুড়ি জেলায় ৯২২ জনকে চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘর বরাদ্দের ছাড়পত্র তুলে দেওয়া হয় মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে। এছাড়া ডাবগ্রাম শিল্পতালুকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য ২৯ কোটি টাকা, চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্যায়ের কাজের জন্য ১৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়। 'এখানে শিল্প আসুক, এটাই আমাদের লক্ষ্য' মন্তব্য করে সোমবার শিলিগুড়ির শিল্প সম্মেলনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে মমতা বলেন, 'শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার করে দিচ্ছি। যেখানে বসে শিল্পপতিরা উত্তরবঙ্গে শিল্পবিকাশের কাজ করতে পারবেন।'

জনগোষ্ঠীগুলির উন্নয়নে তাঁর দাবি, 'রাজবংশী ভাষার ২০০ স্কুল করেছি, সাদরি ভাষার সিলেবাস তৈরি করা হচ্ছে। ১০০ স্কুলও করা হবে। রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষাকে আমাদের সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা আমাদের সরকারই করেছে। কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চানন বর্মা সংগ্রহশালা আমরা করেছি। এছাড়া রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি, নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তৈরি করেছি।'

আদিবাসীদের প্রসঙ্গে মমতা জানান, 'সারি এবং সারনা ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিকে মান্যতা দিয়ে আমরা বিধানসভায় আইন পাশ করে কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছি। আদিবাসীদের জমি যাতে কেউ কেনাবেচা না করতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করেছি।'

প্রতিবাদে সরব

প্রথম পাতার পর

বৈঠকের পর আইনজীবী অত্রি শর্মা জানান, শিলিগুড়ি পুরনিগমের সংযোজিত এলাকাগুলিকে যাতে শিলিগুড়ি আদালতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, সেই প্রস্তাব আইনমন্ত্রীকে দেওয়া হয়। কেননা সংযোজিত এলাকার মানুষকে জলপাইগুড়ি আদালতে যেতে হয়। মেয়র এই প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি শুনে আইনমন্ত্রী একটি চিঠি তাঁকে দিতে বলেছেন। তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

এই খবর প্রকাশিত হতেই জলপাইগুড়ির আইনজীবী মহল ক্ষোভে ফেটে পড়ে। মঙ্গলবার জেলা ও দায়রা আদালতে জামিনের মামলা ছাড়া অন্য কোনও মামলায় অংশ না নিয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের থেকে নিজেদের অফিসে জরুরি বৈঠক করা হয়। বৈঠক শেষে বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবী এবং পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন থেকে ব্যানার নিয়ে কোর্ট চত্বরেই প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।

জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, 'কেউ বা কারা রাজ্য সরকারকে ভুলপথে পরিচালিত করছে। জলপাইগুড়ি আদালত থেকে মামলা সরিয়ে অন্য জেলার সঙ্গে যুক্ত করার এই চক্রান্ত আমরা কোনওভাবেই সফল হতে দেব না।' বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'শুধু জলপাইগুড়ির অংশ হিসেবে যে সমস্ত এলাকা শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে রয়েছে সেখানকার মামলাগুলি শিলিগুড়ি আদালতে হস্তান্তর করার প্রস্তাব নিয়েই আমাদের আপত্তি। কয়েকজন আইনজীবী কীসের স্বার্থে এই ধরনের আইনি অধিক্ষেত্রের অঙ্গচ্ছেদের চক্রান্ত করছেন, তা জানা দরকার। আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে চলেছি।' ওয়েস্ট বেঙ্গল বার কাউন্সিলের সদস্য গৌতম দাস জানান, 'পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে থাকলেই অন্যত্র মামলা হস্তান্তর হবে এমন কোনও নিয়ম নেই।' ল'ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ির সম্পাদক সঞ্জীব বাগচী বলেন, 'এই অঙ্গচ্ছেদের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছি।'

জলপাইগুড়ি নাগরিক মঞ্চের মুখপাত্র ও প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় জানান, কোনও জেলা থেকেই মামলা-মোকদ্দমার এলাকার অঙ্গচ্ছেদ এভাবে করা যায় না। তার উপর এসটিএফ মামলাগুলি কোন যুক্তিতে অন্যান্য জেলা থেকে শিলিগুড়ি আদালতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার?

ভারত-পাক সংঘর্ষের আবহের পর অমৃতসরের আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে বিএসএফের রিট্রিট। মঙ্গলবার। -পিটিআই

গাইসালে জ্বলন্ত ইঞ্জিন ফেরাল স্মৃতি

অরুণ ঝা

গাইসাল, ২০ মে : ২৬ বছরের পুরোনো ক্ষতটা শুকোয়নি। মঙ্গলবার ইসলামপুর থানার গাইসাল স্টেশনে শিলিগুড়ি-মালদা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লাগতেই ১৯৯৯ সালের ট্রেন দুর্ঘটনার ভয়ংকর স্মৃতিটা ফিরে এল লোকের মুখে মুখে। তাঁদের অনেকেই স্বগতোক্তি করলেন 'অভিশপ্ত গাইসাল স্টেশন।'

এদিন দুপুর ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার গাইসাল স্টেশনে আগুন লাগার কারণে দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। স্টেশনের কর্মী-আধিকারিকরাও হতচকিত হয়ে পড়েন। স্টেশন চত্বরে হুলুস্থুল শুরু হয়। আগুন ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় তড়িঘড়ি ইসলামপুর থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিহারের কিশনগঞ্জ থেকেও দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার গাইসাল স্টেশনে চলে আসেন।

এদিন দুর্ঘটনার জেরে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস, হাওড়াগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, দিল্লিগামী সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন আটকে পড়ে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা আপ ও ডাউন দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ডিআরএমের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, 'ঘটনাটি দুঃখজনক। এমন ঘটনা ঘটা উচিত ছিল না।'

এদিন মালদাগামী ডিইএমইউ ট্রেনটির পিছনে থাকা ইঞ্জিনে বসেছিলেন সিনিয়ার ট্রেন ম্যানেজার আরআর ভারতী। আলুয়াবাড়ি রোড রেলস্টেশন ছাড়ার একটু পরেই তিনি ইঞ্জিনে ধোঁয়া দেখতে পান। ধোঁয়ার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি। ততক্ষণে ট্রেন গুঞ্জরিয়া স্টেশন ছেড়ে দিয়েছে। আচমকা তিনি আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পান। ট্রেনের গতি সেই সময় অনেকটাই বেশি ছিল। ভারতীর কথায়, 'ধোঁয়া এবং আগুনের ফুলকি দেখে আমি উৎস খোঁজার চেষ্টা করি। চলন্ত ট্রেনের চাকায় কোনও সমস্যা হয়েছে কি না তাও বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু ততক্ষণে পরিস্থিতি জটিল আকার নিতে শুরু করেছে। ওয়াকি-টকিতে চালককে বিষয়টি জানাই। তিনি ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন গাইসাল স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেন। যাত্রীদের নেমে যেতে বলা হয়।' তাঁর সংযোজন, 'সম্ভবত গিয়ার থেকে আগুন লেগেছিল। তবে এই বিষয়ে এক্সপার্ট যাঁরা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন।'

গাইসাল স্টেশনে থাকা আগুন নেভানোর উপকরণ দিয়ে প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আগুন ক্রমশ বড় আকার ধারণ করে। সাধারণ মানুষ, পুলিশ, রেল পুলিশের ভিড়ে এলাকা ছয়লাপ হয়ে যায়। ডিইএমইউ-এর যাত্রী হরিনারায়ণ চতুর্বেদী বলেন, 'আমার বারসই স্টেশনে নামার কথা ছিল। ট্রেনের গার্ড ও চালকের তৎপরতার জন্য সবাই বেঁচে গিয়েছি। ট্রেনে আগুন শুনে আতঙ্কে যাত্রীরা ট্রেন থামার আগেই লাফিয়ে নামতে শুরু করেছিলেন।' আরেক যাত্রী বিনোদ পাসোয়ানের ধারণা, 'রেলের তরফে রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চয়ই গাফিলতি ছিল। নইলে এমন ভয়াবহ আগুন ট্রেনের ইঞ্জিনে লাগল কীভাবে?'

এদিন বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ ডিআরএম সড়কপথে গাইসাল স্টেশনে পৌঁছে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন। তারপর দুর্ঘটনাগ্রস্ত ফাঁকা ট্রেনটি পাঞ্জিপাড়া স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ডিআরএম বলেন, 'সময় থাকতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। যাত্রীদের ক্ষতি হয়নি। আগুন লাগার কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। তদন্ত রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে গাফিলতি কোথায় ছিল। রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। ট্রেনের যাত্রীদের তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছাতে আমরা পদক্ষেপ করেছি।'

২৬ বছর আগে ১৯৯৯ সালের ২ অগাস্ট দেশের অন্যতম বড় ট্রেন দুর্ঘটনা গাইসালেই ঘটেছিল। সরকারি হিসাবেই ২৮৬ জনের মৃত্যু হয়। এদিন গাইসাল স্টেশনে ট্রেনের জ্বলন্ত ইঞ্জিন দেখে স্থানীয়দের সেই স্মৃতি ফিরে আসে। এলাকার বর্ষীয়ান বাসিন্দা আইনুল হক বলেন, 'শতাধিক মানুষের ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। বরাতজোরে এদিন অন্তত প্রাণহানি হয়নি।'

গাইসাল স্টেশনে ট্রেনের ইঞ্জিনের আগুন নিয়ন্ত্রণে দমকলবাহিনী।

বর্ষায় তিস্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আধিকারিকরা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি- এই তিন জেলা এবং শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ নিয়ে মঙ্গলবার রিভিউ বৈঠক হল। জলপাইগুড়ি রেসকোর্সপাড়ায় সেচ দপ্তরের ডাকা সেই বৈঠকে সব থেকে বেশি আলোচনা করা হয়েছে তিস্তা নদী নিয়ে।

আধিকারিকরা বলছেন, সিকিম পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসার সময় তিস্তা নদীর অবস্থা বর্তমানে খুবই বিপজ্জনক। বর্ষা দোড়গোড়ায় চলে এলেও, এখনও তিস্তা নদীতে ড্রেজিং করার কাজ শুরুই হয়নি। ২০২৩ সালে সিকিমের সেই হ্রদ বিপর্যয়ের পর থেকে সমতলে তিস্তার নদীখাত বিভিন্ন এলাকায় বালি, নুড়ি জমে উঁচু হয়ে গিয়েছে। ফের একটা হ্রদ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটলে, বা পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও একটানা ভারী বর্ষণ হলে তিস্তা নদী বিপজ্জনক আকার নিতে পারে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলাকে এবার তিস্তার জলস্ফীতি নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে। লালটং ও শালুগাড়ার কাছে তিস্তা ডানদিকে ঘুরে বইতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, হেলাপাকড়ি ও বাকালির কাছে তিস্তা বাঁদিকে ঘুরে গিয়েছে। তিস্তা নদীগর্ভে প্রস্তাবিত ড্রেজিং না হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল আকার নিতে পারে বলেও ইঞ্জিনিয়াররা বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'তিস্তা থেকে বালি ও নুড়ি তোলার কাজ করতে বলা হয়েছে রাজ্যের খনিজ উন্নয়ন নিগমকে। তবে এই বর্ষার আগে কাজ শুরু হবে বলে মনে হয় না।'

সেইসঙ্গে এদিনের বৈঠকে রায়ডাক, সংকোশ, কালজানি, তোর্ষা, মহানন্দা, মুজনাই, জলঢাকা, ডায়না নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে উঠে আসে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিম্নচাপের জন্য বৃষ্টিপাত নদীবাঁধের ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। যদিও মে মাসের মধ্যেই বাকি কাজটুকু শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির মহানন্দা, পঞ্চনই নদীর বাঁধের ক্ষেত্রে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আলিপুরদুয়ারের বাসরা, সংকোশ, রায়ডাক-১ ও ২ নদীর ওপর বাঁধ মেরামতি ও ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজও শেষের দিকে। কোচবিহারের কালজানি, তিস্তা, মানসাই নদীর বাঁধের ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার সঙ্গে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে ৭৬ কোটি টাকা খরচে ১৫০টি কাজ হচ্ছে।

এদিনের বৈঠকে আবহাওয়া দপ্তর ও কেন্দ্রীয় জল কমিশনের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। সেচ দপ্তরের ১০টি, সিকিমের ৩০টি এবং আবহাওয়া দপ্তরের ৬০টি বৃষ্টি পরিমাপক স্টেশনের মাধ্যমে পাওয়া বৃষ্টির খবর নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদান করা হবে বলে কৃষ্ণেন্দু জানিয়েছেন।

আপত্তিকর ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ মে : 'নিড এ ফিমেল ফর ফোটোশুট, ডিএম মি'। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন পোস্ট দেখে তাতে সাড়া দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা ১৯ বছরের এক তরুণী। মডেল হিসেবে ছবি তোলার ইচ্ছে তাঁর অনেকদিনের। তাই সাড়া দিতে দেরি করেননি। তবে ছবি তুলতে গিয়ে যে ব্ল্যাকমেলিংয়ের শিকার হতে হবে, তা কল্পনাও করেননি ওই তরুণী। সোমবার তিনি ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেদিনই অভিযুক্ত রাজ মল্লিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফোটোশুটের জন্য মডেল চেয়ে ঘোগোমালির বাসিন্দা রাজ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিল। তা দেখে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তরুণী। ফাঁপড়িতে ওই ফোটোগ্রাফারের এক পরিচিতের বাড়িতে চলে ফোটোশুট। অভিযোগ, পোশাক পরিবর্তনের সময় ওই তরুণীর আপত্তিকর কিছু ছবি তুলে নেয় তরুণ। পরবর্তীতে সেই ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। টাকাও হাতাতে শুরু করে।

তরুণীর কথায়, 'মাস তিনেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফোটোশুট সংক্রান্ত একটি পোস্ট দেখি। সেই পোস্টে নিজের উৎসাহের কথা জানানোর পর রাজ মল্লিক আমাকে ফোটোশুটের জন্য ডাকে। ফাঁপড়ির একটি বাড়িতে চলে ফোটোশুট। কিছুদিন পর ওই তরুণ আমার একটি আপত্তিকর ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। টাকা চাইতে থাকে।' সম্মানহানির ভয়ে একবার ৩০ হাজার টাকাও অভিযুক্তকে দেন ওই তরুণী। এরপর ফের টাকা চাইলে সোমবার রাজের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তদন্তে নেমে পুলিশ ঘোগোমালির ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে, রাজ একসময় দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট ফোটোগ্রাফার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনেরও সদস্য ছিল। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিমল বসাক বলেন, 'এটা লজ্জাজনক ঘটনা। আমাদের সকলেরই উচিত এ ধরনের মানসিকতার প্রতিবাদ করা।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

> সোশ্যাল মিডিয়ায় ফোটোশুট সংক্রান্ত একটি পোস্ট দেখি। সেই পোস্টে নিজের উৎসাহের কথা জানানোর পর রাজ মল্লিক শুটের জন্য ডাকে। ফাঁপড়ির একটি বাড়িতে চলে শুট। কিছুদিন পর ওই তরুণ আমার একটি আপত্তিকর ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। টাকা চাইতে থাকে।
>
> - তরুণী

একটা ট্যাক্সের বেশি নয়, স্পষ্ট নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

শিলিগুড়ি, ২০ মে : যে কোনও একটাই ট্যাক্স থাকবে। দুটো ট্যাক্স হতে পারে না। মঙ্গলবার স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুলবাড়ির হেলিপ্যাড সংলগ্ন ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'একবার জিএসটি নেবে, তারপর আবার শিল্পপতিদের কাছে গিয়ে মিউটেশন ফি'র নামে ট্যাক্স নেওয়া হয়, রাস্তায় গাড়ি চললে ট্যাক্স নেওয়া হয়। এটা করা যাবে না। একটাই ট্যাক্স থাকবে।' তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র এই রাজ্য থেকে জিএসটি বাবদ টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তার ভাগও সময়মতো দেওয়া হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছে উত্তর দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্স। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বলেছেন, 'রাস্তায় টাকা দিতে দিতে আমাদের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য সাহস করেই সোমবার দীনবন্ধু মঞ্চের শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্যার কথাগুলি বলেছিলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন এবং পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন, এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি।' সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে রাস্তায় হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে অনেকেরই অভিযোগ ছিল, জিএসটি দিয়ে পণ্য কিনে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় টোল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। অত্যাচার বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী পাশে বসে থাকা মুখ্যসচিবকে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশ যাতে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে 'ট্যাক্স' (পড়ুন তোলাবাজি) না নেয়, তার জন্য তিনি পুলিশকর্তাদের দায়িত্ব দেন। মঙ্গলবার ফের মুখ্যমন্ত্রী 'একটাই ট্যাক্স' নিয়ে সরব হন।

নিগমকে নির্দেশ

কলকাতা, ২০ মে : চুক্তির ভিত্তিতে নয়, ট্রাইবিউনালের নির্দেশ অনুযায়ী ২২ জনকে নিয়োগপত্র দিতে বাধ্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। এই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। ট্রাইবিউনালের নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপ জানিয়ে হলফনামা আকারে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। অর্থ দপ্তরকেও এই বিষয়ে পদক্ষেপ করতে হবে।

হাসপাতাল চত্বরেই জঞ্জালের স্তূপ

প্রথম পাতার পর

লাল ও নীল রংয়ের থলেতে সংগ্রহ করে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব স্বাস্থ্য দপ্তরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্সির। কালো থলে এবং খোলা ডাস্টবিনে জমানো সাধারণ আবর্জনা নিয়েই সমস্যা দেখা দিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় প্রশাসন সেই আবর্জনা সরাতে না পারায় সমস্যা চরমে উঠেছে। ধূপগুড়ি হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের পিছনে অকেজো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের সামনে সেই আবর্জনার স্তূপ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে।

এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলার কৃষ্ণদেব রায় বলেন, 'যেহেতু পুর এলাকায় হাসপাতাল অবস্থিত সেহেতু এর দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের বাড়তি দায়িত্ব পুরসভার। তারা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার খেসারত দিতে হচ্ছে হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মী, রোগী এবং আমাদের মতো স্থানীয় মানুষকে। সবথেকে বিপজ্জনক বিষয়, জমে থাকা আবর্জনার স্তূপে প্রচুর সুচ ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। যে কোনও সময় বড় বিপদ হতে পারে তার থেকে।

ধূপগুড়ি হাসপাতালে পুরুষ ও মহিলা সাধারণ বিভাগ, প্রসূতি বিভাগ, সহ শিশু, ইমার্জেন্সি এবং আউটডোর মিলে প্রতিদিন রোগীর চাপ মারাত্মক। এই কারণে দৈনিক হাসপাতালে জমা আবর্জনার পরিমাণও প্রচুর। আবর্জনার এই স্তূপের ফেলা থলে সংগ্রহ করতে আসা এজেন্সির লোকেরাও সমস্যায় পড়েন নিয়মিত। এনিয়ে এজেন্সির তরফেও স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে অভিযোগ আসে প্রায়ই।

প্রাক্তন বিধায়কের তৈরি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট যে কোনও কাজে লাগে না তা মেনে নিয়ে ধূপগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অঙ্কুর চক্রবর্তী বলেন, 'মূলত সলিড ওয়েস্ট নিয়েই সমস্যা রয়েছে। এজেন্সির আবর্জনা সংগ্রহেও অসুবিধা হচ্ছে। প্ল্যান্ট যেহেতু কাজ করে না তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিজেদের উদ্যোগে বড় গর্ত খুঁড়ে সব আবর্জনা পুঁতে দেব। দ্রুত এনিয়ে পদক্ষেপ করা হবে।'

হাসপাতালের আবর্জনা নিয়ে পুরসভার অবস্থাও দিশেহারা। নিজস্ব ডাম্পিং গ্রাউন্ড বা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট না থাকাকে দায়ী করে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে এনিয়ে আলোচনা করব। সাধারণ মানুষের স্বার্থটাই সব থেকে বড়।'

সমস্যা চরমে উঠলে মাঝেমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে আবর্জনা নিয়মিত সাফাই না হলে স্থায়ী সমাধান অসম্ভব বলে মত স্বাস্থ্যকর্মীদেরও।

ধূপগুড়ি হাসপাতালে আবর্জনার স্তূপ।

২৯শে উত্তরবঙ্গে আসছেন মোদি

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'আগামী ২৯ মে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সেখানে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুটি বৈঠক করবেন। আমাদের কাছে খবর আসামাত্রই এদিন মাঠ পরিদর্শন করা হয়। আমরা দলীয়ভাবে সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এদিন আলোচনা করা হয় কোন এলাকা থেকে কত লোক আনা হবে প্রধামন্ত্রীর জনসভার জন্য। বৈঠকের পরই জেলা কার্যালয় থেকেই নেতারা বিভিন্ন মণ্ডলে যোগাযোগ শুরু করেন। কোন এলাকা থেকে কত লোক আসবে, সেটা দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে স্থানীয় নেতাদের। সেই হিসেবে গাড়ি পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর সভার বিষয়ে জোরদার প্রচার চালানোর নির্দেশও দেওয়া হয়।

কিন্তু এখানে এসে মোদি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন কাদের সঙ্গে?

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তো জেলা স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা নয়। এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, 'প্রশাসনিক সভায় কী হবে তা আমাদের জানার কথা নয়। তবে আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন এটা আমাদের বড় পাওনা। রাজনৈতিক সভায় একেবারে বুথ থেকে কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন।'

প্যারেড গ্রাউন্ডের কোন জায়গায় জনসভা হবে, এদিন সেটা খতিয়ে দেখা হয়। সেদিন পার্কিং কোথায় হবে, সেটাও দেখা হয়। এর আগে বারদুয়েক জেলার অন্যান্য জায়গায় সভা করলেও এবারই প্রথম প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না বিজেপির নেতারা। জনসভার স্থল থেকে একশো মিটারের মধ্যে আলাদা শিবির করা হবে। সেখানে হবে প্রশাসনিক সভা।

বিজেপি সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে আলিপুরদুয়ারে আসতে পারেন, দিন সাতেক ধরেই তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। বিষয়টি নিয়ে জেলার প্রশাসনিক মহল কিছু না জানাতে পারলেও বিজেপি নেতৃত্ব কিন্তু আশায় ছিল।

সোমবার রাতেই অবশ্য এবিষয়ে সিলমোহর পড়ে। তাই তড়িঘড়ি মঙ্গলবার বিজেপির জেলা নেতৃত্ব বৈঠকে বসে।

অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী দেশের কোনও জেলায় সফরে আসছেন। তাও আবার আলিপুরদুয়ারের মতো স্পর্শকাতর জেলায়। এই জেলায় আছে উন্মুক্ত ভারত-ভুটান সীমান্ত। আবার পাশেই সেভেন সিস্টার। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের একাধিক কর্তা নানা হুমকি দিয়ে রেখেছেন। এই জেলায় এসএসবি'র দুটি বাহিনী রয়েছে। রয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সদর দপ্তর। এই কর্মসূচির রেশ আগামী বিধানসভা ভোট অবধি টেনে নিয়ে যেতে উদগ্রীব বিজেপি। বিধায়ক দীপকও তো বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে আমরা আগামী ছাব্বিশের ভোটে কাজে লাগাব।'

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ির মর্নিং স্টার স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী অদৃজা রায় এবছর বঙ্গীয় সুর সংগীত অ্যাকাডেমি আয়োজিত আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট পরীক্ষায় জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম হয়েছে।

কমিটি না থাকায় উন্নয়ন আটকে ময়নামাতা মন্দিরে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২০ মে : ভাঙা নাটমন্দির। টিনের ছাউনি দেওয়া মন্দিরের চূড়া। সামান্য বৃষ্টি হলেই সেখান দিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহ জলে ভেসে যায়। গত ২৪ বছর ধরে ময়নাগুড়ির ময়নামাতা কালীবাড়ির ছবিটা বদলায়নি। মন্দিরের উন্নয়ন আটকে থাকার মূল কারণ কমিটির অভাব। মাত্র তিনজন সদস্যের পক্ষে মন্দিরের কোনও কাজ ঠিকমতো করাও সম্ভব নয়। আগে একটি কমিটি থাকলেও তা ভেঙে গিয়েছে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত আর কোনও কমিটি গঠিত হয়নি। ফলে মন্দিরের কোনও রেজিস্ট্রেশনও নেই। তাই যে কোনও সময়ে ব্যাংকের লেনদেনও বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গত বছর গোড়ার দিকে মন্দিরের নাটমন্দিরটির ছাদ ভেঙে পড়েছিল। বিপদ এড়াতে তড়িঘড়ি তা পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলা হয়। তারপর থেকে সেই জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে। মন্দিরের এমন বেহাল অবস্থায় কমিটি গঠন করে মন্দিরের উন্নয়ন হোক, চাইছেন ময়নাগুড়িবাসী। এবিষয়ে ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

শহরের বিবেকানন্দপল্লি এবং ডাকঘরের পাশে মন্দিরের নিজস্ব জমি রয়েছে। তবে কালীবাড়ি ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক চন্দন ঘোষের অভিযোগ, কমিটির নজরদারি না থাকায় বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরের জমি দুই-চার ফুট করে বেদখল হয়ে যেতে শুরু হয়েছে। বর্তমানে ভক্তদের দান এবং স্থানীয় কয়েকজনের সহযোগিতায় কোনওমতে মন্দিরের পূজার্চনা চলে। ২০০১ সালে ময়নাগুড়ি ময়নামাতা কালীবাড়ি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটির সদস্যদের মধ্যে চারজন মারা গিয়েছেন। দুজন পদ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়েছেন। এখন কেবল কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও এক সদস্য রয়েছেন। এমনকি বহু বছর ধরে সোসাইটির কোনও রেজিস্ট্রেশন নেই। আবার সাতজন সদস্য না থাকলে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া সম্ভব নয়। পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা শেফালি চক্রবর্তী বলেন, 'সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানে ভক্তরা মন্দিরে আসেন। নিয়মিত পুজো হয়। তাই আমাদের দাবি, মন্দিরে কমিটি গঠন করে তা সুন্দর করে গড়ে তোলা হোক।'

ময়নাগুড়ি ময়নামাতা কালীবাড়ির নাটমন্দিরটি খুলে ফেলা হয়েছে।

মন্দিরে বর্তমানে দুজন পুরোহিত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অতুল চক্রবর্তী নামে একজন বলেন, 'মন্দিরের উন্নয়ন হলে সকলেই খুশি হবেন।' অপর পুরোহিত তপন চক্রবর্তীও এবিষয়ে সহমত। ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজারে মন্দিরটি অবস্থিত। ১৯১০ সালে মন্দিরটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা সেখানে পুজো নিয়ে পৌঁছান। ট্রাস্টি বোর্ডের এক সদস্য রণজিৎ দেবনাথ বলেন, 'আমরা বহুবার প্রশাসনের কাছে মন্দিরের সমস্যার কথা জানিয়েছি। নতুন করে কমিটি গঠন করা না হলে কাজকর্ম চালিয়ে নিয়ে যেতে বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' একই দাবি কোষাধ্যক্ষ সুকুমার সাহারও।

পাতকাটার ব্যস্ত সড়কে জ্বলে না পথবাতি। জলপাইগুড়িতে।

পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ

রাস্তায় আলো না থাকায় ক্ষোভ

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : গোশালা মোড় থেকে ডেঙ্গুয়াঝাড় রেলগেট পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ। পাতকাটার এই পথ ধরে যেমন জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়া যায়। তেমনি আবার ওই পথ ধরে বোদাগঞ্জেও যাওয়া যায়। আবার ওই রাস্তা দিয়ে সোজা পৌঁছানো যায় জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে। দীর্ঘ ওই রাস্তা পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি শহরতলির মানুষের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

রাস্তার পাশে সারি সারি সুউচ্চ বাতিস্তম্ভ লাগানো রয়েছে। সেগুলির মধ্যে মাত্র দুটি আলো জ্বলে। একটি গোশালা মোড়ে। দ্বিতীয়টি রয়েছে ডেঙ্গুয়াঝাড় রেলগেটের সামনে। বাকিগুলো প্রায় ছয় মাস ধরে বিকল হয়ে রয়েছে।

প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরেন বছর পঞ্চাশের সুকল্যাণ দাস। তাঁর কথায়, 'অন্ধকারে পথ চলতে বেশ অসুবিধা হয়। সামনে থেকে বড় গাড়ির আলো পড়লে রাস্তা আর পাশের নীচু জমি কোনটা কী সেটা বোঝা যায় না। তার ওপর রয়েছে আলোহীন টোটোর দাপট। অন্ধকারে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি যেতে নিরাপত্তার অভাব বোধ হয়। তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত।'

সুকল্যাণের কথায় সুর মিলিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রেবা দাস বলেন, 'এই রাস্তাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রচুর মানুষ ও পড়ুয়ারা টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরে। এছাড়াও রয়েছে বাইক, টোটো, ভ্যান, বাস, বেলাকোবা, শিলিগুড়িগামী ছোট গাড়ি। আবার স্টেশন থাকায় বেশ ব্যস্ত থাকে রাস্তাটি।' তাঁর সংযোজন, 'গোটা রাস্তায় দুটি আলো জ্বলে। এমন অবস্থায় মহিলারা রাস্তায় বের হতে ভয় পান। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে কিছুই করছে না।'

এমন অবস্থায় সন্ধ্যার পর ওই রাস্তায় যেতে ভয় পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু সব জানা সত্ত্বেও নির্বিকার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

আলোর অভাব ও নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রাউতকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা এই পথে আলো লাগানোর বিষয়ে বেশ কিছু পরিকল্পনা নিয়েছি। আগামী সপ্তাহে আমাদের একটি বৈঠক রয়েছে। বাজেট তৈরি করে আমরা কাজ শুরু করব।'

কিন্তু পঞ্চায়েতের প্রধান যা-ই বলুন না কেন সাধারণ মানুষ থেকে পথচারী সকলের পঞ্চায়েতের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। তাই ওই রাস্তা ও আলোর সমস্যা নিয়ে এতদিন পঞ্চায়েত কোনও ভূমিকা না নেওয়ায় দিন-দিন মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

সমস্যা যেখানে

- দেড় কিলোমিটার লম্বা রাস্তায় বাতিস্তম্ভ রয়েছে অনেক
- কিন্তু আলো জ্বলে মাত্র দুটিতে
- ছয় মাসের বেশি সময় ধরে সেগুলি বিকল
- চলাফেরা করতে অসুবিধা পথচারীদের
- অন্ধকারে বের হতে ভয় পান মহিলারাও
- সব জানা সত্ত্বেও নির্বিকার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ
- সমাধানের আশ্বাস পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের
- তবে পঞ্চায়েতের কথায় মন গলছে না কারও

মিছিল ও ধর্মঘটের ডাক

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রমকোড বাতিল, ন্যূনতম মজুরি সহ ১৭ দফা দাবিতে বামেদের তরফে মঙ্গলবার একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। এছাড়াও এদিন ৯ জুলাই শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য থেকে পহলগাম ইস্যুতেও আওয়াজ তোলা হয়।

মাল পুরসভা নির্মিত সেই বায়োফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

পরিত্যক্ত কারখানায় নয়া প্রকল্পের পরিকল্পনা

বায়োফার্টিলাইজার প্ল্যান্টে নেশার ঠেক

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২০ মে : প্রায় সাত বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে মাল পুরসভার বায়োফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট। ফলে সন্ধে নামতেই বসে নেশার আসর বলে অভিযোগ।

২০১৭-'১৮ সাল নাগাদ মাল পুরসভা এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল ২ নম্বর ওয়ার্ডে মাল নদীর ধারে শ্মশানঘাটের পাশে পুরসভার তরফে নির্মিত বায়োফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট। উদ্দেশ্য ছিল, শহরের সব জৈব আবর্জনা একত্রিত করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার থেকে জৈব সার তৈরি করা। সেইমতো তৈরি হয় প্ল্যান্ট ভবন। নির্দিষ্ট দিনে প্রক্রিয়াকরণ চালু হয়। শুরু হয় জৈব সার তৈরি। পুরসভার তরফে একটি সংস্থাকে এই প্ল্যান্ট পরিচালনার লিজ দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম দিকে উৎপাদন ভালোই হচ্ছিল। বাজারে জৈব সারের চাহিদাও ভালো ছিল। কিন্তু বছরখানেক চলার পর হঠাৎ আর্থিক সমস্যায় পড়ে পরিচালন সংস্থাটি। কর্মীদের বেতন বকেয়া থেকে যায়। প্রয়োজনীয় অর্থ না পেয়ে পরিচালন সংস্থা প্ল্যান্ট বন্ধ করে চলে যায়। তারপর থেকে সাত বছর ধরে এভাবেই পড়ে আছে প্ল্যান্টটি। সেখানে দিন-রাত নেশার আসর বসে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা শিখা ঘোষের কথায়, 'রাত নামতেই বহিরাগতদের নেশার আস্তানা হয়ে ওঠে পরিত্যক্ত ওই কারখানা এলাকা। তাছাড়া ক'দিন আগেই এলাকার একটি দোকানের জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' তাঁর কথায় সায় জানান আরেক বাসিন্দা আলপনা চাকিও।

কী কারণে বন্ধ হল প্ল্যান্টটি জানেন না প্রাক্তন কাউন্সিলাররা। সিপিএম কাউন্সিলার সুপ্রতিম সরকারের কথায়, 'আমাদের আমলে এ ধরনের একটি প্রকল্প আনার চেষ্টা করেছিলাম। পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে আমাদের প্রকল্পকে আমল না দিয়েই একটি নতুন প্রকল্প করে। কিন্তু এক বছরের মাথায় সেটি বন্ধ হয়। আমার মতে পরিকল্পনার সঙ্গে তৈরি করলে আগামীতে এ ধরনের প্রকল্প শহরের জন্য উপকার নিয়ে আসবে।' পাশাপাশি বন্ধ প্ল্যান্টে নেশার ঠেকের বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কঠোর হওয়া প্রয়োজন বলে তাঁর মত।

তবে নতুন কোনও উদ্যোগ নিলেই নেশার ঠেক বন্ধ হবে বলে মনে করেন প্রাক্তন কাউন্সিলার কংগ্রেসের মিঠু মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'যান্ত্রিক সংস্কারের অভাব এবং সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন না করাতেই কারখানাটি বন্ধ হতে পারে। এই প্রোজেক্ট পুরসভার জন্য লাভবান প্রোজেক্ট ছিল। এত টাকা দিয়ে তৈরি পরিকাঠামো ফেলে না রেখে নতুন কিছুর উদ্যোগ নিলেই এ ধরনের নেশার ঠেক বন্ধ হয়ে যাবে।'

এ বিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'পরিত্যক্ত কারখানাতে নতুন প্রোজেক্টের বিষয়ে ইতিমধ্যে সুডার সঙ্গে কথা হয়েছে। আর শ্মশান থেকে শুরু করে কারখানার পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বাগান এবং সৌন্দর্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।'

বিষয়টিকে কটাক্ষ করে বিজেপি টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'তৈরি হওয়ার সময় বলা হয়েছিল কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। কিন্তু কাটমানির প্রভাবে এক বছরের মাথায় প্রোজেক্টটি পথ হারায়। লোক দেখানোর রাজনীতির জাঁতাকলে আটকে মানুষ।'

এই প্ল্যান্ট চালু থাকলে একদিকে যেমন জৈব আবর্জনা পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে জৈব সারে রূপান্তরিত হত, তেমনি সুলভমূল্যে বাজারে বিক্রি করা যেত। এতে লাভবান হত পুরসভা। কিন্তু প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই সুযোগ হারিয়েছে তারা।

ঘটনাক্রম

- ২ নম্বর ওয়ার্ডে মাল নদীর ধারে শ্মশানঘাটের পাশে পুরসভার তরফে নির্মিত বায়োফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট
- পুরসভার তরফে একটি সংস্থাকে প্ল্যান্ট পরিচালনার লিজ দেওয়া হয়েছিল
- বছরখানেক চলার পর হঠাৎই আর্থিক সমস্যায় পড়ে পরিচালন সংস্থাটি
- পরিচালন সংস্থা প্ল্যান্ট বন্ধ করে চলে যায়

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

আগাছায় ভর্তি পার্ক জনশূন্য

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : জলপাইগুড়ি শহরে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বসে গল্প করা বা সকাল-বিকাল হাঁটাহাঁটি করার জায়গা নেই বললেই চলে। যে কয়েকটি রয়েছে তার মধ্যে কান্তেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন লাগোয়া পার্কটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত পার্কটিতে এলাকার মানুষ সহ আশপাশের ওয়ার্ডের অনেক মানুষ হাঁটাচলা করেন।

কিন্তু বিগত কয়েক মাস ধরে ওই পার্কের অবস্থা শোচনীয়। ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে সেটি। সাধারণ মানুষের পার্কের বেঞ্চে বসে গল্প করা তো দূরের কথা, হাঁটাচলা করাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবিষয়ে এলাকার বাসিন্দা রাতুল ভট্টাচার্য বলেন, 'শুধু এলাকার লোক নয় অনেক দূর থেকেও মানুষ সকাল-সন্ধ্যা ভ্রমণ করার জন্য পুকুরের পাশ দিয়ে হাঁটাচলা করতেন। পরিচ্ছন্নতার অভাবে এখন আর সেভাবে কেউ আসেন না। অনেকবার কাউন্সিলারকে বলা হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।'

কাউন্সিলার অম্লান মুন্সির বক্তব্য, 'আমি পার্কের শোচনীয় অবস্থা দেখেছি। পার্ক সংস্কারের বিষয়ে আমাদের প্ল্যান তৈরি রয়েছে। বর্তমানে ওই ওয়ার্ডে হাইড্রেনের কাজ চলছে। সেটা শেষ হলেই পার্ক সংস্কার করা হবে।'

তথ্য : অনীক চৌধুরী

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজেটিভ	-	৩
বি পজেটিভ	-	২
ও পজেটিভ	-	৩
এবি পজেটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	-	৪
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৩
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৪
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

টোটো সরাতে ট্রাফিকের অভিযান। ধূপগুড়িতে।

নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে হাইওয়েতে দাপট টোটোর

নিয়ন্ত্রণ নেই প্রশাসনের

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২০ মে : নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে প্রশাসনের নাকের ডগায় হাইওয়ের ওপর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে টোটো। এর জেরে একাধারে যেমন দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকছে, আবার তেমনি মিনিবাসের ব্যবসাও তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এমনকি যাত্রীদের একাংশ ছোট রুটে টোটোকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ তুললেন বাস মালিকরা।

জলপাইগুড়ি জেলা প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ওয়াইহিদি আলম বলেন, 'বর্তমানে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে বাস চালাতে হচ্ছে। বাসের ব্যবসা বর্তমানে তলানিতে ঠেকেছে। তার ওপর অতিরিক্ত পরিমাণে টোটো। এতে খুব সমস্যা হচ্ছে। স্ট্যান্ড থেকে যাত্রী তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও এশিয়ান হাইওয়ে বা জাতীয় সড়কের ওপর টোটো চলছে। প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।'

এদিকে শুধু সড়ক নয়, হাইওয়ের পাশে সার্ভিস রোডও টোটোর দখলে।

ধূপগুড়ির বাসিন্দা তথা ধূপগুড়ি থেকে বীরপাড়াগামী বাসের নিত্য যাত্রী সুভাষ দত্ত ও রূপম দত্ত জানালেন, এটা ঠিক যে টোটোর দৌরাত্ম্য অনেকটা বেড়েছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে পারাপার করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাইওয়ের ওপর টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তা সত্ত্বেও দেদার সড়ক ও হাইওয়ের ওপর টোটো চলছে। এব্যাপারে প্রশাসনের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

এদিকে ধূপগুড়ি পুরসভা এখনও টোটোগুলিকে টেম্পরারি আইডেনটিফিকেশন নম্বর দিতে পারেনি। এর জেরে টোটোর সংখ্যা দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে। এদের ওপর পুরসভা, পুলিশ বা প্রশাসন কারও কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

আগে একবার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা অভিযান চালিয়েছিলেন। ট্রাফিক গার্ডগুলিও প্রায়ই অভিযান চালায়। তবে অভিযান শেষে ফের একই অবস্থা।

ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক মণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বললেন, 'টোটোর টিন নম্বর নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করছি তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটে যাবে।'

যে-কে-সেই

- হাইওয়ের ওপর টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে প্রশাসনের
- কিন্তু নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে দেদার চলছে টোটো
- এর জেরে ক্ষতির মুখে পড়ছেন বাস মালিকরা
- আগে দু'একবার অভিযান হলেও ফের একই অবস্থা
- এখনও টোটোগুলিকে টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর দিতে পারেনি পুরসভা
- তবে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রশাসনের

হাসপাতালের শিলান্যাসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২০ মে : ওদলাবাড়ির সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল গড়ার জন্য ২৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন, যা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে স্থানীয় স্তরে। অনেকে যেমন এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন, তেমনই অনেকে একে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের চমক হিসেবে দেখছেন।

মঙ্গলবারের শিলান্যাসের জন্য সোমবার বিকেলেই জেলা ও ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। ওই রাতেই তড়িঘড়ি তৈরি হয় ফলকের আকারের আবরণ। মঙ্গলবার সকালে দুটি বাঁশের খুটির ওপর অস্থায়ীভাবে টাঙিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় সেটি। পরে এদিন ওদলাবাড়ির মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই ঢাকনা খুলে দেওয়া হয় শিলান্যাসের ফলকের। তবে শিলান্যাস উপলক্ষ্যে কোনও আড়ম্বর কিংবা অতিথিদের দেখা মেলেনি।

এনিয়ে বিজেপির বিধানসভা কমিটির আহ্বায়ক চন্দন দত্ত বলেন, 'ধূপগুড়ি হাসপাতাল মহকুমা স্তরে উন্নীত হওয়ার নোটিফিকেশন আজও জারি হয়নি। সেজন্য আজও এখানে সুপার নেই। বানারহাটে ৩০ শয্যার হাসপাতাল গড়তে যদি ৩০ কোটি ব্যয় হয়, সেখানে ধূপগুড়িতে মাত্র ২৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকায় ১০০ শয্যার মহকুমা হাসপাতাল কীভাবে গড়া হবে তা আমাদের মাথায় ঢোকেনি। পুরোটাই তৃণমূলি ঢপ।'

হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের শিলান্যাসের খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন দীর্ঘদিন এই ইস্যুতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। সংগঠনের সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাশগুপ্তর কথায়, 'আধিকারিক বা রাজনৈতিক নেতাদের কথা বলতে পারব না, তবে ধূপগুড়িবাসীর কাছে এই হাসপাতালের গুরুত্ব অসীম। একটু প্রচার করে এদিনের শিলান্যাস আয়োজন হলে মানুষজন সেখানে শামিল হতে পারতেন।

তবে হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের শিলান্যাস ঘিরে প্রচারে নামার প্রস্তুতিতে রয়েছেন শাসকদলের নেতারা। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, 'বানারহাটে গ্রামীণ হাসপাতাল সহ পুরো ব্লক সেটআপ গড়তে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে, ধূপগুড়িতে দশ তলার ভিত সহ শুধুমাত্র ছয় তলা হাসপাতাল বিল্ডিং গড়তেই প্রায় সম পরিমাণ টাকা বরাদ্দ হল। ধূপগুড়ির মানুষের জন্য এই বরাদ্দ করায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।'

এদিকে স্বাস্থ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী এক মাসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি কাজ শুরু করতে পারে। এজন্য ইতিমধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসেস কোম্পানি লিমিটেডের তরফেও চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারা হয়েছে।

নতুন বিল্ডিংয়ের শিলান্যাস। মঙ্গলবার ধূপগুড়ি হাসপাতাল চত্বরে।

সংবাদদাতা চাইছে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বানারহাট
এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২৭ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

বাংলার বস কি একেন?

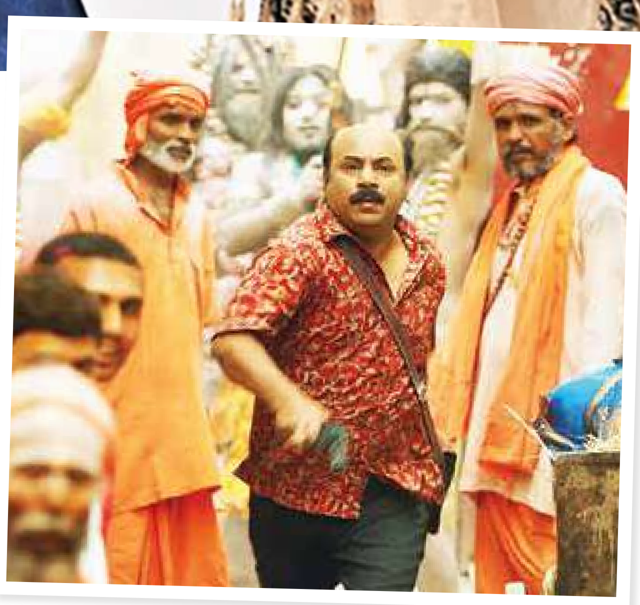

একেন বনাম বস। এই দুই পর্দায় বাংলা এবার মাত হয়ে যাচ্ছে। শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটির 'আমার বস', নাকি জয়দীপ মুখার্জি পরিচালিত দ্য একেন–বেনারসে বিভীষিকা, কোনটা বাংলার সেরা ছবি হবে? লড়াই এখনও জারি।

'আমার বস' ছবির পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়। উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজিত এই ছবিতে রয়েছেন রাখি গুলজার, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, শ্রুতি দাস, সৌরসেনী মৈত্র, কাঞ্চন মল্লিক, গৌরব চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'দ্য একেন বেনারসে বিভীষিকা' ছবিতে রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। তাঁর দুই সহচর হিসেবে আছেন সুহোত্র মুখোপাধ্যায় এবং সোমক ঘোষ। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, স্বীকৃতি মজুমদার প্রমুখ।

বলাই বাহুল্য, দুটি বাংলা ছবিই বক্স অফিসে মন্দ ব্যাটিং করছে না। তবে শেষপর্যন্ত বক্স অফিস কে দখলে রাখে, তা সময়ই বলবে। এদিকে টলিবাংলা বক্স অফিসের রিপোর্ট অনুসারে, 'আমার বস' ছবিটি মুক্তির দ্বিতীয় সপ্তাহে দাঁড়িয়ে মোট ৬০টি শো পেয়েছে। অন্যদিকে 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা' মুক্তির প্রথম সপ্তাহে মোট ১৩১টি শো পেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ওই একই রিপোর্ট জানাচ্ছে যে, 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা'র এখনও অবধি আয় হয়েছে ১.৯৯ কোটি টাকা। আর 'আমার বস' ছবির ঝুলিতে এসেছে ২.৫৪ কোটি টাকা।

একনজরে সেরা ৫

ফালকের ছবি

আমির খান ও রাজকুমার হিরানি ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক দাদাসাহেব ফালকের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে ছবি করছেন। তাঁরা ২০২৬ সালের খ্রিস্টমাসে ছবির মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন। চলতি বছরের অক্টোবর থেকে আগামী বছর এপ্রিল পর্যন্ত শুটিং চলবে। ১৮০০-১৯০০ সালের সময়সীমাকে পর্দায় আনা হবে। আমিরও দাদাসাহেব হয়ে ওঠার জন্য অভিনয়ে ধার বাড়াচ্ছেন।

পাঠানকে চাই

ওয়ার ২-এর টিজারে একদিকে হৃতিক রোশন, বিপরীতে জুনিয়ার এনটি আর এবং দুজনের অ্যাকশনের ঝলক দেখে দর্শক মুগ্ধ। তার মধ্যে নেটমহলের দাবি, পাঠান-এর ক্যামেও আসুক ওয়ার ২-তে। যশ রাজ ফিল্মস তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির একটিকে অন্যটির সঙ্গে জুড়ে দেয়। ফলে পাঠান, ওয়ার ২ মানে শাহরুখ, হৃতিক একসঙ্গে আসতেই পারে।

রাহুলের নজির

তুরস্কের আন্তালিয়ায় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গান গাইবার প্রস্তাব পান ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত গায়ক রাহুল বৈদ্য। পারিশ্রমিক ৫০ লক্ষ। রাহুল তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও কিছুই দেশের স্বার্থের থেকে বড় নয়। ... আমাকে দেশের পাশে দাঁড়াতেই হবে। প্রসঙ্গত, তুরস্ক, সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করার পর তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

শাহরুখের গয়না

শাহরুখ খান সম্প্রতি জুয়েলারি ব্র্যান্ড কেনডেয়ার-এর এনডর্স করছেন। কিছুদিন ধরেই তিনি হার, ব্রেসলেট, আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখা দিচ্ছেন। তাই গয়নার মডেল হতেই তাঁর অনুরাগীদের প্রশ্ন, তিনি কি তাঁর নিজের গয়নার ব্র্যান্ড চালু করবেন খুব শিগগির? তার জন্যই কি এত প্রস্তুতি? তারকার তরফে অবশ্য কিছু জানানো হয়নি।

ওজন কমল

সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবি লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এর প্রধান ভূমিকায় আছেন রণবীর কাপুর, ভিকি কৌশল ও আলিয়া ভাট। ছবিতে দুই নায়ক সেনা অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করবেন। এর জন্য রণবীর ১২ ও ভিকি ১৫ কিলো ওজন কমিয়েছেন। দুই নায়কের চেহারার বদল দর্শকের কাছে উপভোগ্য হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অবশেষে জামিন মিলল নুসরতের

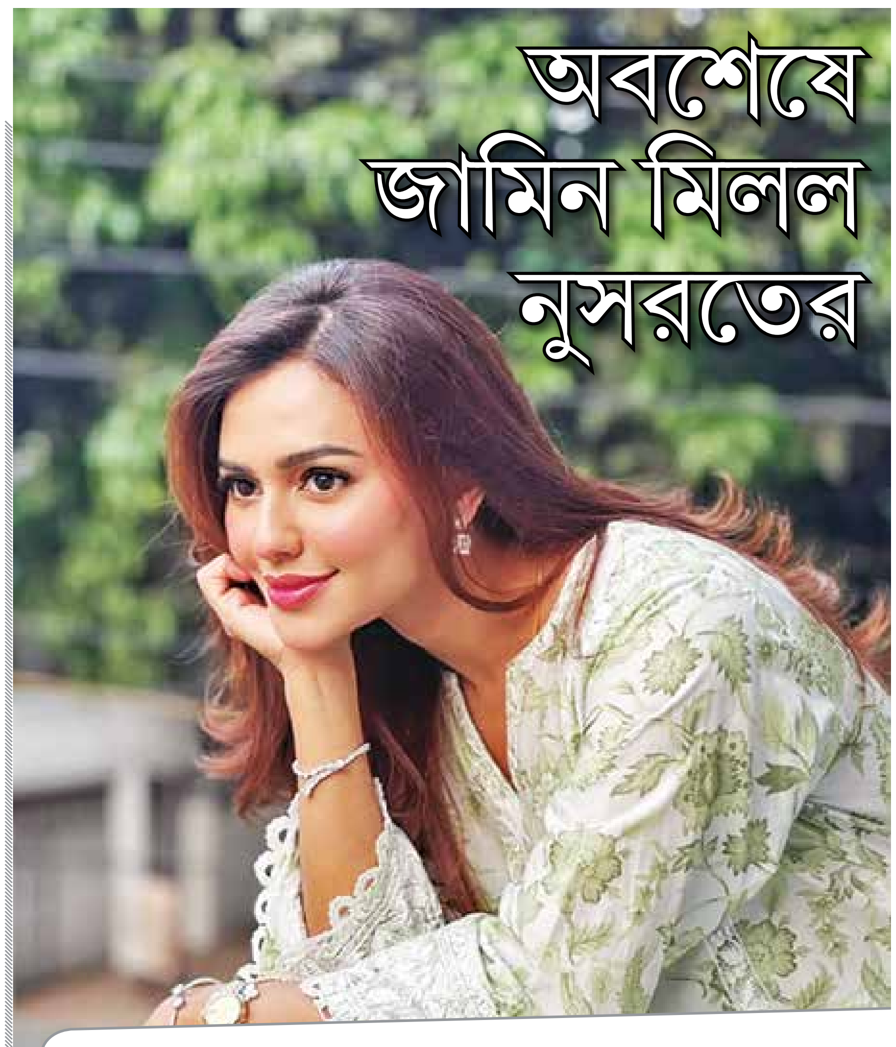

সারা দেশ থেকে ধেয়ে এসেছিল সমালোচনা। বিদেশের অন্যত্রও বিনোদন দুনিয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। আর তাই তাঁকে আটকে রাখা গেল না। বাংলাদেশের আদালত জামিন দিতে বাধ্য হল। নুসরত ফারিয়া, বড়পর্দায় শেখ হাসিনার চরিত্র করার জন্য যিনি বিখ্যাত।

খুনের মামলায় সোমবার গ্রেফতার হয়েছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া। গোটা একটা রাত জেলেই কাটাতে হয়েছিল পর্দার শেখ হাসিনাকে। শেষমেশ মঙ্গলবার সকালে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অভিনেত্রীর জামিন মঞ্জুর করেছে। নুসরতের আইনজীবী মহম্মদ ইফতেখার হোসেন বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, নুসরত জামিন চেয়ে মঙ্গলবার আদালতে আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে অশান্ত পরিস্থিতির সময় নুসরতের বিরুদ্ধে এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়া কথা শোনা যায় এবং সেই সময় খুনের চেষ্টা করার অভিযোগও ওঠে। গ্রেফতারের পর প্রথমে তাঁকে ভাটারা থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে অভিনয় জীবন শুরু নুসরত ফারিয়ার। বাংলাদেশের পাশাপাশি টলিউডেও তিনি বেশ জনপ্রিয়। অভিনয় করেছেন 'হিরো ৪২০', 'বাদশাহ দ্য ডন', 'বস ২', 'ইনস্পেক্টর নটি কে', 'বিবাহ অভিযান' এবং 'আবার বিবাহ অভিযান'-এর মতো ছবিতে। সম্প্রতি তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক 'মুজিব: দ্য মেকিং অব আ নেশন'-এ শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন।

বাংলার অর্জুন এবার হিন্দির নায়ক

এবার বড় ব্রেক পেলেন অর্জুন চক্রবর্তী। মানে অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর ছোট ছেলে। ছোটপর্দা আর বড়পর্দায় চুটিয়ে কাজ করেছেন। বাংলার ছেলে এতদিন বাংলাতেই ছিলেন। তবে সম্প্রতি হিন্দির জগতে পা রাখছেন অর্জুন। কালার্সের হিন্দি ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাঁকে। এর আগে অবশ্য অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরি পরিচালিত হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন অর্জুন। সে ছবির নাম পঙ্কজ। কিন্তু চরিত্রটা খুব ছোট ছিল। এবার পুরোদস্তুর ধারাবাহিকের নায়ক হচ্ছেন তিনি। ধারাবাহিকের নাম 'নয়নতারা'। এই ধারাবাহিকের প্রমোশনাল ভিডিও সামনে আসতেই মাথায় টোপর পরে বর বেশে দেখা গেল অর্জুন চক্রবর্তীকে। বর বেশে যখন রয়েছে তার সঙ্গে নায়িকাকেও দেখা মিলছে কনে বেশে। এই চরিত্রে দেখা যাচ্ছে শ্রুতি বিস্তকে।

এটি একটি পারিবারিক ড্রামা। কলকাতার প্রেক্ষাপটে গল্প সাজানো হয়েছে। তাই কলকাতার হাওড়া ব্রিজ থেকে কলকাতার বনেদি বাড়ির সেট চোখে পড়ছে। কলকাতা ও মুম্বইয়ের অভিনেতাদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকের গল্প লিখেছেন সাহানা দত্ত। ধারাবাহিকের প্রোমো দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে ছবিটি পারিবারিক ড্রামার সঙ্গে অলৌকিক কিছু ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে। নয়নতারা এই ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্র, যে আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারে। গল্পের মোড় কোন দিকে যাবে তার আভাস পাওয়া গিয়েছে প্রোমোতে। অর্জুন চক্রবর্তীর লুক ও অভিনয় জাতীয় স্তরের দর্শকদের কতটা মনে ধরে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

পরেশের বিরুদ্ধে অক্ষয়ের মামলা

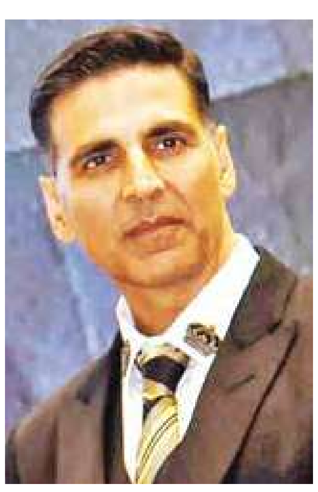

পরেশ রাওয়াল হেরা ফেরি ৩ থেকে সরে গিয়েছেন। তার মধ্যে খবর, ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেতা অক্ষয় কুমার পরেশ রাওয়ালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এভাবে চুক্তিপত্রে সাক্ষর করার পরেও ছবি থেকে সরে যাওয়াকে অপেশাদার বলে চিহ্নিত করেছেন অভিনেতা এবং এর জন্য পরেশকে ২৫ কোটি টাকা মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলেও তিনি দাবি করেছেন। কারণ ছবির প্রাক্তন প্রযোজক ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালার কাছ থেকে স্বত্ব কিনে তিনিই এখন ছবিটি প্রযোজনা করছেন। তাঁর বক্তব্য, ছবি না করার হলে চুক্তি সই করার আগে বা পারিশ্রমিক নেওয়ার আগেই বলতে পারতেন। তাহলে প্রযোজকের এত টাকা ক্ষতি হত না। বলিউডের অভিনেতাদেরও হলিউডের অভিনেতাদের মতো বুঝতে হবে যে, এখানকার প্রযোজকরাও আর অভিনেতাদের খেয়ালখুশিমতো চলাকে সমর্থন করবেন না। এতে অবশ্যই পরেশের সঙ্গে অক্ষয়ের সম্পর্ক খারাপ হবে। সহ অভিনেতার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে পরেশ বলেছিলেন, অক্ষয় তাঁর বন্ধু নয়। এ নিয়ে বেশ চর্চা শুরু হলে পরেশ নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলেন, 'মাসে ৪-৫ বার দেখা হলে বন্ধু হয়। অক্ষয় আমার সহকর্মী। তাঁর সঙ্গে মাঝেমাঝে দেখা হয়।'

উল্লেখ্য, এর আগেও চিত্রনাট্য পছন্দ হয়নি বলে পরেশ ও মাই গড ২ বা বিল্লু ছবি থেকে সরে যান। হেরা ফেরি ৩ থেকে বেরিয়ে যাবার কারণ হিসেবে পরেশ বলেছেন, 'প্রিয়দর্শনজির সঙ্গে সৃজনশীল ভাবনায় ফারাকের জন্য হেরা ফেরি ৩ ছাড়িনি। ওঁর মতো পরিচালকের জন্য আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির সাফল্য মনে রেখেই তার পরের ভাগগুলো পরপর করে যাওয়া ঠিক নয়। ভালো কিছু, নতুন কিছু থাকা দরকার। মনে রাখা দরকার, ৫০০ কোটির ব্যবসা করেছে আগের ছবিগুলো।'

'বাবুভাইয়া'কে 'রাজু' আর 'শ্যাম'-এর সঙ্গে দেখার ইচ্ছে নিয়ে দর্শকরা আশা করছেন, পরেশ নিশ্চয় তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাবেন।

কান-এ রাজকীয় শর্মিলা, সিমি

নামটাই যে 'কান'। জৌলুষ কি কম? কিংবা সেই মায়াবি গ্ল্যামার? হোক, তবে আভিজাত্য আর শিল্পের মায়া ছড়াচ্ছে এবারের কান। তার জ্যোতি আরও বেড়ে গেল শর্মিলা ঠাকুর ও সিমি গারেওয়ালের রাজকীয় উপস্থিতিতে। পাশাপাশি হেঁটে তাঁরা বোঝালেন আসল স্টারডম, সৌন্দর্য এবং সাফল্যের তেজটা ঠিক কেমন। তাঁদের একসঙ্গে পারতপক্ষে দেখা যায়। এবার কান-এ সেই ঘটনা ঘটার কারণ সত্যজিৎ রায়ের অরণ্যের দিনরাত্রি-র প্রদর্শন। কান-এর ক্লাসিক বিভাগে ছবির ফোর কে-র সংরক্ষিত ভার্সান দেখানো হবে। ছ বছরের চেষ্টায় এই সংরক্ষণের কাজ করেছেন পরিচালক ওয়েস অ্যান্ডারসন এবং তাঁর এই সাফল্যই এই দুই আইকনিক সুন্দরী অভিনেত্রীকে কান-এ নিয়ে গিয়েছে।

শর্মিলা পরেছিলেন সবুজ শাড়ি—তাতে তাঁর চিরকালীন সৌন্দর্য আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর কন্যা সাবা পরেছিলেন হলুদ রঙের পোশাক। সিমির পরনে সাদা গাউন—তাতে তিনি যেমন আকর্ষণীয় থাকেন, তেমনই ছিলেন। অ্যান্ডারসন তাঁদের স্বাগত জানান। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই দুই ভারতীয় তারকার আবির্ভাব অতীত ও বর্তমানের সিনেপ্রেমিকদের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করাল। কমেন্ট বক্স উপচে গিয়েছে দুই তারকার প্রশংসায়। অধিকাংশই লিখেছেন, শেষ পর্যন্ত কান-এ ভারতের সঠিক প্রতিনিধিত্বের দেখা পাওয়া গেল। কেউ লিখেছেন, কান-এ কেমন পোশাক পরা উচিত, ওঁরা দেখালেন। অনেকের কাছে এই মুহূর্তটা সাংস্কৃতিক গৌরবপ্রাপ্তির। মুভি ইন্ডিয়া এই আনন্দ এবং আবেগের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে অরণ্যের দিনরাত্রি ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত শর্মিলা ঠাকুরের ছবি পোস্ট করে।

অপারেশন খুকরি নিয়ে আসছেন রণদীপ

জাট ছবির সাফল্যের পর রণদীপ হুড়া তাঁর আগামী ছবি অপারেশন খুকরির কথা ঘোষণা করলেন। ভারতীয় সেনার সাহসিকতার অন্যতম সেরা নিদর্শন নিয়েই ছবি। ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সিয়েরা নিয়ন-এ ২৩৩ জন সেনা আটক ছিলেন। তাঁদের উদ্ধারে ভয়ংকর যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন জেনারেল রাজপাল পুনিয়া। রণদীপ, পুনিয়ার চরিত্রেই অভিনয় করবেন। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধ শুধু বন্দুক আর গর্বের বিষয় নয়, বলিদান, ভ্রাতৃত্ব আর কঠিন বাধা পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছোনোর যে অসীম সাহস দেখিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, এই যুদ্ধ তারও গাথা।' এই যুদ্ধে কাইলাহুন অঞ্চলে শান্তিরক্ষা বাহিনীর কাজ ৭৫ দিন ধরে চলেছিল। কোনও খাবার বা অন্য রসদ না থাকলেও শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাশক্তির জোরে সেনা এই যুদ্ধ জিতেছিল। রণদীপ বলেছেন, 'আমরা ভারতীয় সেনার দুর্জয় সাহসের এই অধ্যায় মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই, যা আরও অনেক বেশি স্বীকৃতি দাবি করে। এই সেনারা আত্মসমর্পণের থেকে মরে যাওয়াকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। আমার আশা, এই ছবি সব ভারতীয়কে উদ্বুদ্ধ করবে।'

অভিষেকের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে নির্বাসিত রাঠি

ঋষভকে নিয়ে ফের ক্ষোভ গোয়েঙ্কার

প্লে-অফের আশা শেষ লখনউ সুপার জায়েন্টসের। হালকা মেজাজে অধিনায়ক ঋষভ পন্থের কাঁধ মালিশ কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার।

লখনউ, ২০ মে : যত কাণ্ড নবাবের শহরে।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া, ঋষভ পন্থের আরও একটা ব্যর্থতা নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ক্ষোভ, বিরক্তি সবকিছু ছাপিয়ে দিগ্বেশ রাঠি-অভিষেক শর্মার অপ্রীতিকর মেঠো ঝামেলা। লখনউয়ের একানা

অভিষেক শর্মাকে আউট করার পর নোটবুক সেলিব্রেশন দ্বিগবেশ রাঠির। তাঁর এই সেলিব্রেশনের ধরন নিয়ে ক্ষোভ জানাচ্ছেন অভিষেক। লখনউয়ে সোমবার।

স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লখনউ সুপার জায়েন্টস-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে ঘটনার ঘনঘটা।

অভিষেককে আউটের পর লখনউ স্পিনার রাঠির সেলিব্রেশন উত্তাপ ছড়ায় মাঠে। ২০৫ রান তাড়া করে ১০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় আগেই প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া সানরাইজার্স। আর প্যাট কামিন্স ব্রিগেডের যে ধাক্কায় 'আউট' লখনউ। জয়ের অন্যতম কারিগর অভিষেক ২০ বলে ৫৯ রান করে বোল্ড হন রাঠির বলে।

অভিষেকের উইকেট নেওয়ার পর রাঠির দৃষ্টিকটু উচ্ছ্বাস ঘিরে ঝামেলা বেধে যায়। রাঠি হাতের ইশারায় মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন ব্যাটারকে। তারপর নোটবুক সেলিব্রেশন (যার জন্য দুইবার আর্থিক জরিমানাও হয়)। পালটা দিতে ছাড়েননি ডাগআউটের পথে রওনা দেওয়া অভিষেকও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আম্পায়ারদের হস্তক্ষেপ করতে হয়। দুই দলের বাকিরাও দুজনকে শান্ত করেন।

ঘটনার জের রাঠির নির্বাসন। ফলে পরবর্তী গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে রাঠিকে পাবে না লখনউ। অবশ্য প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর প্রথম একাদশের কম্বিনেশন কী হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি মাথাব্যথা অধিনায়ক ঋষভ পন্থের একটানা ব্যর্থতা। মিচেল মার্শ (৬৫), আইডেন মার্করাম (৬১) ওপেনিং জুটিতে ১১৫ রান যোগ করে মঞ্চ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। যদিও তা কাজে লাগাতে ফের ব্যর্থ। মাত্র ৬ বল স্থায়ী হয় ঋষভের (৭) ইনিংস।

ঋষভ আউট হতেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রতিক্রিয়াতে হতাশার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বিরক্তির ছাপ। স্পেশাল বক্সের ব্যালকনি থেকে রাগে ভিতরে চলে যান। চলতি লিগে ঋষভকে নিয়ে নিজের বিরক্তির কথা মুখে না বললেও বারবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ম্যাচের পর ঋষভের সঙ্গে খোশমেজাজে আলোচনার ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করলেও ভিতরের খবর আলাদা। সুযোগ থাকলে বিকল্প রাস্তায় যে দল হাঁটবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অতীতে ব্যর্থতার জন্য ভারতের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (তখন দলের নাম ছিল রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্ট) নিজের দলের নেতৃত্ব থেকে ছেঁটে ফেলতে দ্বিধা করেননি। গ্রুপ লিগেই টিম লখনউয়ের (১২ ম্যাচে ১০) বিদায়ঘণ্টার পর কয়েকদিনের মধ্যে তেমন কোনও চাঞ্চল্যকর 'পদক্ষেপ' দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বেচারা ঋষভ। না জাতীয় দল, না আইপিএল- ব্যর্থতার বহরে চাপা পড়ছেন। ইংল্যান্ড সফরের আগে নিশ্চিতভাবে চিন্তার জায়গা গৌতম গম্ভীরদের জন্যও। ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দল বাছাইয়ে যার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। লখনউ অধিনায়ক যদিও অজুহাতের রাস্তায়। ঋষভের দাবি, প্রথম থেকে পুরো দল পাননি। একাধিক বোলারের চোট-আঘাতের সমস্যা গোটা লিগেই ভুগিয়েছে। দলে যা নিয়ে বারবার কথা হলেও সেই শূন্যতা পূরণ করা যায়নি।

ঋষভের দাবি, নিলামে বোলিং লাইনআপ যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল, চোট সমস্যা না থাকলে পরিস্থিতি অন্যরকম হত। বাকি দুই ম্যাচে (গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নামবেন। আশাবাদী,

> মরশুমের দ্বিতীয়ার্ধটা কঠিন ছিল। কিন্তু এর থেকে অনেক কিছু শিখলাম। দলের মনোবল, হার না মানা মনোভাব আর কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে। এখনও দুইটি ম্যাচ বাকি। গর্বের সঙ্গে খেলব, সম্মানের সঙ্গে মরশুমটা শেষ করতে হবে।
>
> **সঞ্জীব গোয়েঙ্কা**

চলতি লিগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি ইতিবাচক দিকগুলিকেও '২৬-এর আইপিএলে কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন তাঁরা। ঋষভের দাবি, ব্যাটিংয়ে আগুনের অভাব নেই। এটা নিশ্চিতভাবে প্রাপ্তি। প্রথমবার আইপিএলে নেমে রাঠিও ভরসা জুগিয়েছে।

জেতা ছাড়া রাস্তা নেই অক্ষরদের

মুম্বই, ২০ মে : প্লে-অফে তিনটি দল নিশ্চিত। গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, পাঞ্জাব কিংস ইতিমধ্যেই নক আউটে। চতুর্থ দল কে হবে, প্রশ্নটাকে ঘিরে লড়াই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে। মুম্বই ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। দিল্লি সেখানে সমসংখ্যক ম্যাচে ১৩।

সাপ-লুডোর আইপিএলে পরস্পরকে টেক্কা দিতে আগামীকাল মুম্বই-দিল্লি দ্বৈরথ। জিতলে শেষ চারের টিকিট যেখানে নিশ্চিত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের, সেখানে দিল্লির সামনে আশা বাঁচিয়ে রাখতে জিততেই হবে পরিস্থিতি। উত্তেজক যে সমীকরণ নিয়ে ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দিল্লির হৃদয় ভাঙার পণ হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডের।

লিগের দ্বিতীয় পর্বে বিধ্বংসী ফর্মে মুম্বই। শেষ ৬ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছে নীতা আম্বানির দল। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে হোম অ্যাডভান্টেজ, জোড়া ফ্যাক্টরে এগিয়ে মুম্বই। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, ট্রেন্ট বোল্ট, জসপ্রীত বুমরাহদের পারফরমেন্স তফাত গড়ে দিচ্ছে। বুধবার যা থামানোই অন্যতম চ্যালেঞ্জ টিম দিল্লির।

পহলগাম পরবর্তী সময়ে ধাক্কা খেয়েছে দিল্লি। মিচেল স্টার্কের অনুপস্থিতি পেস ব্রিগেডের ধার কমিয়েছে। মুস্তাফিজুর রহমান, দুষ্মন্ত চামিরা, মুকেশ কুমারদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। স্পিন বিভাগে কুলদীপ যাদব সাফল্য পেলেও গত কয়েক ম্যাচে সামগ্রিক বোলিং চিন্তার জায়গা। হাতেগরম উদাহরণ গত গুজরাট ম্যাচ। লোকেশ রাহুলের অপরাজিত সেঞ্চুরির সুবাদে দুইশো প্লাস স্কোর হাতে

দিল্লির 'দিল' ভেঙে প্লে-অফে চোখ হার্দিকদের

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পরিবর্ত

উইল জ্যাকসের বদলে জনি বেয়ারস্টো (৫.২৫ কোটি)

রায়ান রিকেলটনের জায়গায় রিচার্ড গ্লেসন (১ কোটি)

করবিন বশের পরিবর্তে চরিথ আসালাঙ্কা (৭৫ লক্ষ)

নিয়েও ১০ উইকেটে হার হজম করতে হয়েছে। বি সাই সুদর্শন-শুভমান গিলের অবিচ্ছিন্ন যুগলবন্দি প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। ওয়াংখেড়ে শোয়ে আগামীকাল সেখানে রোহিত, সূর্য, হার্দিক, তিলক ভার্মাদের সামলানো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দায়বদ্ধতা পূরণে দেশে ফেরার আগে উইল জ্যাকস, রায়ান রিকেলটন, করবিন বশরা (প্লে-অফে নেই) বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবেন।

মুম্বই ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী প্লে-অফ নিয়ে। আগাম পরিকল্পনায় এদিনই বিকল্প তিন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করল তারা। জ্যাকস, রিকেলটন, বশদের বদলি ইংল্যান্ডের জনি বেয়ারস্টো (৫.২৫ কোটি), রিচার্ড গ্লেসনের (১ কোটি) সঙ্গে শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালঙ্কা (৭৫ লক্ষ)। ডাক পেয়ে বেয়ারস্টো বলেছেন, 'সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না। ইয়র্কশায়ারের নেতৃত্ব উপভোগ করছিলাম। ক্লাবকে ধন্যবাদ (আইপিএল খেলার অনুমতি)। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ, মুখিয়ে আছি।'

দিল্লি যদিও সহজে জমি ছাড়তে নারাজ। লোকেশ রাহুল, বাংলার অভিষেক পোড়েল গত ম্যাচে রান পেয়েছেন। তবে অভিষেকের সমস্যা, ভালো শুরু করেও ইনিংসটা লম্বা করতে না পারা। পাশাপাশি ফাফ ডুপ্লেসি, ট্রিস্টান স্টাবস, করুণ নায়ারদের ধারাবাহিকতার অভাব চাপ বাড়াচ্ছে কেভিন পিটারসেনদের (দিল্লির মেন্টর)। চাপ ঝেড়ে টিকে থাকতে মূল কাঁটা বুমরাহ-বোল্টের ওপেনিং স্পেল।

প্রতি ম্যাচেই পাওয়ার প্লে-তে ব্যাটারদের ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছেন বুমরাহরা। ওয়াংখেড়ের যে দ্বৈরথের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে ম্যাচের ভাগ্য। থাকছে মাঝের ওভারে সূর্য-তিলকের ব্যাটিং বনাম কুলদীপ-অক্ষরের স্পিনের টক্কর। রয়েছে বৃষ্টির ভ্রূকুটিও। সবমিলিয়ে দিল্লির হৃদয় বুধবারই চূর্ণ হবে নাকি মুম্বইয়ের অপেক্ষা আরও লম্বা হবে, সেটাই এখন দেখার।

ব্যাটিং প্রস্তুতির মাঝে রোহিত শর্মা।

ডু অর ডাই ম্যাচের চ্যালেঞ্জ নিতে মুম্বইয়ে অক্ষর।

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

নিজের স্টাইলেই ভরসা রাখো, ঋষভকে জাদেজা

> ঋষভ পন্থের নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যার জন্যই বাকিদের থেকে আলাদা। আমিও ঋষভের ভক্ত। একটা আইপিএলে সাদামাঠা পারফরমেন্সের জন্য ব্যাটিং স্টাইল বদলানো ভুল হবে। ওর আগ্রাসী মানসিকতা ঋষভকে ম্যাচ উইনার তৈরি করেছে। হাজারো চাপের মধ্যেও যা ধরে রাখা।
>
> -অজয় জাদেজা

নয়াদিল্লি, ২০ মে : ব্যাটিং স্টাইল বদলিও না। একটা আইপিএলে ব্যর্থতার কারণে নিজেকে বদলে ফেললে ভুল করবে ঋষভ পন্থ। যেভাবে খেলে এসেছে সেটাই বজায় রাখুক। সাফল্য ঠিক পাবে। টানা ব্যর্থতায় চাপে থাকা ঋষভকে পরামর্শ অজয় জাদেজার।

জাদেজার যুক্তি, 'ঋষভ পন্থের নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যার জন্যই বাকিদের থেকে আলাদা। আমিও ঋষভের ভক্ত। একটা আইপিএলে সাদামাঠা পারফরমেন্সের জন্য ব্যাটিং স্টাইল বদলানো ভুল হবে। ওর আগ্রাসী মানসিকতা ঋষভকে ম্যাচ উইনার তৈরি করেছে। হাজারো চাপের মধ্যেও যা ধরে রাখা।'

নিলামে ২৭ কোটির বিশাল অঙ্ক পাওয়া। সঙ্গে অধিনায়কের গুরুভার। জাদেজা যদিও জোড়া চাপকে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে দেখতেও নারাজ। জানান, এমন দাবি মেনে নিতে তৈরি নন তিনি। বয়স অল্প হলেও ঋষভ দীর্ঘদিন ধরে খেলছে। আইপিএলে অনেকগুলো মরশুম হয়ে গিয়েছে। এহেন চাপ সামলাতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

টেস্টে ফের বিরাটদের চান যোগরাজ

এদিকে যোগরাজ সিং দাবি করেছেন, ৫ মিনিটেই নাকি ঋষভের সমস্যার সমাধান করে দেবেন। তাঁর মতে, ব্যাটিং স্টান্সেই গলদ। বাঁ কাঁধ প্রয়োজনের তুলনায় ওপেন করছে। এই জায়গায় পরিবর্তন করলে পুরোনো ঋষভকে পাওয়া যাবে। দ্রুত রানে ফিরবে।

পাশাপাশি বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে অবসর ভেঙে ফেরার আবেদন করলেন। যোগরাজের মতে, এখনও ১০ বছর ক্রিকেট বাকি রয়েছে বিরাটের। রোহিত তাঁর কাছে এলে নাকি ফিটনেসের চুড়োয় পৌঁছে দেবেন। নিজেদের কথা নয়, দেশ এবং সমর্থকদের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আসা উচিত বিরাট-রোহিতদের।

ফাইনালে সমর্থকরাই শক্তি ইউনাইটেডের

বিলবাও, ২০ মে : বুধবার রাতে ইউরোপা লিগের ফাইনাল স্পেনের বিলবাওয়ে। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার থেকে দূরত্বটা দেড় হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। তবুও গ্যালারি ভরাবেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সমর্থকরা। টটেনহাম হটস্পারের বিরুদ্ধে খেতাবি লড়াইয়ে সেই সমর্থকরাই শক্তি রুবেন অ্যামোরিমের দলের।

প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিম।

হোক না ইউরোপের দ্বিতীয় সারির টুর্নামেন্ট। ইউরোপা ফাইনালের আগে লাল ম্যাঞ্চেস্টার সমর্থকদের উন্মাদনায় এতটুকুও কমতি নেই। প্রিমিয়ার লিগে 'সবচেয়ে খারাপ মরশুমেও' এটাই একমাত্র আশার আলো রেড ডেভিলদের। সেই সমর্থকদের জন্যই শিরোপাটা জিততে চান লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ অ্যামোরিম। বলেছেন, 'সমর্থকরা যে গ্যালারি ভরাবে তা আমার অজানা নয়। ওরা যেভাবে হোক সবসময় দলের পাশে থাকে। এবারও থাকবে। প্রয়োজনে সাঁতরে বা বিনা টিকিটেও। ওদের জন্যই যেভাবে হোক জিততে হবে ট্রফিটা।' ফাইনালে সেরা একাদশটাই নামাবেন ইউনাইটেড কোচ। তারকা নির্ভর নয়, দলগত সংহতিতেই জোর দিচ্ছেন তিনি। তবে কাজটা সহজ নয়। তাই নিজের দলকে অ্যামোরিম বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন। বলেছেন, 'খেতাব জিততে না পারলে কেউ মনে রাখবে না।'

ইউরোপা লিগের ফাইনালে আজ

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম টটেনহাম হটস্পার

ম্যাচ শুরু : রাত ১২.৩০ মিনিটে, **স্থান :** বিলবাও

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলে অবনমনের আওতায় থাকা দলগুলির ঠিক ওপরেই রয়েছে ইউরোপা খেতাবের দুই দাবিদার। খারাপ পারফরমেন্সের নিরিখে একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। অথচ ইউরোপা লিগে টটেনহাম হেরেছে মাত্র একটা ম্যাচ। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তবে বাকিরা যতই বলুক, নিজেদের কৃতিত্বকে কোনওভাবেই খাটো করে দেখতে নারাজ স্পার্সের কোচ অ্যাঞ্জে পস্তেকোগ্লু। বলেছেন, 'প্রিমিয়ার লিগে আমরা ভালো খেলতে পারিনি ঠিকই। তার মানে এই নয় যে আমরা ইউরোপা ফাইনালে খেলার যোগ্য নই। এটা আমরা অর্জন করেছি। এর বাইরে কে কোন জায়গায় রয়েছে তা নিয়ে ভাবছি না।' আর ট্রফি জিতেই সব সমালোচনার জবাব দিতে চান তিনি।

হংকং ম্যাচের প্রস্তুতিতে সুহেল আহমেদ বাট।

সুহেলের প্রশংসায় মানোলো-শুভাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : সুহেল আহমেদ বাটের প্রশংসায় জাতীয় দলের হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ থেকে ক্লাবে তাঁর সিনিয়ার শুভাশিস বসু।

এবারই প্রথম জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন এই কাশ্মীরি তরুণ স্ট্রাইকার। দলে যোগ দিয়েই যে তিনি নজর কেড়েছেন তা বোঝা যায় যখন মানোলো বলেছেন, 'আক্রমণভাগে সুহেলের নড়াচড়া সত্যিই খুব তারিফযোগ্য। ওকে সুপার কাপে দেখেই আমার মনে ধরে। কারণ সেসময় দেখেছিলাম বক্সের মধ্যে ও অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ শানাচ্ছে, সঙ্গে গোলও করছে। ওর প্রশংসা করতেই হয়।' শুভাশিস গত বছর থেকেই ক্লাব দলে তাঁকে দেখছেন। তাই সুহেলের খেলার স্টাইলও তাঁর জানা। গত মরশুমের বর্ষসেরা বাগান অধিনায়ক ক্লাবে যেমন জাতীয় দলেও আপাতত আগলে রাখছেন তার এই সতীর্থকে। শুভাশিস বলেছে, 'সুহেল অত্যন্ত প্রতিভাবান ফুটবলার। যার প্রমাণ ও দিয়েছে সুপার কাপে। সুযোগ পেয়ে সেখানেই নিজেকে প্রমাণ করতে পারার ফলেই আজ ও জাতীয় দলে। ওকে অবশ্যই গাইড করার চেষ্টা করি। কারণ না হলে এই তরুণদের পক্ষেও নিজেদের মেলে ধরা কঠিন। ওকে বলেছি ভুল ত্রুটি মাথায় না রেখে সামনের দিকে তাকাতে।' তাঁরা নিজেরাও আগের ম্যাচে যেসব ভুল ত্রুটি হয়েছে তা ভুলে গিয়ে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে চান হংকংয়ের বিরুদ্ধে। বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কী কী ভুলত্রুটি হয়েছে সে সব ভুলে গিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই। মানোলো স্যার আমাদের এই শিবিরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোথায় আমাদের উন্নতি করতে হবে। দলের মধ্যে নবীন-প্রবীণের একটা ভারসাম্য রয়েছে। সিনিয়ার হিসেবে চেষ্টা করি নতুনদের গাইড করতে। আশা করি হংকং -এর বিরুদ্ধে আমরা ভালো খেলে জয়ে ফিরতে পারব।'

মানোলো হংকং ম্যাচের আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, 'হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচটা খুব সহজ হবে না। তাই ওই ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে থাইল্যান্ড ম্যাচটা প্রস্তুতির জন্য সঠিক ম্যাচ হিসাবে দেখছি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওদের ম্যাচটা আমি দেখেছি।'

আপাতত ব্যাংকক যাওয়ার আগে এই শিবিরটা ভালোভাবে কাজে লাগাতে চাইছে ভারতীয় দল।

শেষ ওভারে বাংলাদেশকে হারাল আমিরশাহি

শারজা, ২০ মে : শেষ ওভারে প্রয়োজন ১২ রান। হাতে ৩ উইকেট। এই পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বাংলাদেশের দেওয়া ২০৬ রানের লক্ষ্য তারা ছুঁয়ে ফেলল ১৯.৫ ওভারে। আন্তর্জাতিক টি২০-তে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এটাই তাদের প্রথম জয়। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজ এখন ১-১। আজ শেষ ম্যাচেই হবে সিরিজের ফয়সালা।

সোমবার শুরুটা অবশ্য ভালো করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ৯ ওভারেই তারা কোনও উইকেট না হারিয়ে ৯০ রান তুলে নেয়। ৩৩ বলে ৫৯ রান করেন ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন অধিনায়ক লিটন দাস (৪০)। স্লগ ওভারে তৌহিদ হৃদয়ের ঝোড়ো ৪৫ রানে বাংলাদেশ ২০০ রানের গণ্ডি পার করে।

রান তাড়ায় নেমে আমিরশাহির জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম (৪২ বলে ৮২)। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা মাথায় জয় এনে দেন হায়দার আলি (৬ বলে ১৫)।

ফের হার চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের

ব্রাইটন, ২০ মে : প্রিমিয়ার লিগের খেতাব নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর হলটা কী লিভারপুলের? টানা তিন ম্যাচ জয় অধরা। যার সর্বশেষ সংযোজন সোমবার রাতে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের কাছে ৩-২ গোলে হার।

ব্রাইটনের মাঠে নেহাত খারাপ খেলেনি লিভারপুল। ম্যাচে প্রথমার্ধের শেষে এগিয়েছিল আর্নে স্লটের দলই। ৯ মিনিটে হার্ভে এলিয়ট ও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডমিনিক সোবোসলাই গোল করেন অল রেডসের হয়ে। মাঝে গোল শোধ ব্রাইটনের। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল হজম করে হার। তার আগেই অবশ্য ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল লিভারপুল।

> সালাহ দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে। সবদিন তো কারও সমান যায় না। সবাই মানুষ।
>
> **আর্নে স্লট**

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সহজতম সুযোগটা নষ্ট করেন মহম্মদ সালাহ। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটও মনে করছেন, তৃতীয় গোলটা পেয়ে গেলে ফল অন্যরকম হতেও পারত। যদিও তার জন্য সালাহকে দোষারোপ করতে নারাজ তিনি। বলেছেন, 'সালাহ দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে। সবদিন তো কারও সমান যায় না। সবাই মানুষ।'

ফাইনালের আহমেদাবাদ যাত্রার নেপথ্যে ব্রডকাস্টারদের হুমকিও

বৃষ্টির চোখরাঙানিতে স্বপ্নভঙ্গ ইডেনের

তারিখ	ম্যাচ	স্থান	সময়
২৯ মে	প্রথম কোয়ালিফায়ার	মুল্লানপুর	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩০ মে	এলিমিনেটর	মুল্লানপুর	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১ জুন	দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার	আহমেদাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩ জুন	ফাইনাল	আহমেদাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতের অপারেশন সিঁদুর ছিল অনেকটাই প্রত্যাশিত। ঠিক তেমনই প্রত্যাশিত ছিল ইডেন গার্ডেন্স থেকে আইপিএল ফাইনাল সরে যাওয়া।

দিন কয়েক আগে ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির পর যখন স্থগিত আইপিএল ফের শুরুর মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ই সামনে এসেছিল নয়া তথ্য। ইডেন থেকে সরে যাচ্ছে আইপিএল ফাইনাল। বদলে সেই ফাইনাল হবে

বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর প্রকাশিত খবরে সিলমোহর দিল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।

আহমেদাবাদে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ সেই সম্ভাবনার প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই প্রতিবেদনেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিলমোহর দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিল। বিকেলে গভর্নিং কাউন্সিলের ভার্চুয়াল বৈঠক চলেছে প্রায় ৫০ মিনিট। প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র নির্ধারণের একমাত্র অ্যাজেন্ডার বৈঠকে ইডেনে ফাইনাল ধরে রাখার জন্য সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার আবহাওয়া শেষ কয়েক বছর কেমন ছিল, তুলে ধরা হয়েছিল। সঙ্গে জানানো হয়েছিল, ৩ জুন কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে। আর এখানেই কাহানি মে টুইস্ট!

জানা গিয়েছে, ৩ জুন কলকাতায় বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই তথ্য গভর্নিং কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা জেনে যাওয়ার পর ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল সরিয়ে আহমেদাবাদে নিয়ে যেতে সমস্যা হয়নি। কলকাতার পাশাপাশি হায়দরাবাদের ম্যাচও সরে গিয়েছে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে। কিন্তু কেন এমন হল? ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে ছানবিন চালিয়ে জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। শুধু বৃষ্টির সম্ভাবনাই ইডেন থেকে ম্যাচ সরে যাওয়ার একমাত্র কারণ নয়। আরও রয়েছে। সেটা হল ব্রডকাস্টারদের হুমকিও। সূত্রের খবর, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রতিনিধি অভিষেক ডালমিয়া প্রবল চেষ্টা করেছিলেন ম্যাচ কলকাতায় রাখার। কিন্তু ব্রডকাস্টারদের হুমকির পর তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্রডকাস্টারদের তরফে বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারত-পাক যুদ্ধের সম্ভাবনার কারণে আইপিএল স্থগিত হওয়ায় তাদের বিস্তর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাই আইপিএল প্লে-অফের ম্যাচ ও ফাইনাল এমন কোনও কেন্দ্রে করা যাবে না, যেখানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শেষপর্যন্ত যদি বোর্ড কলকাতাতেই ম্যাচ করতে চায়, তাহলে সেই ম্যাচের ইনসুরেন্স করা যাবে। ফলে বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে গেলে বড় আর্থিক ক্ষতির সামনে পড়বে ভারতীয় বোর্ড।

ব্রডকাস্টারদের অনড় মনোভাব বুঝে যাওয়ার পর বিসিসিআই কর্তারা আর কোনও ঝুঁকির পথে হাঁটেননি। আহমেদাবাদ ও মুল্লানপুরে আইপিএল প্লে-অফ ও ফাইনাল আয়োজনের সরকারি ঘোষণা করে দেওয়া হয়। প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র সরকারিভাবে ঘোষণার পাশাপাশি গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজ। চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালসের মঙ্গলবারের ম্যাচ থেকে শুরু করে বাকি থাকা আইপিএলের সব ম্যাচে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ালে 'কাটঅফ' সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতদিন বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ফের খেলা শুরু অথবা অন্তত পাঁচ ওভারের ম্যাচ আয়োজনের জন্য রাত ১০.৫৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হত। এখন থেকে সেই অপেক্ষার সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হল।

হতাশায় ডুবে ইডেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ইঙ্গিত আগেই ছিল। কিন্তু তারপরও মরিয়া চেষ্টা হয়েছিল। বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারা ৩ জুন ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএল ফাইনাল আয়োজনে মরিয়া ছিলেন। তাঁরা স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসের খোঁজ যেমন নিয়েছিলেন। ঠিক তেমনই শেষ কয়েক বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার আবহাওয়া কেমন ছিল, তার তথ্যও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বাস্তবে সিএবি-র যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ। আজ সন্ধ্যার দিকে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, ইডেনে ফাইনাল ও কোয়ালিফায়ার টু-র ম্যাচ হচ্ছে না।

বিসিসিআইয়ের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণার পর সন্ধ্যার দিকে সিএবিতে গিয়ে দেখা গেল হতাশার ছবি। সচিব নরেশ ওঝা, সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়দের শরীরীভাষায় হতাশা। একরাশ হতাশা নিয়ে সিএবি সভাপতি বলছিলেন, 'আমরা চেষ্টা করেছিলাম। আবহাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও আমরা বিসিসিআইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরও ফাইনাল হল না কলকাতায়। আমরা হতাশ। বোর্ড যা ভালো বুঝেছে, তাই করেছে।' বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে দাবি করা হচ্ছে 'অবিচারের' শিকার হল বাংলা। অনেকে আবার রাজনৈতিক সমীকরণের অঙ্ক তুলে ধরে বোঝাতে চাইছেন, সিএবি বা ইডেনের মতো মাঠের জন্য এমন অসম্মান প্রাপ্য ছিল না।

বেঙ্গালুরুর ম্যাচ সরে লখনউয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি শেষে আইপিএল প্রত্যাবর্তনের রাতে 'ভিলেন' হিসেবে হাজির হয়েছিল বৃষ্টি। গত ১৭ মে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছিল কেকেআর।

আরসিবি বনাম এসআরএইচ

মাঝে কয়েকদিন পার। বেঙ্গালুরুর আকাশের এখনও মুখ ভার। আগামী কয়েকদিনে উদ্যাননগরীতে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই কারণেই ২৩ মে বেঙ্গালুরুতে নির্ধারিত থাকা আরসিবি বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ বেঙ্গালুরু থেকে সরিয়ে দেওয়া হল লখনউয়ে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে আজ এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২৩ মে লখনউয়ে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বিরাট কোহলিদের হোম ম্যাচ হিসেবে দেখা হবে।

- ৩ জুন ফাইনালের দিন কলকাতায় বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
- কলকাতার পাশাপাশি হায়দরাবাদের ম্যাচও সরে গিয়েছে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে।
- ব্রডকাস্টাররা আইপিএল প্লে-অফের ম্যাচ ও ফাইনাল এমন কোনও কেন্দ্রে চাইছিলেন না, যেখানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
- বাকি আইপিএলে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ফের খেলা শুরু অথবা অন্তত পাঁচ ওভারের ম্যাচ করার জন্য সময়সীমা এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে।

INDIAN PREMIER LEAGUE

অর্ধশতরানের পর বৈভব সূর্যবংশী। নয়াদিল্লিতে মঙ্গলবার।

ধোনিদের বাস্তব বোঝালেন বৈভব

চেন্নাই সুপার কিংস-১৮৭/৮ রাজস্থান রয়্যালস-১৮৮/৪ (১৭.১ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ২০ মে : এবারের আইপিএলের হতাশা ভুলে ভবিষ্যতের দিকে নজর দিতে হবে, প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর থেকে চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরের ভাবনা এমনটাই। কিন্তু সমস্যা হল, সুক্তোর মশলা দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করা যায় না। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বছর চোদ্দোর বৈভব সূর্যবংশী। ৩৩ বলে তাঁর ৫৭ রানের ইনিংসে কম পড়ে যায় চেন্নাইয়ের দেওয়া ১৮৮ রানের চ্যালেঞ্জিং টার্গেট। মারকাটারি কুড়ির ক্রিকেটে ৩৫ পেরোনো রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদের মতো বুড়ো ঘোড়ায় ভরসা রাখার দিন যে শেষ সেটাও বুঝিয়ে দেন বৈভব।

মহেন্দ্র সিং ধোনিদের ব্যর্থতার দিনে কিছুটা লড়াই পাওয়া গেল তরুণ ওপেনার আয়ুষ মাত্রের (২০ বলে ৪৩) থেকে। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এদিন টসে হেরে মাঠে নেমে শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে চেন্নাই। অখ্যাত যুধবীর সিংয়ের (৪৭/৩) পেস সামলাতে না পেরে ৭৮/৫ হয়ে যায় হলুদ ব্রিগেড। ডেভন কনওয়ে (১০), উর্ভিল প্যাটেল (০), অশ্বীন (১৩), জাদেজাদের (১) ব্যর্থতা দেখে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার ডেল স্টেইনের সমালোচনা, 'সিএসকে শুরুতে তিন উইকেট হারানোর পর দুই বোলারকে নামাল। ওদের অঙ্ক মাথায় ঢুকছে না।'

আয়ুষের আটটি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে ইতি টানেন তুষার দেশপান্ডে (৩৩/১)। আয়ুষের আউটের পর চেন্নাইকে টেনে তোলার কাজ করেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (২৫ বলে ৪২)। শিবম দুবের (৩৯) সঙ্গে ৫৯ রানের পার্টনারশিপে দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন ব্রেভিস। একটি ছয় মারলেও ১৬-তে আটকে যান ধোনি। প্রথমে ব্রেভিসকে ফেরানোর পর ফিরতি স্পেলে দুবে, মাহিকে তুলে নেন আকাশ মাধওয়াল (২৯/৩)। চেন্নাই থামে ১৮৭/৮ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতেই বিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলার কাজটা করেন যশস্বী জয়সওয়াল (১৯ বলে ৩৬)। অংশুল কম্বোজের বলে তাঁর আউট হওয়ার পর রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে (৩১ বলে ৪১) নিয়ে খেলা ধরে নেন বৈভব। ১৪ নম্বর ওভারে দুইজনকে তুলে নিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৪১/২) একটা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এদিন আর রাজস্থানকে ফিনিশিং প্রবলেমে পড়তে দেননি ধ্রুব জুরেল (১২ বলে অপরাজিত ৩১) ও শিমরন হেটমেয়ার (অপরাজিত ১২)। তারা ১৭.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮৮ রান তুলে নেয়।

যুব ভারতের দায়িত্বে মুসা

কলকাতা, ২০ মে : নৌশাদ মুসাকে অনূর্ধ্ব-২৩ যুব দলের কোচ হিসেবে নিযুক্ত করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ১ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন মুসা।

খালিদ জামিলকে অনূর্ধ্ব-২৩ যুব দলের কোচ করার পরিকল্পনা ছিল ফেডারেশনের। তাঁকে প্রস্তাবও দেওয়া হয়। খালিদ তা প্রত্যাখ্যান করায় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল মুসার হাতে। আগামী বছর এশিয়ান গেমসের আসর বসবে জাপানের আইচি ও নাগোয়ায়। এখন থেকেই দলকে তার জন্য তৈরি করবেন মুসা। ১৮ জুন তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং ২১ জুন কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে দুইটি ম্যাচ খেলবে অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতীয় দল। সেই ম্যাচের জন্য শিবিরে ডাক পেয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল আহমেদ বাট, প্রিয়াংশ দুবেরা। এরমধ্যে সুহেল এই মুহূর্তে সিনিয়ার দলের শিবিরে রয়েছেন।

ট্রফি ও শংসাপত্র হাতে শ্রেয়া ধর।

চ্যাম্পিয়ন শ্রেয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মে : ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়নশিপ রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ টু টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির শ্রেয়া ধর। মঙ্গলবার অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে শ্রেয়া ৪-০ গেমে প্রাজ্ঞাংশ পাত্রকে হারিয়েছে। শ্রেয়া শিলিগুড়িতে বিবেকানন্দ ক্লাব ও তিস্তা-তোর্ষা টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে মৃণ্ময় চৌধুরীর অধীনে প্রশিক্ষণ নেয়।

বলাকার কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মে : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় দুই বছরের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতি হয়েছেন রাজু দাস। সহসভাপতি প্রদীপ কর। সচিব দীপাঞ্জন রাহা ও সহসচিব রঞ্জিত দত্ত।

অপূর্বর দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ মহকুমা ক্রিকেটে মঙ্গলবার কালিম্পং ৩ উইকেটে দার্জিলিংকে হারিয়েছে। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে টসে জিতে দার্জিলিং ৩৯.১ ওভারে ১৭৬ রানে অল আউট হয়। ইদ্রিস আলতাফ ৬৫ ও নীতেশ শা ৩৬ রান করে। শাহং রাই ২৯ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করে অঙ্গদ খাওয়াস (২৯/২) ও অপূর্ব পোরতেও (৩১/২)। জবাবে কালিম্পং ৩৮.৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৭ রান তুলে নেয়। অঙ্কিত প্রসাদ ৩৭ ও ম্যাচের সেরা অপূর্ব ৪৭ রান করে। অঙ্গদ রেখে আসে ৩৩ রান। অর্পিত রাই ১৯ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে সানদুপ লামাও (২৯/৩)। বুধবার খেলবে শিলিগুড়ি ও কার্সিয়াং।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে অপূর্ব পোরতে।

আন্সেলোত্তির সহকারী হতে প্রস্তুত কাকা

ব্রাসিলিয়া, ২০ মে : প্রাক্তন গুরু-শিষ্য আবারও জুটি বাঁধতে পারেন ব্রাজিল জাতীয় দলে। ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে সেই সম্ভাবনা।

রিকার্ডো কাকাকে ব্রাজিলে সহকারী হিসাবে চাইছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। গত কয়েকদিন ধরেই খবরটা ঘোরাফেরা করছে। এবার কাকা নিজেও ব্রাজিল জাতীয় দলে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বলেছেন, 'ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন চাইলে আমি জাতীয় দলকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।' তাঁর সংযোজন, '২০১৭ সালে খেলা ছাড়ার পর ক্রীড়া বাণিজ্য এবং ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের কোচিং ডিগ্রি অর্জন করেছি। দীর্ঘ ১৫ বছর ব্রাজিলের হয়ে খেলেছি। সুযোগ পেলে নতুন ভূমিকায় জাতীয় দলে ফিরতে চাই।'

আগামী মাসের শুরুতেই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলবে আন্সেলোত্তির ব্রাজিল। এই পর্বে সম্ভবত পুরোনো সহকারীদের নিয়েই কাজ করবেন ইতালিয়ান কোচ। যদিও তাঁদের কারোর সঙ্গেই স্থায়ী চুক্তি হচ্ছে না। তাছাড়া কাকার সঙ্গে আন্সেলোত্তির সম্পর্কও দীর্ঘদিনের। তাঁর অধীনেই ক্লাব ফুটবলে সেরা সময়টা কাটিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ফলে সবদিক থেকে কাকার সহকারী হওয়ার পথ খোলাই থাকছে।

বাগানের ড্র, হার লাল-হলুদের

জামশেদপুর, ২০ মে : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৫ জুনিয়ার লিগের মূলপর্বে গ্রুপের শেষ ম্যাচে আটকে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মুম্বই সিটি এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল সবুজ-মেরুনের খুদেরা। অন্যদিকে, গ্রুপের শেষ ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছে ৮-২ গোলে হার ইস্টবেঙ্গলের। আট গোল হজমের দিনেও জোড়া গোল করে খানিকটা হলেও লাল-হলুদ জার্সির মান রাখলেন শিশির সরকার। পয়েন্ট খোয়ালেও গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল বাংলার দুই দলই।

Sales: Siliguri: Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; Kolkata: (AJC Bose Road, Mullick Bazar): Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; (VIP Road, Baguiati): Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; (Howrah): Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; Durgapur: Global Motocorp LLP: 1800 1230 737
Service: Siliguri: Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; Kolkata: Global Motocorp LLP: 1800 1230 737
T&C apply. *Sub-4 metre ICE vehicles, as per the BNCAP Rating. **The Škoda Kylaq comes with a standard warranty of 3 years or 100,000 km, whichever comes first. Škoda reserves the right to alter the details of specifications and service offerings without any prior notice. Images are for representation purposes only. Actual colour, features and specifications may vary. Above car picture is created with the help of computer graphics solely for the purpose of advertising. All disputes are subject to Mumbai court's jurisdiction only.